উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



মতুয়াদের আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	১৯°	৩৩°	২০°	৩২°	২১°	৩৩°	১৯°



মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ ৭



রোকোকে নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে নিউজিল্যান্ডে ১২

শিলিগুড়ি ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 2 November 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 163



রাজবংশী ঐক্যে মন্ত্রীর মহাসংঘ

শুভেন্দুর সভার আগে উত্তরে হইচই

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ নভেম্বর : মতুয়া মহাসংঘের আদলে এবার রাজবংশীদের বিভিন্ন সংগঠনকে এক ছাতার তলায় আনতে তৈরি হল রাজবংশী মহাসংঘ। মূলত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছে মহাসংঘ। সূত্রের খবর, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই পরিকল্পনামাফিক মহাসংঘ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে ব্লক স্তর থেকে মহাসংঘের কমিটি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় স্তরের কমিটি তৈরি হবে।

ঠিক হয়েছে, মহাসংঘের সংঘাধিপতি হবেন নিশীথ। কমিটিতে বিভিন্ন রাজবংশী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। রবিবার কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে সংঘের প্রথম বড় আলোচনা সভা হয়। সেখানে রাজবংশীদের ২২টি সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। তার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে মহাসংঘের প্রথম বড় সভা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

নিশীথের দাবি, মহাসংঘ একটি সামাজিক সংগঠন। তবে মহাসংঘ তৈরির খবরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। এতদিন একই দাবিতে পৃথকভাবে আন্দোলনরত বিভিন্ন রাজবংশী সংগঠনগুলির কোনও সাধারণ মঞ্চ ছিল না। ফলে মহাসংঘের গঠন সেই দিক থেকে উত্তরের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। নিশীথের উত্তরের জনগোষ্ঠীতে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদল মানুষ চাইছে তাদের ভাষার নাম হবে রাজবংশী। অন্য দলের দাবি ভাষার নাম হোক কামতাপুরি। সেই বিতর্কের অবসান ঘটাতে বিভিন্ন পক্ষের মতামত শুনতে এদিন ল্যান্সডাউন হলে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভার শুরু



কোচবিহারে রাজবংশী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

কথায়, 'যে কোনও রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের মানুষজন মহাসংঘে তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারেন। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর স্বার্থে আমরা সবার কথা শুনব, সেইমতো পরিকল্পনা তৈরি করব এবং তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে দেব। কোনও ভেদাভেদ না রেখে মহাসংঘ উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। আমরা সবাইকে নিয়ে চলায় বিশ্বাস করি।'

ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই থেকে শেষপর্যন্ত নিশীথ উপস্থিত ছিলেন। ২২টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের মতের সপক্ষে যুক্তি দেন।

সভায় উপস্থিত দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা এবং রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন রাজবংশী ভাষার পক্ষে সওয়াল করেন। সবাইকে একত্রিত করে আলোচনার উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়



রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের সমাবেশে রাহুল গান্ধি সহ অন্য নেতারা।

এডিশন স্পেশাল

টলিপাড়ার ভোট মিটল নির্বিঘ্নে

পাঁচের পাতায়

KIFF

উৎসবের লোগোয় গেরুয়া ছোঁয়া

পাঁচের পাতায়

শাসককে কড়া বার্তা ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : রাজধানীর বুকে শাসককে শক্তি প্রদর্শন। রাহুল গান্ধির ১০ লক্ষের দাবি তো পূরণ হয়নি। কিন্তু রবিবার ছুটির দিন নয়াদিল্লির সব পথ মিশেছিল ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে। যে মাঠ থেকে বারবার সরকার বদলের সূচনা হয়েছে অতীতে। নামে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নিশানা হলেও রবিবার রামলীলা কার্যত সরকার বদলের ডাক দিল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 'মোদি হটাও, গণতন্ত্র বাঁচাও' ডাক দিলেন।

সর্বভারতীয় এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন নেতার মুখে বারবার উচ্চারিত হল বাংলার কথা। গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ভোট চুরির অভিযোগে সায় দিলেন 'ইন্ডিয়া' জোটের একের পর এক নেতা। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ ঢংয়ে ঝাঁঝালো ভাষণে বিঁধলেন জ্ঞানেশ কুমার ও বিজেপিকে। তাঁর কথায়, 'ভ্যানিশ কুমার, আপনি ভোট ভ্যানিশ করে দিয়েছেন।

> **জ্ঞানেশ কুমারের পর মোদি ও শা'র বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। জ্ঞানেশ কুমার জেলে যাবেন।**
>
> -রাহুল গান্ধি

মানুষের চাকরি, ভোটাধিকার, জীবন-সব লুট করেছেন।'

তিনি ঘোষণা করেন, 'আমাদের একটাই কথা, আগে ভ্যানিশ হটাও। তারপর অন্য কাজ। পশ্চিমবঙ্গে ওরা ভোট লুট করেছে। আমি তো হারিনি, আমাকে হারানো হয়েছে। এখন আমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। জেনে রাখুন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে প্রকৃত ভালোবাসা হয়। ভারত বাঁচান, গণতন্ত্র বাঁচান। এই লড়াইয়ে পড়ুয়া, মহিলা, জেন জেড সবাই আসুন। যুব প্রজন্ম, আপনারা লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিন, আমরা গাইড করব।'

'ইন্ডিয়া' জোটের নেতাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে মমতার পরেই সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ভোট লুট করে জিতেছে।' রামলীলা ময়দানকে এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি 'গণতন্ত্রের হলদিঘাটির' সঙ্গে তুলনা করেন। বাংলায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন আইসা নেত্রী নেহা বোরাও।

এরপর দশের পাতায়

রাজনৈতিক হিংসায় মৃতের পরিবারকে চাকরির বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ১ নভেম্বর : তৃণমূল সরকারের ১৫ বছর এবং তার আগে বাম আমল সহ গত ২৫ বছরে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের কর্মক্ষম একজন সরকারি চাকরি পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে 'ওয়েস্টবেঙ্গল স্কিম ফর প্রোভাইডিং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট (গ্রুপ ডি পোস্ট) টু ওয়ান এলিজেবল ফ্যামিলি মেম্বার অফ দ্য ভিক্টিমস কিলড ইন পলিটিকাল ভায়োলেন্স, ২০২৬'-এর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। নিহতদের পরিবারের কারা, কী পদে চাকরি পেতে পারেন, তার উল্লেখ আছে বিজ্ঞপ্তিতে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের দিন থেকে এই প্রকল্পটি কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

২০০১ সাল থেকে সুযোগ

নির্বাচনি সন্ত্রাস হোক বা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হোক, পশ্চিমবঙ্গে দলগুলির মধ্যে খুনোখুনি, মারামারি নতুন নয়। অতীতে কংগ্রেস আমলে হয়েছে। বাম ও তৃণমূল জমানায় তো হয়েছেই। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার অবশ্য বেছে নিল বামফ্রন্টের শেষ ১০ বছর, তৃণমূলের ১৫ বছর ও বিজেপির প্রথম ৬ মাসকে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বা তারপরে যাঁরা রাজনৈতিক হিংসায় নিহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজন করে সদস্য চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিহতদের অনেকে পরিবারের

এরপর দশের পাতায়

কাজল নিয়ে আপাতত মুখে কুলুপ পদ্মের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : ঘাসফুল নেতা কাজল ঘোষের বিষয়ে আপাতত 'স্পিকটি নট' নীতিতে চলা হবে বলে পদ্ম শিবির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৩ নভেম্বরে শিলিগুড়ি সফরে আসছেন। দল এই উপলক্ষ্যে ২০ হাজার মানুষের জমায়েত করার পরিকল্পনা করেছে। সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে দলের তরফে রবিবার মাল্লাগুড়িতে জেলা বিজেপির দপ্তরে সফরের প্রস্তুতি বৈঠক হয়। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন সহ একাধিক বিধায়ক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেখানেই কাজলের বিষয়টি ওঠে। তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের সঙ্গে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি ছড়িয়ে পড়ার দলে ক্ষোভের বিষয়টি নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। কাজলকে ঘিরে আপত্তি জানাতে বিধাননগরের বিজেপি নেতাদের জেলা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানোর কথা ছিল। প্রয়োজনে তাঁরা ধর্নায় বসারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে দলের নেতাদের এমন প্রতিবাদে খারাপ বার্তা যেতে পারে, এই আশঙ্কায় রাজ্য নেতৃত্ব বিধাননগরের নেতাদের ফোন করে কর্মসূচি বন্ধের নির্দেশ দেয় বলে সূত্রের খবর। তারপর কাজলবিরোধী প্রায় সব কর্মসূচিই বন্ধ হয়েছে। এতে নীচুতলার বিজেপি কর্মীদের একাংশ অবাক হয়েছেন। রাজ্য নেতৃত্ব ৩ নভেম্বর তাঁদের নিয়ে বৈঠকে বসবে। সেদিনই বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

এরপর দশের পাতায়



ঠাকুরনগরে আন্তর্জাতিক মতুয়া গোঁসাই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উচ্ছেদ আর রেলগেট বন্ধের কোপ/২

আতঙ্কে রাতপাহারা ব্যবসায়ীদের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বলতে গেলে ব্যবসায়ীরা এখানে সূর্যের প্রথম কিরণের সঙ্গেই দোকানের ঝাঁপ খোলেন। সেই শব্দে বাজার রোজ প্রাণ পায়। ধূপধুনোর সুবাসে শুরু হয় নতুন দিন। প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, আজকের দিন ভালো কাটুক, আজ যেন লাভের মুখ দেখতে পাই।' কিন্তু রেলের নোটিশ সেই চেনা প্রার্থনার ভাষা বদলে দিয়েছে। বাজারে ধূপধুনোর গন্ধ থাকলেও ব্যবসায়ীদের মন ভারাক্রান্ত। এখন একটাই আর্জি, দোকান যেন না ভাঙে। অজানা আতঙ্ক সবসময় তাড়া করছে। রাতের ঘুম উধাও।

সাউথ আম্বেদকর কলোনির যাটোর্ধ্ব হরিশ্চন্দ্র ধর প্রায় ৫০ বছর ধরে জংশন এলাকায় ভাতের হোটেল চালান। ৩২ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ দম্পতির সংসার চলে ওই হোটেলের আয়েই। নোটিশের পর থেকে আতঙ্কে দিন কাটছে তাঁদের। রাতে অভিযানের আশঙ্কায় প্রতি রাতে হোটেলেই থাকছেন ছেলে। হরিশ্চন্দ্র বললেন, 'রেলের তরফে যদি রাতে অভিযান চালানো হয়? তাহলে তো দোকানের সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও নষ্ট হয়ে যাবে। সেই ভয়ে নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই প্রতি রাতে হোটেলে থাকছে ছেলে। আমাদেরও রাতে ঘুম হচ্ছে না।'

অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন এবং ডাবল লাইন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশন রেলের জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যবসায়ীদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। কোথাও উচ্ছেদের নোটিশ পৌঁছেছে, কোথাও আবার দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি জংশন, হকার্স কর্নারের একাংশ, টাউন স্টেশন বাজার, বাগরাকোটের টাউন স্টেশন বাজার এবং ফুলেশ্বরী বাজারের একাংশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উৎসবের মরশুম শেষ হলে পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ অভিযান হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। বহু ব্যবসায়ীকে দীর্ঘদিনের পরিচিত ঠিকানা ছাড়তে হতে পারে। লাভ-ক্ষতির হিসেব ভুলে তাঁরা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছেন। তাঁদের মনে ভয়, এই বুঝি বুলডোজার এসে সব শেষ করে দেবে। উৎসবের মরশুমে তাঁদের মুখ থেকে হাসি উধাও।



- রেলের নোটিশে একাধিক বাজারে দোকান হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা দিন গুনছেন
- জংশন থেকে ফুলেশ্বরী, উচ্ছেদের ভয়ে বহু দোকানির রাতের ঘুম উড়েছে
- পুনর্বাসন মিললেও নতুন জায়গায় জীবিকা চালানো কঠিন, বলছেন ব্যবসায়ীরা

জংশন এলাকার প্রায় ১০৯ জন ব্যবসায়ী নোটিশ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন পাপাই সাহা। বাবা-দাদার পর এখন তাঁর হাতে পান দোকানের দায়িত্ব।

এরপর দশের পাতায়

পানিফলে স্বনির্ভরতার নয়া দিশা

বিহারের বাসিন্দাদের হাত ধরে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে শুরু হয়েছিল জলশিঙাড়া বা পানিফল চাষ। এখন ওই চাষ স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়তি আয়ের পথ দেখাচ্ছে। স্বাবলম্বী হচ্ছে বহু পরিবার।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : সূর্য ওঠার আগে কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে পুতুল তন্ত্র, নিখিল দেবনাথ, মকবুল হোসেনের মতো কিছু মানুষ। মাছ ধরার চেষ্টা দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল। কিন্তু কাছে গিয়ে বোঝা গেল, কেউ মাছ ধরছেন না। তবে স্পষ্ট হল না, জল থেকে তাঁরা কী তুলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে হাজির শহরের ফল ব্যবসায়ীরা। অবশেষে পরিষ্কার হল, জলশিঙাড়া বা পানিফল তুলছেন বাসনা তন্ত্র, আবুল কালাম হোসেনেরা। জল থেকে তুলে স্বচ্ছ জলে পরিষ্কার করে সেই ফল তাঁরা তুলে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীদের হাতে। পরিবর্তে বুঝে নিচ্ছেন পরিশ্রমের অর্থ।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, জলাশয়ের জলেই বিকল্প জীবিকার খোঁজ। কিন্তু কীভাবে এমন পথের সন্ধান? ওঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিহারের বেশ কিছু বাসিন্দার হাত ধরে জলপাইগুড়িতে শুরু হয়েছিল জলশিঙাড়া বা পানিফল চাষ। তাঁরা ফিরে গিয়েছেন বিহারে। কিন্তু তাঁদের থেকে জলশিঙাড়া চাষের পদ্ধতি রপ্ত করে কয়েক বছর ধরে এই নতুন চাষে মন দিয়েছেন পুতুল, মকবুলরা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, এই দুই মাসে বাড়তি রোজগারের টাকা ঘরে তুলছেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাসিপাড়া, বালাপাড়া এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবার।



বাজার ধরতে ফলন তোলা। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে। ছবি : বুম্বা কর

একমনে স্বামীর সঙ্গে ভেসে থাকা হাঁড়িতে জলশিঙাড়া রাখছিলেন বাসনা। এরই ফাঁকে তিনি বললেন, 'বিহারের কয়েকটি পরিবার এখানে থাকাকালীন এখানকার জলাশয়ে জলশিঙাড়া চাষ করেছিলেন। বাড়ির সামনে হওয়ায় পদ্ধতিটা রপ্ত করেছিলাম। তাঁরা চলে গেলেও জলাশয়ে চারা জন্মানো বন্ধ হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

অসমের লোকালয়ে বাঁশ বাগানেই ঘাঁটি গেড়েছে বক্সার বাঘিনী। কখনও এক ঝাড়, কখনও অন্য ঝাড়— এভাবেই চলছে তার অবস্থান বদল। তাকে জঙ্গলে ফেরাতে প্রস্তুত দুই রাজ্যের বন দপ্তর। তৈরি ট্রাঙ্কুলাইজার দলও। কিন্তু এনটিসিএ-র সবুজ সংকেত না মেলায় আটকে রয়েছে অভিযান। তবে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঘিনীকে বক্সায় ফেরানোই এখন বনকর্তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

এনটিসিএ'র অনুমতি মিললেই ফেরানোর অভিযান

ডেরা বদলে চলেছে বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ নভেম্বর : কখনও এক বাঁশ বাগান, কখনও পাশের অন্য বাঁশঝাড়। অসমের লোকালয়ে এভাবেই ঘাঁটি বদলাচ্ছে বক্সার বাঘিনী। তাকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে দুই রাজ্যের বন দপ্তরের। বাঘিনীর গতিবিধির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছেন বনকর্মীরা। প্রস্তুত রাখা হয়েছে ট্রাঙ্কুলাইজার দলও। কিন্তু অভিযান শুরুর পথে এখনও বাধা হয়ে রয়েছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)-র অনুমোদন। ফলে রবিবারও বাঘিনীকে ধরার কোনও অভিযান চালানো যায়নি।

শনিবার অসমে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। অসমের বনকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বাঘিনীকে নিরাপদে বক্সায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

রবিবার মনোজ বলেন, 'এনটিসিএ-র অনুমোদনের জন্য শনিবার চিঠি পাঠানো হয়েছে। রবিবারও সেই চিঠির উত্তর আসেনি। এক-দুইদিনের মধ্যে অনুমতি মিলতে পারে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানানো হয়েছে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকে অসমের কচুগাঁও ব্লকের পাঠাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায় রয়েছে বাঘিনীটি। এদিন এক বাঁশ বাগান থেকে অন্য বাঁশ বাগানে আশ্রয় নিয়েছে বাঘিনী। ফলে নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে ঘিরে ফেলার কাজটিও সহজ হচ্ছে না। তার উপর বাঘিনী শ্যাডো জোনে চলে গেলে রেডিও কলারের জিপিএস সংকেত পেতেও সমস্যা হচ্ছে।



রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের আশপাশে বাঘিনীর বিচরণ।

এদিকে লোকালয়ের কাছাকাছি বাঘিনীর উপস্থিতি এবং আসন্ন কালীপুজো-দীপাবলিতে বাজির শব্দে বাঘিনীর সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বন দপ্তরের অধিকারিকরা। তাই সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় এড়াতে বনকর্মীদের সঙ্গে অসম পুলিশের আধিকারিকদেরও পাঠানো হয়েছে। তবে বাঘিনী যে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় রয়েছে সেটা নজরে এসেছে বন দপ্তরের।

বাঘিনীকে ধরতে অসমের বন দপ্তরের পাশাপাশি বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কর্মী এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরাও রয়েছেন। ট্রাঙ্কুলাইজার দল রবিবার সকাল থেকেই প্রস্তুত ছিল। অনুমতি মিললে পরিস্থিতি বুঝে ঘুমপাড়ানি গুলি কিংবা জাল ব্যবহার করে বাঘিনীকে কাবু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে চূড়ান্ত পদ্ধতি এখনও স্থির হয়নি।



- অসমের নারায়ণপুরে বাঁশ বাগানে আশ্রয় নিয়েছে বক্সার বাঘিনী
- দুই রাজ্যের বন দপ্তর তার ওপর নজর রাখছে
- এনটিসিএ-র অনুমোদন না মেলায় থমকে রয়েছে বাঘিনী ধরার অভিযান


দিল্লি বিমানবন্দরে স্পাইস জেটের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড়।

স্পাইস জেটের বিভ্রাটে যাত্রী হয়রানি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : প্রায় প্রতিদিন স্পাইস জেট সংস্থার একাধিক বিমান বাতিল হচ্ছে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে। ওই সংস্থার বেশ কিছু বিমান দেরিতে চলছে বলেও অভিযোগ। এর জেরে ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। যাত্রীদের অভিযোগ, টিকিট বাবদ স্পাইস জেট প্রচুর টাকা নিলেও সঠিক পরিষেবা দিচ্ছে না। বিমান বিভ্রাটের কথা স্বীকার করেছেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের অধিকর্তা নাভেদ নাজিম। তিনি বলেন, 'পরিচালনাগত কিছু সমস্যার জন্য স্পাইস জেট সঠিকভাবে বিমান চালাতে পারছে না। তাই যাত্রীদের হয়রানি হচ্ছে।' রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে টিকিট বাতিলের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য স্পাইস জেটের কাউন্টারে প্রচুর যাত্রীর ভিড় ছিল। গোটা বিষয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'স্পাইস জেট নিয়ে সমস্যার কথা শুনেছি। সমস্ত বিমান সংস্থাকে নিয়ে শীঘ্রই কলকাতায় বৈঠক ডাকা হবে। সেখানে বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। প্রয়োজনে অসামরিক বিমানমন্ত্রকের সঙ্গেও কথা বলব।'

পর্যটন মরশুমে বিমান বাতিল কিংবা বিলম্বিত হওয়ার প্রভাব পড়ছে ব্যবসায়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী বলছেন, 'এভাবে স্পাইস জেটের বিমান বাতিল হওয়ায় পর্যটকদের ভোগান্তি হচ্ছে। অনেক পর্যটক বিমান না পেয়ে পুরো সফর বাতিল করে দিচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের পর্যটনে ক্ষতি হচ্ছে।' সিআইআই-এর উত্তরবঙ্গ পর্যটন প্যানেল চেয়ার সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'বিমান সংস্থার এই খামখেয়ালিপনায় উত্তরবঙ্গের পর্যটনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। অবিলম্বে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

বাগডোগরা থেকে দিল্লি এবং কলকাতা রুটে প্রতিদিন স্পাইস জেটের বিমান চলাচল করে। কিন্তু পুজোর মরশুমে স্পাইস জেটের বিমান পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভের পারদ তুঙ্গে। শেষমুহূর্তে উড়ান বাতিল কিংবা বিমান দেরিতে ছাড়ার অভিযোগ উঠছে ওই বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে। যাত্রীদের অভিযোগ, বিমানবন্দরে পৌঁছে সিকিউরিটি চেক ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর হঠাৎ জানানো হচ্ছে বিমান দেরিতে ছাড়বে। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সেই অপেক্ষার পরে শেষমুহূর্তে বিমান বাতিল বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, বিমান ছাড়তে দেরি হলে যাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা ওই সংস্থাকে করতে হয়। বিমান বাতিল হলে যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও করে বিমান সংস্থা। কিন্তু এখন সেই সমস্ত কোনও পরিষেবাই পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

শনিবার দিল্লি থেকে বাগডোগরায় ফেরার বিমান ছিল শিলিগুড়ির রাহুল কেশরীর। তাঁর বক্তব্য, 'বিকেল ৪.১০ মিনিটে দিল্লি থেকে বিমান ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে বিমান বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর মালয়েশিয়া থেকে ভাড়ায় নিয়ে আসা একটা বিমান দেওয়া হয়। সেই বিমানটি সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটে দিল্লি থেকে ছেড়ে ৯টা নাগাদ বাগডোগরায় পৌঁছেছে।' তাঁর অভিযোগ, 'বিমানে এত দেরি হলেও টিফিন বা এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বিমানসেবিকাদেরও দেখা মেলেনি।'

চাকায় পিষ্ট গর্ভবতী

ডালখোলা, ১ নভেম্বর : ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শনিবার সন্ধ্যায় এক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু হল ডালখোলায়। নিশীথপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনায় পুলিশ ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের হয়। মৃত নিখাত পারভিন (২৪) চাকুলিয়ার সূর্যাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ শিমুলিয়ার বাসিন্দা সামশের আলমের স্ত্রী। নিখাত নয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা গোলাম ইয়াজদানি জানান, শনিবার নিখাতকে ডাক্তার দেখাতে পূর্ণিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন সামশের। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় জাতীয় সড়কে শিলিগুড়িগামী একটি ট্রাক তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন নিখাত। ট্রাকটি তাঁর দু'পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। কিশনগঞ্জ লায়ন্স সেবাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

৫৭ বছর বয়সে আয়রনম্যান জয়

রায়গঞ্জ, ১ নভেম্বর : বয়স প্রায় ৫৭। তবু আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের তিনটি পর্ব পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের 'আয়রনম্যান ৭০.৩' প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করলেন রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্বপনকুমার দাস। গোয়ায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ২৩ জনের মধ্যে দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছেন তিনি। তিনটি পর্ব শেষ করতে স্বপনের সময় লেগেছে ৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। প্রতিযোগিতায় ছিল সমুদ্রের খোলা জলে ১.৯ কিলোমিটার সাঁতার, পাহাড়ি রাস্তায় ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং এবং ২১.১ কিলোমিটার দৌড়। উত্তরবঙ্গের এআইজি (কারা) সুদীপ্তকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের অধীক্ষক বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। ৫৭ বছর বয়সে এমন প্রতিযোগিতা সফলভাবে শেষ করা সত্যিই গর্বের বিষয়।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Tajnur Khatun, স্বামী- Mainul, গ্রাম- পিণ্ডলতলা, পোস্ট:- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার ও আমার স্বামীর আসল নাম যথাক্রমে Tajnur Khatun ও Mainul। আমার ছেলে Ansarul Hoque -এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্বামীর নাম ভুলবশত Ismotara Bibi ও Mainul Hoque উল্লেখ রয়েছে। গত ২২/০৬/২৬ তারিখে চাঁচল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Tajnur Khatun ও Ismotara Bibi এবং Mainul ও Mainul Hoque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124369)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের জন্য কুক এবং হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 10,000/- - 15,000/-, Slg. (M) 9832543559. (C/124252)

●

কাজের সুযোগ.....বাড়িতে থেকে অনলাইন/এলাকাভিত্তিক 2/3 ঘণ্টা কাজ করে ভালো রোজগার করুন। M - 9733170439. (K)

TO-LET

Commercial Space, Godown, Bank, Showroom G.Floor - 2200 sq.ft. 1st. Floor - 2400 sq.ft. Con. No - 9864470499, 9149555484. (C/123758)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jayeda, স্বামী- Anesur Rahaman, গ্রাম- পিণ্ডলতলা, পোস্ট:- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার স্বামীর আসল নাম Anesur Rahaman। আমার ছেলে Serajul Hoque -এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার স্বামীর নাম ভুলবশত Anesur Rahama উল্লেখ রয়েছে। গত ৩০/১০/২৬ তারিখে চাঁচল 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Anesur Rahaman ও Anesur Rahama উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। (C/124369)

●

আমি Aashish Oraon পিতা Ratiya Oraon গ্রাম- Dheerarbari, পোস্ট - Shikarpur, জেলা - Jalpaiguri, আমার আধার কার্ড নম্বর (5279 9839 5555), আমার নামে পদবির বানান ভুলবশত Urao থাকায় ৩১/৭/২৬ তারিখে in the court of LD. 1st Class Judicial Magistrate at Jalpaiguri -তে অ্যাফিডেভিট করে Ashish Oraon নামে পরিচিত হলাম। (C/124370)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice INVITING 'e' TENDER NO. WBIW/EE/TID/e-NIT- 05/2026-27
Tender Id 2026_IWD_5081773_1 to 2026_IWD_5081773_6
The Executive Engineer,Teesta Irrigation Division invites e-tender for 6 (SIX) nos of work under SDS(M) at Dy-2(L) of TMLC,TJMC,Dy-5 of TJMC,due to running maintenance for ensuring Boro Irrigation from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on 2ND November, 2026 from 11:30 A.M and Bid Submission End Date is on 8th December' 2026 upto 5:30 P.M. Amount put to tender is in between Rs. 3.14 to 12.66 lakh, .For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders" Please visit https://tenders.wb.gov.in also in departmental (https://iwd.wb.gov.in) Postal Address :- Assam More, Jalpaiguri, Pin- 735102 Ph. 03561-255722 E-Mail ID- eetidvn@gmail.com Sd/- Executive Engineer Teesta Irrigation Division.
ICA-T19466(3)/2026

NOTICE
Short N.I.Q. is being invited by the E.E./PWD/NBCD, Siliguri, for the following works, details of which may be had from this office during the office hours or at www.pwdwb.in
Short NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/25/2026-27 & WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/26/2026-27.
Last date and time of application and collecting quotation paper from the office up to 16.00 hours of 02.11.2026.
Last date and time of submission of quotation at the office of the undersigned is up to 17.00 hours of 02.11.2026.
The date and time for opening of quotation at the office of the undersigned will be on 17.15 hours of 02.11.2026.
Eligibility : Bona-fide, resourceful Decorators/Farms.
S/d
Executive Engineer (PWD)
North Bengal Construction Division, Siliguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender No. CMOH/CBR/6168 date 28/10/2026. Inviting e-tender for Security Services for Dinhata, Mathabhanga, Tufanganj & Mekhliganj SDH, Cooch Behar are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.tenders.wb.gov.in and www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Cooch Behar.
ICA-T19475(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
No.:- WBIW/EE/MLCD/NIT02(e)/2026-27. e-Tender for 1 (One) No. work during the year 2026-27 invited by the undersigned. Details may be seen in the website:iwd.wb.gov.in & Tenders.wb.gov.in and also from the office of the undersigned during office hours on any working day. Bid submission start date: 03.11.2026 and Bid submission end date: 10.11.2026 upto 10.00 Hours. Sd/- Executive Engineer, Mahananda Link Canal Division 2nd. Mile, Sevoke Road, Siliguri.
ICA-T19463(3)/2026

সন্ধান চাই



HC RAJPAL SINGH, পিতা- SRI JAY RAM SINGH, 79 BN BSF পতিরাম, দঃ দিনাজপুরে কর্মরত। বয়স- ৪৬, উচ্চতা - ১৭৪ সেঃমিঃ, গায়ের রং- ফর্সা। গত ২১-১০-২৬ বালুরঘাট থেকে ফারাক্কা এক্সপ্রেসে বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটি যাচ্ছিলেন , কিন্তু বাড়িতে পৌঁছায়নি এবং তার পর থেকেই নিখোঁজ। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দেখে থাকলে যোগাযোগ করুন – 79 BN BSF, Patiram (M) +913522253078


রোহন শেখ।

ফুটবল পায়ে সফল রোহন

মালদা, ১ নভেম্বর : বাবা পেশায় শ্রমিক, ছেলে বাংলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়ে গর্বিত করল পরিবার সহ স্কুলকে। নিয়মিত অনুশীলন ও শিক্ষকদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণে এমন সাফল্য মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের দুর্গাপুর গ্রামের রোহন শেখের। অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দলে সুযোগ করে নিয়েছে মালদার এই খুদে প্রতিভাবান ফুটবলার। মালদা জেলা দলের ছয়জন বাংলা দলের জন্য ট্রায়ালে ডাক পায়। তাদের মধ্যে একমাত্র রোহন চূড়ান্ত বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে। তার এমন সাফল্যে খুশি বাবা-মা সহ স্কুলের শিক্ষকরা। রোহনের কথায়, 'স্কুলের দুই শিক্ষক আমাকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ করিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই আমার ফুটবল খেলতে ভালো লাগে। বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছি, ভালো খেলার চেষ্টা করব।'

মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা রোহনের বাবা রবিউল হক পেশায় শ্রমিক, মা মাতটুরা বিবি গৃহবধূ। রোহন ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। ফুটবলে তার আগ্রহ দেখে স্কুলের শরীরশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সুব্রত দাস তাঁকে নিজের স্কুলে ভর্তি নেন। তিনিই নিয়মিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছেন। এই বছর প্রথম জেলা দলে সুযোগ করে নেয় সে। ভালো খেলার সুবাদে জেলা দল থেকে সরাসরি বাংলা দলে সুযোগ। শিক্ষক সুব্রত দাসের কথায়, 'পরিশ্রমের ফসল পেয়েছে। ভালো ফুটবল খেলে রোহন। আশা করি আগামীতে আরও ভালো খেলবে। আগামীতে প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রাম, স্কুল, জেলার গর্ব হবে এই ফুটবলার।'

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার হাইস্কুলের একাধিক পড়ুয়া ভালো ফুটবল খেলার সুবাদে বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে রয়েছে এই স্কুলের এক ছাত্র। তবে বাংলা দলে এই প্রথম স্কুলের কোনও ছাত্র সুযোগ করে নিল। এতেই গর্বিত স্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারকুমার সান্যাল। তিনি বলেন, 'আমাদের স্কুলের ছাত্ররা আগাগোড়া ভালো ফুটবল খেলে। স্কুলের দুজন শিক্ষক নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন করান। সেখান থেকেই উঠে এসেছে আরও এক ছাত্র রোহন। আশা করি ও আগামীতে আরও ভালো খেলবে।'

পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুল হকের উদ্যোগে গড়ে ওঠা মানবসেবা সদনে ভবন ও পরিকাঠামো থাকলেও নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তার অভাবে থমকে রয়েছে উদ্যোগ। ফলে সুলভ চিকিৎসার আশায় থাকা দরিদ্র মানুষের প্রত্যাশা এখনও পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না।

করিমুলের 'মানবসেবা' থমকে আর্থিক সংকটে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলাবাড়ি গ্রামে মানবসেবা সদন গড়ে তুলেছিলেন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক করিমুল হক। তাঁর মা বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার পর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ নেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল, আর্থিক অনটনের কারণে কেউ যাতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।

পরিকল্পনা ছিল, কেন্দ্রে নামমাত্র খরচে রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের দূরে ছুটে যাওয়ার ভোগান্তি কমানো এবং দরিদ্র মানুষকে সুলভে চিকিৎসা দেওয়াই ছিল লক্ষ্য। অসুস্থ রোগীদের ভর্তি রেখে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিষেবা কার্যত থমকে রয়েছে।

করিমুল জানান, আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আসতেন। তাঁরা বিনামূল্যে রোগী দেখতেন, কিছু ক্ষেত্রে ওষুধও দিতেন। একসময় ঘা-পাঁচরায় ভোগা রোগী, জ্বর ও আমাশয় আক্রান্তদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হত। তবে আর্থিক অনটনে আগের মতো পরিষেবা চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

প্রায় দু'বছর আগে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর অনুমোদন চেয়ে তৎকালীন সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন করিমুল।

করোনা অতিমারির সময় এই মানবসেবা সদন থেকেই স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছিল।



- পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুলের উদ্যোগে তৈরি মানবসেবা সদনে চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত বন্ধ
- করোনা অতিমারিতে এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় দশ হাজার মানুষ টিকা পেয়েছিলেন
- সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তার অভাবে দরিদ্র মানুষের সুলভ চিকিৎসার সুযোগ মিলছে না

বর্তমানে প্রতি মাসে এখানে সরকারি উদ্যোগে মানসিক রোগীদের জন্য শিবির হয়। তবু পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা চালুর অনুমোদন মেলেনি। করিমুলের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন না থাকায় মানবসেবা সদনে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না। অনুমতি মিললে এখানে অনেক কম খরচে রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা করানো সম্ভব হত। তাতে এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হতেন। এখনও দুর্ঘটনায় জখম অনেক রোগীকে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়।' তাঁর মতে, সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা মিললে পরিকাঠামোকে মানুষের কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

এখানে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়া নিরঞ্জন রায়, রফিকুল হক ও সন্তোষ রায় জানান, টাকার অভাবে মালবাজার বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যাওয়া কঠিন। রোগীর সঙ্গে পরিবারের কাউকে থাকতে হয়। ফলে দুজনেরই মজুরি নষ্ট হয়। মানবসেবা সদনে প্রাথমিক চিকিৎসা ও শয্যার ব্যবস্থা থাকলে তাঁদের মতো অনেকেই উপকৃত হবেন।

এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতার মধ্যে মানবসেবা সদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু চিকিৎসকদের অনিয়মিত উপস্থিতি, আর্থিক সমস্যা ও অনুমোদনের অভাবে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিধায়ক শুক্রা মুন্ডার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের অবশ্য আশ্বাস, 'এ বিষয়ে সরকারিভাবে যা করার করব।'

কেন্দ্রীয় দক্ষতা পদক ক্রান্তির ওসি'র

শুভদীপ শর্মা ও কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : তদন্তে দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের 'কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী দক্ষতা পদক' পাচ্ছেন ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি তেনজিং ভুটিয়া। গত ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ বছর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মোট আটজন আধিকারিক এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তেনজিং জলপাইগুড়ি জেলার একমাত্র পুলিশ আধিকারিক হিসেবে রয়েছেন। তেনজিংয়ের কথায়, 'এই পদকপ্রাপ্তি আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজের উৎসাহ দেবে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান পাচ্ছেন তিনি। ২০২৩ সালে চামুর্চিতে ঘটে যাওয়া একটি গণধর্ষণের ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন তেনজিং। সেই সময় তিনি চামুর্চি থানার ওসি পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার তদন্তে দ্রুত পদক্ষেপ করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। পরে বিচার প্রক্রিয়া শেষে ওই মামলায় এক অভিযুক্তের ২৫ বছর ও অন্যজনের ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এ ছাড়াও চামুর্চি থানার ওসি থাকাকালীন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ


ওসি তেনজিং ভুটিয়া।

কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল। ময়নাগুড়ি থানায় মেজোবাবু হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপও বিবেচনায় এসেছে। বর্তমানে ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি হিসেবেও তাঁর কাজ এই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার বলেন, 'তেনজিং ভুটিয়ার এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সত্যিই আনন্দের ও গর্বের বিষয়। তাঁর এই স্বীকৃতি আগামীদিনে অন্য পুলিশ আধিকারিকদেরও ভালো কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

আজ টিভিতে


ডেজার্ট ডাইনোসরস রাত ১০.০১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ ষড়রিপু, ১০.১৫ কুমারী মা, দুপুর ১.৩০ খেলাঘর, বিকেল ৫.১৫ শত্রু, রাত ৯.৩০ যেখানে ভূতের ভয়
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ওগো বিদেশিনী, দুপুর ১.০০ প্রেমী, বিকেল ৪.৩০ বড়বউ, রাত ৯.৩০ দেবতা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রধান, দুপুর ১.০০ কমলার বনবাস, বিকেল ৩.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ৫.৩০ সত্য মিথ্যা, রাত ৮.৩০ আশ্রয়, ১১.০০ সুলতান দ্য সেভিয়র
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ সত্যমেব জয়তে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপি এখন বিলাতে
স্টার গোল্ড রোমান্স : দুপুর ১২.২৬ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, বিকেল ৪.২২ রব নে বনা দি জোড়ি, সন্ধে ৭.৫৫ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫৫ মহব্বতেঁ, সন্ধে ৬.৫৫ মুঝসে দোস্তি করোগে, রাত ১০.২৭ অর্জুন পণ্ডিত


রব নে বনা দি জোড়ি বিকেল ৪.২২ স্টার গোল্ড রোমান্স


ফায়ার পাওয়ার : ডিফেন্ডিং ইন্ডিয়া বিকেল ৪.৩০ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি


যেখানে ভূতের ভয় রাত ৯.৩০ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে ভালো কাজের জন্য স্বীকৃতি মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা পারিবারিক সমস্যার সমাধান আজ হতে পারে। বৃষ : সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি। মিথুন : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। স্ত্রী ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কর্কট : পড়াশোনার ক্ষেত্রে সামান্য অমনোযোগী হলে সহজ সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য কাটবে। সিংহ : হাঁটু, কোমর নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে প্রতারিত হতে পারেন। কন্যা : কাউকে বিশ্বাস করে

বিজেপি একা লড়লে প্রার্থী দেওয়ার ভাবনা

পুরভোটের প্রস্তুতি মোর্চার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : পুরভোটে বিজেপি একা লড়লে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাও তিনটি পুরসভার প্রত্যেকটি আসনে প্রার্থী দেবে। রবিবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এদিন থেকেই তিনটি পুরসভার চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে মোর্চা। দলের সভাপতি বিমল গুরুং অবশ্য দাবি করেছেন, 'বিজেপি কী নীতি নিচ্ছে সেটা দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব।' আবার বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতা তথা কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা বলেছেন, 'পুরভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। আগে ভোট ঘোষণা হোক, তারপর সবকিছু ঠিক করা হবে।'

উৎসবের আবহ মিটলেই পাহাড়ে পুরভোটের দামামা বাজার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নির্বাচন চাইলেও রাজ্য এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি। তবে বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ভোট হতে পারে। সেটা ধরে নিয়ে বিজেপি ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে। কিন্তু জোট শরিক মোর্চা বা জিএনএলএফ-কে এখনও বিজেপি নির্বাচনি জোট নিয়ে কিছু জানায়নি। তবে বিজেপি এককভাবে নির্বাচন কমিটি তৈরি করায় মোর্চার একাংশ মনে করছে, বিজেপি একা দলীয় প্রতীকে তিনটি পুরসভাতেই লড়াই করবে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দার্জিলিংয়ের সিংমারির পার্টি অফিসে মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে দলের সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই, শ্রমিক সংগঠনের নেতা সুরজ সুব্বা সহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত তিনটি পুরসভার ভোটে লড়াই করা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশ নেতা বিজেপির একক নির্বাচন কমিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের ধারণা বিজেপি একা লড়বে।

এরপরেই বৈঠকে বিমল দলীয়ভাবে প্রত্যেককে পুরভোটের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকের কোথায় কোথায় দলীয় সংগঠন দুর্বল রয়েছে, সেসব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই জায়গাগুলিতে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় নেতারা সেখানে গিয়ে বৈঠক করবেন বলে ঠিক হয়েছে। এছাড়া বৈঠকে তিনটি পুরসভার ভোটের জন্য দলের প্রার্থীতালিকা তৈরি করে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোর্চার এক প্রথম সারির নেতার কথায়, বিজেপি একা লড়তে চাইলে মোর্চাও তিনটি পুরসভার প্রত্যেকটি আসনে প্রার্থী দেবে। তবে, বিজেপি কী অবস্থান নেবে সেটা দেখার পরেই দল এগোবে। একা লড়লে দলের জয় নিশ্চিত বলে বিমল বৈঠকে দাবি করেছেন। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা মোর্চার যুব নেতা নমন রাই অবশ্য বলেছেন, 'পুরভোটে বিজেপি কী করবে তা নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি। তবে, মোর্চা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।'



মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। রবিবার দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে।

আজ শুরু ঐতিহ্যবাহী কাঠের মেলা

নারায়ণ সরকার

পুরাতন মালদা, ১ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী কাঠের মেলা। আদতে পুরাতন মালদার চারু শেঠের মেলাই কাঠের মেলা নামে পরিচিত উত্তরবঙ্গজুড়ে। ইতিমধ্যে মালদা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ও মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে প্রচুর কাঠের সামগ্রীর দোকানদার মেলায় ভিড় করেছেন। প্রায় ১০০টি কাঠের দোকান বসবে মেলায়। জানা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এবার দোকানের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। নিয়ম অনুযায়ী এই মেলা চারদিনের হলেও প্রায় সাতদিন ধরে মেলায় দোকানদাররা থাকেন। লক্ষ্মীপুজোর আটদিন পর এই মেলা বসে ও চলে কালীপুজো পর্যন্ত। তাই বর্তমানে পুরাতন মালদা শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের রেল ব্রিজ সংলগ্ন মহানন্দা নদীর তীরে এই মেলা ঘিরে এলাকাবাসীর উন্মাদনা তুঙ্গে। কম খরচে ভালো কাঠের আসবাব সংগ্রহ করতে মেলায় ভিড় জমান সাধারণ মানুষ।

জানা যায়, জমিদার চারু শেঠের হাত ধরেই মেলার সূচনা হয়েছিল। ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রাচীন এই মেলার দায়িত্বে থাকে পুরাতন মালদা পুরসভা। তবে এ বছর তা নিয়ে জটিলতা বেড়েছে। পুরসভা মেলা নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। যা নিয়ে একসময় মেলার দায়িত্বে থাকা স্থানীয় পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বশিষ্ঠ ত্রিবেদী পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'প্রাচীন মেলার আয়োজনে এত বছর ধরে পুরসভা সাহায্য করত। কিন্তু এ বছর বর্তমান চেয়ারম্যান কোনও উদ্যোগ নেননি। এলাকা পরিষ্কার করা হয়নি। সেই দায়িত্বও মেলা কমিটিকে নিতে হয়েছে।'

পুরাতন মালদা

যদিও এ বিষয়ে জানতে চেয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষকে ফোন করা হলে তিনি এপ্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মেলা কমিটির সম্পাদক সংকেতকুমার দাস বলেন, 'প্রতিবছর পুরসভা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এ বছর তা দেখছি না।' এ মেলায় মালদা কিংবা পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে যে সমস্ত কাঠের দোকানদাররা মেলায় তাঁদের পসরা নিয়ে আসেন তাঁরা খালি হাতে বাড়ি ফিরে যান না। সমস্ত আসবাবপত্র এই মেলায় বিক্রি হয়ে যায়। গঙ্গারামপুর থেকে আসা এক বিক্রেতা দিলীপ সূত্রধর বলেন, 'আমরা প্রতিবছর আসি। গত বছর ২২টি খাট নিয়ে এসেছিলাম, বিক্রি ভালোই হয়েছিল। চার-পাঁচটি খাট ফেরত নিয়ে যেতে হয়েছিল। এবার অনেক আশা নিয়ে ৩০টি নিয়ে এসেছি।' আরেক বিক্রেতা দীপক সূত্রধরের কথায়, 'এখানে নিয়ে আসা জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে যেতে পারি না কারণ অনেক দূর থেকে আসি। তাই দাম বেশি হোক বা কম আমাদেরকে বিক্রি করতেই হয়।'



দীপাবলির প্রস্তুতি শিলিগুড়িতে। ছবি : দিপ্তেন্দু দত্ত

আন্দোলন উঠল রাজাভাতখাওয়ায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ নভেম্বর : ২৭ দিন পর রাজাভাতখাওয়ায় ধর্না শেষ হল। বিভিন্ন দাবিতে এখানে আন্দোলন করছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের আওতায় থাকা বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দারা। 'মহা গ্রামসভা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ' নামে সংগঠন তৈরি করে এই আন্দোলন চলছিল। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় একটি বৈঠকের পর আন্দোলন তুলে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের কয়েকটি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি দাবি মানা হয়নি। যে দাবিগুলি মানা হয়েছে, তার কয়েকটি ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ। এ দিন বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা কিছুটা চাপে পড়ে সেগুলি মেনে নিলেও বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকদের সমস্যা বাড়ছে। নির্দিষ্ট আইন ভাঙলে সমস্যায় পড়তে পারেন আধিকারিকেরা। প্রাথমিক আলোচনায় সমস্যা কিছুটা মিটলেও বক্সার সমস্যা যে সহজে মিটছে না, তা এ দিন স্পষ্ট হয়েছে।

এ দিন বৈঠকের পর রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'সরকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে রয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে। কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলি আমরা ভাঙতে পারি না। সেজন্য কিছু সমস্যা হচ্ছে। কীভাবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়, তা খুঁজে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সেই কমিটি সমাধানের পথ বের করবে।'

এ দিন ডুয়ার্সকন্যায় দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। সেখানে বনমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের আরেক মন্ত্রী বিশাল লামা, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, দুই বিধায়ক পরিতোষ দাস ও লক্ষ্মণ লিম্বু সহ বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের শীর্ষ আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদেরও সেখানে ডাকা হয়। বৈঠকের শুরুতেই আইনি বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। বন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে জানিয়ে দেওয়া হয়, কোন দাবি মানা যাবে এবং কোন দাবি মানার ক্ষেত্রে কী সমস্যা রয়েছে। পালটা হিসেবে আন্দোলনকারীদের তরফেও নিজেদের দাবির পক্ষে বিভিন্ন আইনের উল্লেখ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। মাঝে মাঝে মতপার্থক্য ও বাদানুবাদ দেখা যায়। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। পর্যটন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরা হয়।



- বনবস্তির বাসিন্দাদের ২৭ দিনের ধর্না প্রত্যাহার
- আন্দোলনকারীদের দাবি মানা হলেও জয়ন্তী থেকে সাফারি চালু নিয়ে জটিলতা
- বনের আইন ভেঙে আন্দোলনকারীদের দাবি মানায় চাপে বনকর্তারা

আন্দোলনকারীদের দাবিগুলির মধ্যে রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে টাকা নেওয়া বন্ধ করার দাবি পুরোপুরি মানা হয়নি। টাকার পরিমাণ কমানো হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে চেকপোস্ট কোনওভাবেই তুলে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট করে দেন বনমন্ত্রী। অন্যদিকে, জয়ন্তী থেকে সাফারি চালানোর দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে টিকিট কাটতে হবে রাজাভাতখাওয়া থেকে। পর্যটকেরা মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে টিকিট কাটতে পারবেন। বক্সার ১৯টি সাফারি গাড়ি পর্যায়ক্রমে রাজাভাতখাওয়া বা জয়ন্তী থেকে কীভাবে চলবে, তা ঠিক করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে বনবস্তির বাসিন্দাদের পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকেরাও থাকবেন। অন্যদিকে, এ দিন বনাধিকার আইন কার্যকর করার দাবিটি নিয়ে আলোচনা করতে কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠকে বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনার সময় কয়েক বার মতানৈক্য হলেও আন্দোলনকারীরা জানান, তাঁরা আন্দোলন তুলে নেবেন। আন্দোলনকারীদের মধ্যে লাল সিং ভুজেল বলেন, 'প্রশাসন কিছু দাবি মেনেছে। আগামী ১৮ নভেম্বরের পর আবার আলোচনা হবে বলে জানানো হয়েছে। তাই আন্দোলন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। তবে এর পরেও আলোচনা না হলে আন্দোলন হবে।'

প্রায় ২৭ দিন ধরে লাগাতার ধর্না চলায় প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ছিল। অন্যদিকে, চলতি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কথা রয়েছে। তাই আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য তৎপরতা চালিয়েছে জেলা প্রশাসন। শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরাও সেই উদ্যোগে সম্মতি দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রভাব ভোটে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে বন দপ্তরের উপর চাপ বাড়ছে। কারণ, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কোর এলাকা থেকে সাফারি চালানোর নিয়ম নেই। অথচ এ দিন কোর এলাকার মধ্যে থাকা জয়ন্তী থেকে সাফারি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোর এলাকায় পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিয়েও চাপ রয়েছে। বন দপ্তর এইসব বিষয়ে কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর সঙ্গে আইনি ঝুঁকিও রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে চাপে পড়তে পারেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা।

প্রতারণার অভিযোগে ধৃত

বাগডোগরা, ১ নভেম্বর : এক তরুণীকে ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করার অভিযোগে বাগডোগরার অদূরে অভিরামজোত থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতার বিধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দেবাশিস নাগ (৪২)। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় রবিবার ভোরে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার বিধাননগর থানা এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে দেবাশিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তরুণীর অভিযোগ, মাসখানেক আগে তাঁকে ফাঁদে ফেলে কলকাতার সিটি সেন্টারে ২ লক্ষ টাকা এবং কিছু সোনার গয়না হাতিয়ে নেন অভিযুক্ত। তারপর থেকে তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। এমনকি মোবাইলের সিমও বদলে নেন দেবাশিস। গত ৫ অক্টোবর, ওই তরুণী বিধাননগর থানায় দেবাশিসের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন। বিধাননগর থানার পুলিশ কলকাতার সিটি সেন্টারের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে দেবাশিসকে চিহ্নিত করে। তদন্তে তাঁর বাগডোগরার ঠিকানার খোঁজ পায়। এরপর বাগডোগরা থানার পুলিশের সহায়তায় রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ বাগডোগরার অদূরে অভিরামজোতের বাড়ি থেকে দেবাশিসকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর থানার পুলিশ।

এদিকে দেবাশিস প্রতারণার বিষয়টি অস্বীকার করলেও তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করেছেন। দেবাশিসের অভিরামজোতে এবং বাগডোগরার অদূরে ভুট্টাবাড়িতেও বাড়ি রয়েছে। তিনি বিবাহিত। এমনকি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের হাঁসখোয়ায় একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। বিলাসবহুল গাড়িতে ঘুরে বেড়ান তিনি। দেবাশিসের মা কৃষ্ণা নাগ বলেন, 'মাসখানেক আগে রাত ৩টে নাগাদ দেবাশিসের ফোনে এক তরুণীর ফোন এসেছিল। ছেলে ফোন ধরেনি। তখন ওই তরুণী মেসেজ করে সকালে ফোন করার কথা জানায়। সেই মেসেজ দেবাশিসের স্ত্রী দেখার পর পরিবারে অশান্তি হয়।'

হেপাজত

চোপড়া, ১ নভেম্বর : চর সন্দেহে ধৃত জয়নাল হককে রবিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হল। তিনি চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মিরচাগছ এলাকার বাসিন্দা। আদালতের সরকারি আইনজীবী অসীম পারভেজ জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৫২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশে তথ্য সরবরাহের অভিযোগের সূত্র মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজত চাইলেও বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নকশালবাড়ি, ১ নভেম্বর : এসএসবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রবিবার নকশালবাড়ির বড় মণিরামজোত এলাকায় এক বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা বাজেয়াপ্ত হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভারত-নেপাল সীমান্তের বড় মণিরামজোত এলাকায় অটল সিংহের বাড়িতে অভিযান চালায় এসএসবির ৮তম ব্যাটালিয়ন ও নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৭ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা মেলে। তবে অভিযান বুঝতে পেরে পালিয়ে যান অভিযুক্ত অটল। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি দপ্তরের তরফে শিবির হল। রবিবার মাটিগাড়া বিডিও অফিস চত্বরে এই আয়োজন হয়। কর্মশালায় এদিন শতাধিক মহিলা কৃষকের চোখ পরীক্ষা হয়েছে। কয়েকজনের হাতে বিনামূল্যে চশমা তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

হাতির হানা থেকে নিস্তার খুঁজতে বৈঠক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : হাতির হানায় অতিষ্ঠ ব্যাংডুবি সেনাছাউনি। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের সেনার বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী মজুত থাকে ব্যাংডুবি সেনাছাউনির গুদামে। সেনা সূত্রে খবর, সেখানে ছোট-বড় পাঁচটির বেশি গুদাম রয়েছে। খাবারের লোভে সেই গুদামে আক্রমণ চালাচ্ছে হাতির দল। এর জেরে বিপর্যস্ত সেনার ১৬ এফএডি এবং ৫ এফএডি ব্যাটালিয়ন। জানা গিয়েছে, গত প্রায় ছয় মাসে কমবেশি ৪০ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী সাবাড় বা নষ্ট করেছে হাতির দল। এত সামগ্রী নষ্টে হতবাক সেনাকর্তারা। সেজন্য বন দপ্তরের সঙ্গে তড়িঘড়ি বৈঠক করে মজুত খাবার রক্ষায় কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে শনিবার সেনার বিশেষ আলোচনা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার ব্যাংডুবিতে একটি বৈঠকে মজুত খাবার রক্ষার জন্য সেনার পাহারা বসানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেনার তো হাতি তাড়ানোর প্রশিক্ষণ নেই। তাহলে তারা কী করে মজুত খাবার রক্ষা করবে? বিষয়টি বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনকে জানানোর পর তারা জানিয়েছে, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকজন সেনা জওয়ানকে হাতি তাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেবেন বন দপ্তরের কর্তারা। সূত্রের খবর, ৩ নভেম্বর থেকে প্রায় ১০ জন সেনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হতে পারে। কার্সিয়াং ডিভিশনের এক আধিকারিক জানান, সেনা চাইলে আমরা তাদের হাতি তাড়ানো কিংবা হাতির হাত থেকে সামগ্রী রক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে পারি। তবে খাবার রক্ষায় যেন সেনার তরফে কঠোর কোনও পদক্ষেপ করা না হয় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাগডোগরা জঙ্গলে হাতির সংখ্যা বাড়ছে বলে বন দপ্তর জানাচ্ছে। খাবারের সন্ধানে তারা হানা দিচ্ছে লোকালয়ে, ফসলের খেতে কিংবা সেনাছাউনিতে।

কঠোর পদক্ষেপ বলতে বনাধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সেনা তাদের খাবারের গুদামগুলিকে হাতির কবল থেকে রক্ষার জন্য গুদামের চারপাশে খিল, তীক্ষ্ণ সুচের মতো লোহার দণ্ড বসিয়েছে। সেগুলির খোঁচায় হাতি জখম হচ্ছে। ইতিমধ্যে একটি হাতির পায়ে লোহার ফলা ঢুকেছে। তার চিকিৎসা চলছে। যদিও সেনার দাবি, ফলাগুলি তুলে ফেলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার বদলে অনেক জায়গায় কাঁটাতারের জাল বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে। তবে তাতেও হাতির জখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া উচিত বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। কিন্তু সেই কাজে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন।

সাবাড় সেনার ৪০ লক্ষের খাদ্যসামগ্রী

এদিকে, প্রায় ৪০ হেক্টর এলাকায় সেনার গুদামগুলি ছড়ানো। সেগুলিতে চাল, আটা সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী থাকে। ওই চত্বরে ৩০টির মতো বড় গোলাকার পরিত্যক্ত কুয়ো রয়েছে। কয়েকটির মুখ খোলা। খাবারের সন্ধানে ওই এলাকায় এলে কুয়োগুলিতে হাতির শাবক পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। কয়েকদিন আগেই একটি হস্তীশাবক পড়ে গেলে বনকর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা এড়াতে কুয়োর মুখগুলি শক্ত লোহার জাল দিয়ে বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন বনকর্মীরা।

নাম নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : শিবমন্দিরে শারদীয়া সম্প্রীতি মেলার নাম পরিবর্তন না হওয়ায় বিজেপির একাংশ ক্ষুব্ধ। বিজেপির বুকস্টলে এই নামের পোস্টার ঘিরেও নানা প্রশ্ন উঠছে। যদিও রবিবার মেলা শেষ বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতাদের কয়েকজন। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠে মেলাটি গত তিনদিন ধরে হচ্ছিল। বিজেপি নেতাদের একাংশের অভিযোগ, মেলার নাম পালটে শারদীয়া কথাটি তুলে দেওয়ার দাবি ছিল। কিন্তু মেলার নেতৃত্ব তা শোনেনি। এ ব্যাপারে আঠারোখাই মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'মেলাটি পঞ্চায়েতের। পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। সেজন্য এবার নাম পালটানো নিয়ে কেউ নাক গলায়নি। পরেরবার আমরা নাম পালটে দেব।'

গতির বলি ২

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ নভেম্বর : একের পর এক পথ দুর্ঘটনায় হতাহত হলেন একাধিক ব্যক্তি। প্রশ্নের মুখে পথ নিরাপত্তা। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিকেলে ক্রান্তি-গজলডোবা ক্যানাল রোডে। কাঠামবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাইকের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। মৃতের নাম অজয় হালদার। তিনি গজলডোবা ১৮ নম্বর এলাকার বাসিন্দা। আহত গোবিন্দ হালদারও একই এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলেই ডুয়ার্স-শিলিগুড়ি পথে মংপং ফাঁড়ির অন্তর্গত সেবকের করোনেশন সেতু সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের। মৃতের আনুমানিক বয়স ৩০। তাঁকে আহত এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মংপং ফাঁড়ির পুলিশ উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তরুণের অবস্থা গুরুতর থাকায় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে মালবাজার হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

এদিন সন্ধ্যায় ফাটাপুকুর ট্রাফিকের কাছেই ওয়ানশপ সংলগ্ন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়কেও বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন মধ্যবয়সি ব্যক্তি সন্তোষ লামা।

ট্রাক উঠতেই মাথাভাঙ্গায় ভেঙে পড়ল সেতু

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১ নভেম্বর : সারবোঝাই ট্রাকের ভারে ভেরভেরি নদীর উপর থাকা সেতু ভেঙে পড়ল। রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িকাবাড়ির ঘটনা। চালক অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন। সেতু ভেঙে যাওয়ায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। কয়েক হাজার মানুষকে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা-২'এর বিডিও সোনম প্লাজার লামা এবং ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিকেলের দিকে ক্রেন এনে সেতুর মাঝখানে আটকে থাকা ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়। বিডিও বলেন, 'সবই খতিয়ে দেখলাম। সবকিছু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' ট্রাকটি উদ্ধারের পর নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতা থেকে সারবোঝাই ট্রাকটি এদিন সকালে খড়িকাবাড়ি গ্রামে যাচ্ছিল। ভেরভেরি নদীর উপর থাকা পুরোনো সেতুটি পার হওয়ার সময় মাঝপথে সেটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ট্রাকটি সেতুর ভাঙা অংশে আটকে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। ট্রাকচালক মজিবর রহমান বলেন, 'কলকাতা থেকে সার নিয়ে এখানে এসেছিলাম। যাঁর জন্য সার এনেছি, তাঁর তরফে একজন আমাকে এই পথ দিয়েই নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেতু অতিক্রম করার সময় হঠাৎই সেটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছি।'

প্রায় ৩০ বছর আগে, ১৯৯৭ সালে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার আমলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সেতুটি তৈরি হয়। এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভেরভেরি নদীর উপর সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েক বছর ধরেই সেতুটির অবস্থা বেহাল ছিল। লোহার খুঁটি ও সেতুর একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেতুটি দিয়ে যান চলাচল করছিল। সেতু ভেঙে পড়ায় বিপাকে পড়ে অনেকেই সরব হয়েছেন।

সেতু ভেঙে পড়ায় নদীর দুই পাড়ের গ্রামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকার মানুষ ভাঙা সেতু ও মাঝখানে আটকে থাকা ট্রাক দেখতে ভিড় জমান। এলাকাবাসী রাধেশ্যাম তালুকদার বলেন, 'ভেরভেরি নদীর এপারে খড়িকাবাড়ি, পানিখাওয়া, শালমারা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। ওপারে পূর্ব শিলডাঙ্গা, প্রেমেরডাঙ্গা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। সেতুটি যোগাযোগের মাধ্যম। এই সেতু ভেঙে পড়ায় বাসিন্দাদের প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হবে।' এলাকার বাসিন্দা তাপস সরকার বলেন, 'সেতুটি ভেঙে পড়ায় বেশ কয়েকটি গ্রামের চরম সমস্যা হবে।' অনুপ সরকারের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটি বেহাল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময় আমরা সেতু সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলাম। আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি।'

স্থানীয় স্কুল ছাত্র আকাশ বর্মন বলল, 'আমরা এই পথ দিয়েই স্কুল আর টিউশন পড়তে যাই। সেতু ভেঙে যাওয়ায় এখন ঘুরপথে যেতে হবে।' রিনা সরকার, কুসুম বর্মন, দেবী তালুকদারের মতো অনেকেই সমস্যার বিষয়ে সরব হয়েছেন।



মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িকাবাড়িতে।

মেলার আরও প্রচার চান দীপক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : আশাপ্রদ হয়নি প্রচার। তার জেরে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও বস্ত্রশিল্পের সম্ভার থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে হস্তশিল্পমেলার উদ্বোধনীতে দেখা

মহানন্দায় দেহ নবজাতকের

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় মহানন্দা নদী থেকে এক নবজাতক কন্যার দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার সকালে নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনজেপি থানার পুলিশ। নবজাতককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান, জন্মের পরই তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে কে বা কারা, কী কারণে শিশুটিকে নদীতে ফেলেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সালেয়া খাতুন বলেন, 'আমি নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। যারা এভাবে একটি ছোট্ট শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিল, তারা তাদের অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে।'

পুজোর জট কাটল

ইসলামপুর, ১ নভেম্বর : কালীপুজোর মণ্ডপ ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ইসলামপুরের চৌরঙ্গি মোড় এলাকা। তার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন চৌরঙ্গি মোড় কালীপুজো কমিটির সদস্যরা। সেখানে শনিবারের পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন তাঁরা। এরপর পুলিশ প্রশাসন পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে চৌরঙ্গি মোড়ে একটি বৈঠক করে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রশাসন তাঁদের পুজো করার অনুমতি দিয়েছে। তবে মণ্ডপের ক্ষতি যাঁরা করেছেন, তাঁদের থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার দাবিতে অনড় পুজো উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে একজন প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন, 'প্রশাসন যেভাবে নির্দেশ দেবে, আমরা সেই অনুযায়ী চলব। তবে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আমাকে এখনও কেউ বলেনি। এ ছাড়া, পুলিশ প্রশাসন ও পুজো কমিটির মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল, সেখানে আমাকে কেউ ডাকেনি।'

বিধাননগরে ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ১ নভেম্বর : চেঙ্গা নদী থেকে বেআইনিভাবে পাথর তোলার অভিযোগে রবিবার ট্রলিসমেত ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রাতে বিধাননগরে পেট্রোল পাম্প এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ ট্র্যাক্টরটি আটক করে। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে চালক গাড়ি ফেলে চম্পট দেয়। পুলিশ চালকের খোঁজ করছে। পাচার রোধে আরও নজরদারি চাইছেন স্থানীয়রা।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সন্ধ্যা নামার আগে।। *জলপাইগুড়ির তিস্তা স্পারে ছবিটি তুলেছেন ঋতুপর্ণা ধর।*

হঠাৎ জলস্তর নামছে কুমারগ্রামে

চর্চায় ভুটানের হ্রদ ফেটে বিপর্যয়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও পিকাই দেবনাথ

কুমারগ্রাম ও কামাখ্যাগুড়ি, ১ নভেম্বর : ভুটানে হিমবাহ হ্রদ ফেটে বিপর্যয়ের পর আবর্জনা সহ প্রচুর ডলোমাইট-মিশ্রিত পলি-বালি সংকোশ নদীখাতে জমা হয়েছে। প্রায় ৪৫ কিলোমিটার অংশজুড়ে নদীর জলে এখন ঝাঁঝালো পচা দুর্গন্ধ। এমন পরিস্থিতিতে সংকোশ নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জনবসতি এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর হঠাৎ নেমে গিয়েছে। ঘটনার জেরে গ্রামবাসীদের কুয়ো, নলকূপ, এমনকি পুকুর সহ বিভিন্ন জলাশয়ের জল অনেকটা কমে গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অস্বাভাবিকভাবে জল কমে যাওয়ার কারণ নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসী থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তারা, কেউই সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

ঘটনার কারণ খুঁজতে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সহ কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জেলার এক আধিকারিক জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে আগামী ১৪-১৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

উত্তর হলদিবাড়ির ষাটোর্ধ্ব গজেন্দ্রনাথ দাস বলেন, 'শনিবার রাতে দেখি, কুয়োর জল তিন রিং নীচে নেমে গিয়েছে। সকালে দেখি, পুকুরের জলও অনেকটা কমেছে। হঠাৎ কী কারণে এমনটা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। সংকোশ নদীতে ডলোমাইট-মিশ্রিত প্রচুর পলি-বালি জমেছে। সেটার প্রভাবে, নাকি অন্য কোনও কারণে এমনটা হচ্ছে, জানা নেই। তবে পানীয় জল নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা মাছকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'



জলের স্তর নীচে নেমেছে। কুমারগ্রামে রবিবার।

ডাহারু চৌপথির অমিত খাড়িয়া জানান, 'রাতে জল তুলতে গিয়ে দেখি, বালতির দড়ি কম পড়ছে। মাথা ও কাঁধ ঝুঁকিয়ে কুয়োর ভিতরে গোটা হাত ঢুকিয়েও জলের নাগাল পাচ্ছি না।' কুয়ো ও নলকূপের জল কমে যাওয়ার এমন পরিস্থিতি গ্রামজুড়েই। ভক্কা-বারবিশা ১ ও ২, চ্যাংমারি এবং কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ব্লকের একাধিক এলাকা থেকে এমন সমস্যার কথা উঠে এসেছে। কুয়ো ও নলকূপের জল কমে যাওয়ায় পানীয় জলের সংকটের আশঙ্কায় ভুগছেন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষাধিক বাসিন্দা।

ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় কুয়ো ও নলকূপের জলস্তর হঠাৎ কমে যাওয়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। কোথাও কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়েছে, আবার কোথাও নলকূপ থেকে পর্যাপ্ত জল উঠছে না। পানীয় জলের সংকটের আশঙ্কায় চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা। খোয়ারডাঙ্গার বাসিন্দা তপন বর্মন জানান, তাঁর বাড়ির কুয়োর জলস্তর প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট নেমে গিয়েছে। এ নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছেন।

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের অধ্যাপক ডঃ দুলন সরকার জানান, কুয়ো ও নলকূপের জলস্তর হঠাৎ চার-পাঁচ ফুট নেমে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-জলতাত্ত্বিক সংকেত। তবে ভুটানের হড়পাকে এর প্রত্যক্ষ কারণ বলার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনও নেই। ডুয়ার্সের পলল স্তরে জলবাহী স্তরের গঠন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল উত্তোলন, স্থানীয় জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং রায়ডাক-২ ও সংকোশ নদীর সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের সংযোগ-এগুলি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। তাঁর মতে, আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত এলাকায় ধারাবাহিকভাবে জলস্তর পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

শিলিগুড়ি মহকুমায় বিজেপির বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ

বাংলাদেশি তকমা কর্মীদের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : গত কয়েকটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পরেও তাঁদের নাম বাদ যায়নি বলে দাবি। অভিযোগ, এর পরেও তাঁদের বহিরাগত এবং বাংলাদেশি বলে দেশছাড়া করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। নিজেদের বিজেপির কর্মী দাবি করে দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ তুললেন গোবিন্দ সিংহ সহ কয়েকজন। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তাঁরা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের ভোটার কার্ড তুলে ধরেন। শিলিগুড়ি মহকুমার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঙ্গিয়ার এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে। ঘটনার পিছনে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষের বিরুদ্ধে। যদিও সুভাষ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, 'গোবিন্দ সিংহ অন্যায়ভাবে জমি দখলের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বিজেপির কোনও দায়িত্বে নেই। দলীয় নেতৃত্বের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ জানানো হয়েছে।'

যাঁদের বাংলাদেশি ও বহিরাগত বলে তোপ দাগা হচ্ছে, তাঁদের কয়েকজনের উপস্থিতিতে স্থানীয় বিজেপির বুথ সভাপতি এবং মণ্ডলের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন গোবিন্দ। সরকারি জমি দখলের সঙ্গেও বিজেপির ওই নেতারা যুক্ত বলে অভিযোগ। গোবিন্দের বক্তব্য, 'সরকারি জমি দখলে তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বিজেপির কয়েকজন। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপি নেতারা সরকারি জমি দখলে মদত দিচ্ছেন। তিনি বাধা দিলে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দলের নানা স্তরে জানিয়েও কাজের কাজ হচ্ছে না।' গোবিন্দও বিজেপির তপশিলি মোর্চার নেতা বলে দাবি। তবে তিনি বিজেপির কেউ নন বলে দাবি দলের মণ্ডল সভাপতি সুভাষের।

এদিন গোবিন্দ তাঁর বিভিন্ন সময় দায়িত্বে থাকার নথি দাখিল করার পাশাপাশি গলায় ব্যাজ ঝুলিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, তিনি বিজেপির সঙ্গে অনেকদিন ধরে যুক্ত। রাজবংশী বলে তাঁকে দলবিরোধী অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলেও তাঁর মারাত্মক অভিযোগ। যাঁদের দেশবিরোধী বলে দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। তারপরও বাংলাদেশি বলে তোপ দেগে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপির কয়েকজন যুক্ত। প্রশাসনকে জানিয়েছি। জানি না কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না।' অভিযোগ জমা পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে।

কিন্তু দলের এমন কোন্দলে কেন জেলা নেতৃত্ব পদক্ষেপ করছে না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। জেলার নেতারা সমস্তকিছু জেনেও না জানার ভান করছেন বলে অভিযোগ।

অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতি



বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে নেতারা।

> **গত কয়েক বছর ধরে ভোট দিচ্ছি। তারপরও বাংলাদেশি বলে তোপ দেগে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপির কয়েকজন যুক্ত। প্রশাসনকে জানিয়েছি। জানি না কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না।**
> **এক অভিযোগকারী**

ডাম্পারে ঢিলবৃষ্টি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ নভেম্বর : বিজেপি নেতার কীর্তিতে নকশালবাড়িতে হইচই। শনিবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া এলাকায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি একটি ডাম্পার আটকের পর পাথর ছুড়ে সেটির কাচ ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। এদিকে ওই পদ্ম নেতার দাবি, ওই ডাম্পারে অবৈধভাবে বালিপাথর পাচার করা হচ্ছিল। ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়নি। নকশালবাড়ি থানার এক আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় ওই পদ্ম নেতাকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ডাম্পারের কাচ ভাঙার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসক নেতা।



মদ্যপ বিজেপি নেতার ঢিলে ভেঙেছে কাচ। নকশালবাড়িতে।

নকশালবাড়িতে বালিপাথর পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। পালাবদলের পরেও পাচার চলছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডলের বড় পদে রয়েছেন। সাতভাইয়া এলাকায় রাস্তার ধারে তাঁর গ্রিলের দোকান রয়েছে। অভিযোগ, শনিবার রাতে অস্বাভাবিক অবস্থায় একটি ডাম্পার আটক করেন শাসকদলের ওই নেতা। এরপর সেটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন। যার জেরে ডাম্পারের কাচ ভেঙে যায়। প্রচুর মানুষ ঘটনাস্থলে জমায়েত করেন। রীতিমতো রাস্তা আটকে ডাম্পারের বিরুদ্ধে চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ওই বিজেপি নেতা বলেন, 'ডাম্পার নিয়ে নকশালবাড়িজুড়ে সাধারণ মানুষের প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে। রাত হলে ডাম্পারের দাপটে রাস্তায় চলাচল করা যায় না। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সবাই আমাকে অভিযোগ জানাচ্ছে। রাতে ডাম্পার আটক করতে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। কে বা কারা পাথর ছুড়ে কাচ ভেঙেছে, আমি বলতে পারব না।' এদিকে ডাম্পারের মালিকের দাবি, 'পুরোপুরি বৈধ পদ্ধতিতে সরকারি রাজস্ব দিয়ে বালিপাথর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর উপর প্রচুর শ্রমিক পরিবার নির্ভরশীল। আমরা চাইলেও বন্ধ করতে পারব না। বিজেপি নেতার অনুরোধে আমরা আর অভিযোগ জানাইনি।' তবে ওই বিজেপি নেতার কর্মকাণ্ড ঘিরে দলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। দলের একাংশের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে পুরো ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

কাঁটাতারের নীচ দিয়ে চিতাবাঘের আনাগোনা

সীমান্তের দাসপাড়া পঞ্চায়েতে আতঙ্ক

মনজুর আলম

চোপড়া, ১ নভেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর থেকে বালাবাড়ি, চোপড়ামারি চা বাগান লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক মাস ধরে চিতাবাঘের আনাগোনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই কার্যত ঘরবন্দি হয়ে পড়ছেন বাসিন্দারা। কখনও গবাদিপশুর উপর হামলা, কখনও কাঁটাতারের বেড়ার নীচ দিয়ে এপার-ওপার যাতায়াতের অভিযোগ উঠছে। গত কয়েক মাসে চিতাবাঘের হামলায় অন্তত ১৫টি গোরু ও ছাগল মারা গিয়েছে বা জখম হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। শনিবার ফের দুটি গোরুর উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে। লোকালয়ে ঢুকে মানুষের উপরেও হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের ধারণা, সীমান্তের হিউমপাইপের নীচ দিয়ে চিতাবাঘগুলি এপারে ঢুকে ফের বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। মাসে অন্তত এক-দু'বার চা বাগানে গবাদিপশুর উপর হামলা চালাচ্ছে তারা। অম্বিকানগর, বালাবাড়ি ও ধন্দেগছ গ্রামেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিছুদিন আগে বালাবাড়িতে হিংস্র জন্তুর হামলায় একাধিক গোরুর মৃত্যু হয়। গত এক সপ্তাহে ফের একটি ছাগলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। বালাবাড়ির বাসিন্দা শংকর বৈদ্য বলেন, 'কয়েক মাস ধরেই এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক রয়েছে। আগে তেমন নজরে পড়ত না। এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। আমিও নিজের চোখে চিতাবাঘ দেখেছি।'



দাসপাড়ায় স্থানীয়দের জমায়েত।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা অম্বিকানগরের বাসিন্দা আবুল হুসেনের দাবি, প্রায় চার মাস ধরে এই পরিস্থিতি চলছে। শনিবার তাঁর পাশের বাড়ির দুটি গোরুর উপর হামলা চালায় চিতাবাঘ। তার মধ্যে একটির মৃত্যু হয়েছে। ধন্দেগছ গ্রামের বাসিন্দা তথা দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'স্থানীয় নদীর দু'পাশেই রয়েছে চা বাগান। ফলে একাধিক গ্রামে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। চিতাবাঘের আনাগোনার বিষয়টি সিসিটিভিতেও ধরা পড়েছে। নতুন করে আতঙ্কের পরিস্থিতির কথা ফের বন দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, কয়েক মাস আগে চিতাবাঘের আতঙ্ক ঘিরে এলাকায় খাঁচা বসানো হয়েছিল। প্রায় এক মাস খাঁচা রাখা হলেও চিতাবাঘের সন্ধান মেলেনি। বনকর্মীরা নজরদারিও চালিয়েছিলেন। তবে গত দু-এক দিনে নতুন করে তেমন কোনও খবর আসেনি। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ফের খাঁচা বসানো ও নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

আরও দুটি মহিলা থানার নির্দেশ

ধূপগুড়ি ও মালবাজার, ১ নভেম্বর : নারী নিরাপত্তায় জোর দিতে রাজ্যজুড়ে প্রথম দফায় ২৯টি নতুন মহিলা থানা গড়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ও মালবাজার মহকুমা। এই দুই জায়গায় পৃথক মহিলা থানা চালু হলে জেলায় মহিলা থানার সংখ্যা বেড়ে হবে তিন। নতুন থানায় আইসি থেকে কনস্টেবল- সব পদেই মহিলা পুলিশকর্মী থাকবেন।

মহিলাদের বিভিন্ন আইনি সমস্যা ও অভিযোগের ক্ষেত্রে এই থানাগুলিতে মামলা দায়ের করা যাবে। ধূপগুড়ি ও মালবাজারে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানা চত্বরেই মহিলা থানার কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। ধূপগুড়ি ও মালবাজার থানা এলাকাই হবে নতুন থানাগুলির কর্মক্ষেত্র। এর আগে ২০১২ সালে জেলা সদর জলপাইগুড়িতে প্রথম মহিলা থানা গড়ে উঠেছিল। প্রথমে কোতোয়ালি থানা চত্বরে কাজ শুরু হলেও পরে শহরের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি।

মালবাজারে মহিলা থানা গড়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চা বাগান ও বনবস্তি ঘেরা এই এলাকায় নারী পাচার এবং ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া মহিলা ও তরুণীদের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। তাঁদের মতে, মহিলা থানা চালু হলে এ ধরনের অভিযোগের তদন্তে আরও গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হবে। গার্হস্থ্য হিংসার মতো সংবেদনশীল বিষয়েও আইনি পদক্ষেপের সুযোগ বাড়বে।

নতুন মহিলা থানা নিয়ে আশাবাদী ধূপগুড়ির বাসিন্দারা। গত দেড় দশকে এই থানা এলাকায় একাধিক ধর্ষণের ঘটনা, প্রতিবেশীর হাতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন এবং বধূকে কুপিয়ে খুনের মতো অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। এই থানা এলাকা থেকে নাবালিকা পাচারের মতো ঘটনাও ঘটেছে বহু। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের একটা বড় অংশকে উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি নাবালিকা থেকে কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে ব্রাউন সুগারের মতো মাদকের ব্যবহার এবং দেহব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার ঘটনা নিয়েও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বাসিন্দাদের মতে, পূর্ণাঙ্গ মহিলা থানা চালু হলে মহিলাদের জন্য আইনি পরিষেবা আরও সুচারু হবে।

অভয়া আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন ধূপগুড়ি শহরের শিক্ষিকা মালবিকা চাকি। তাঁর কথায়, 'নিরাপত্তা বা টহলদারির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজন মহিলা পুলিশকর্মীর কাছে আরেকজন মহিলা অনেক বেশি সাবলীলভাবে নিজের সমস্যা বলতে পারবেন। সেই পুলিশকর্মীও মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।'



নরেশ মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় ধুলোকে সঙ্গী করে যাত্রা।

পাথর ছিটকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : নরেশ মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি যাওয়ার রাস্তা পরিদর্শন করে সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। কিন্তু ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণেশ্বর মোড় থেকে ফাঁপড়ি যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা এখনও কাটেনি। কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। কোথাও রাস্তার বড় অংশ ভেঙে গিয়েছে, কোথাও তৈরি হয়েছে গর্ত। যানবাহন চলাচলের সময় পাথর ছিটকে এদিক-ওদিক পড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে।

শনিবার এই রাস্তা দিয়ে স্কুটার নিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে যান সাধন রায়। হাতে-পায়ে সামান্য চোট পেয়েছেন তিনি। রাস্তার পাশের একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাধন বলেন, 'একটি বড় গাড়ি যাচ্ছিল। সেই সময় একটি পাথর ছিটকে এসে আমার গায়ে লাগে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে স্কুটারের ভারসাম্য রাখতে পারিনি। পড়ে যাই। রাস্তা বলে তো কিছু নেই, অনেকটা জুড়ে শুধু ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। সেই পাথরে স্কুটারের চাকা পিছলে গিয়েছিল।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা। স্কুলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নিত্যদিনের যাতায়াত— সব ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। অতীতে একাধিকবার বিক্ষোভ ও আন্দোলন হলেও রাস্তার হাল ফেরেনি। বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বলে দাবি বাসিন্দাদের।

টোটোচালক অশোক বর্মন বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে যাত্রী নিয়ে যেতে ভয় হয়। কিন্তু কাজের জন্য যেতেই হয়। রাস্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারপরেও কেন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে ভাবছে না?' রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা ও কাজ শুরুর সময় জানতে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমতি রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিধায়ক তহবিল থেকে রাস্তার কাজ হওয়ার কথা। কবে কাজ শুরু হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে বিধায়কই জানাতে পারবেন।' আর বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সন্ধ্যা ৬টা ১ মিনিট, ৭টা ২৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ৬ মিনিটে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কুইজ ও রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : শিলিগুড়ি কুইজ ক্লাবের উদ্যোগে দাগাপুরের বসুন্ধরায় আয়োজিত হল 'কনফ্লুয়েন্স-২০২৬'। সহযোগিতায় ছিল রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মিড টাউন। দুটি পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০ জন স্কুলপড়ুয়া অংশ নেয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল ওপেন কুইজ। সেখানে বয়সের কোনও বাধা ছিল না। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নানা পেশার মানুষ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। সন্ধ্যায় দুই বিভাগের প্রথম তিন বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কুইজ ক্লাবের সভাপতি কর্ণজিৎ সেন শর্মা, সম্পাদক সুপ্রতিম বসু এবং বসুন্ধরার কর্ণধার সুজিত রাহা-সহ অন্যরা। কুইজের পাশাপাশি বসুন্ধরা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। তা শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। সংগঠনের সম্পাদক সুপ্রতিম বসু বলেন, 'এ বছর আমাদের এই উদ্যোগের নবম বর্ষ। আগামী বছর আরও বড় আকারে আয়োজন হবে। আমাদের লক্ষ্য চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি কুইজ চর্চার জন্য ওপেন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।'



লক্ষ্মীর মেলায় ভাগ্য নিয়ে ব্যবসা

শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠে বসেছে শতবর্ষের প্রাচীন 'শারদীয়া সম্প্রীতি মেলা', যা স্থানীয়দের কাছে লক্ষ্মীপুজোর মেলা নামেই পরিচিত। মাটির পুতুল, নাগরদোলা আর জিলিপির গন্ধে মজেছেন দর্শনার্থীরা। তবে উৎসবের এই বর্ণময় ছবির আড়ালেই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে মেলার স্টল বণ্টন, আর্থিক অস্বচ্ছতা এবং জুয়া বা লটারির মতো ভাগ্যপরীক্ষার অবাধ আসর।

মাল্যবান মিত্র

শিবমন্দির, ১ নভেম্বর : বাঁশের খুঁটিতে রঙিন কাপড়ের ছাউনি। সারি সারি দোকান। মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, কাচের চুড়ি আর জিলিপির গন্ধে ম-ম করা বাতাস। সরকারি নথিতে 'শারদীয়া সম্প্রীতি মেলা' হলেও শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের কাছে এর পরিচয় 'লক্ষ্মীপুজোর মেলা' হিসেবে। দুর্গাপুজোর রেশ না কাটতেই আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস-সংলগ্ন সর্বজনীন খেলার মাঠে বসেছে এই মেলা। শতবর্ষেরও বেশি পুরোনো এই মেলা নিছক কেনাকাটার জায়গা নয়, স্থানীয় মানুষের স্মৃতি, মিলন ও উৎসবের এক নিজস্ব পরিসর।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, মালদার আচার সহ শাড়ি, শীতবস্ত্র, খাবারের দোকান, নাগরদোলা—সব মিলিয়ে মেলার আকর্ষণ কম নয়। ২০২৪ সালে মেলায় ২৭০টি স্টল ছিল। এ বছর সমস্ত সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে উৎসবের এই ছবির আড়ালে রয়েছে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন। ২০২৪ সালে স্টল বণ্টনে অনিয়ম এবং অফলাইন টেন্ডার নিয়ে স্থানীয়দের একাংশ অভিযোগ তুলেছিলেন। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছিল, নিয়ম মেনেই স্টল বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে মেলার কয়েকটি স্টলে জুয়ার আসর চালানোর প্রস্তুতির মাঝে মাটিগাড়া থানা পুলিশের অভিযান চলেছিল। পুলিশ জুয়া বন্ধের কথা জানালেও সে সময় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। একই সময়ে মেলার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের দাবিও ওঠে। ফলে উৎসবের আয়োজনের পাশাপাশি তার আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন সামনে আসে। এ বছরও সেই প্রশ্নের অবসান হয়নি। সরকারি দরপত্র-সংক্রান্ত নথিতে মিনি মেলার জন্য মাঠের নির্দিষ্ট অংশ ৩০ দিনের সাময়িক ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দরপত্রে দুজন অংশ নিয়



উত্তপ্ত সিঙ্গুর

সিঙ্গুরে বেচারাম মান্নার খোঁজে মমতা-তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে মারধর ও ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা দুখিরাম দাসের অভিযোগ, তাঁর মাথা ফেটেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন।



ববিকে নিশানা

দুই প্রাক্তন মেয়রের দ্বন্দ্বে এবার ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমণ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শোভন চট্টোপাধ্যায়কে 'ভাঁড়' বলে কটাক্ষ করেছিলেন ফিরহাদ। পালটা ফিরহাদকে 'আপদ' বলে বিঁধলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরসভার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা প্রসঙ্গে ঘটনার সূত্রপাত।



লক্ষ প্রদীপ

পরিবর্তনের বাংলায় এবার জ্বলবে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টি প্রদীপ। ৮ ও ৯ নভেম্বর নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে এই উৎসবের আয়োজন করেছে নিউটাউন সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।



ক্ষোভ প্রকাশ

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভয়ার মা। অভিযোগ, সরকার পরিবর্তনের পরেও বিচার পাননি তাঁরা। সিবিআইয়ের ভূমিকায় নিরাশ হয়ে তদন্তে অগ্রগতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ।

আজ বিজেপির মহামিছিলে নবীন

কলকাতা, ১ নভেম্বর : দেশজুড়ে বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রার অঙ্গ হিসেবে সোমবার কলকাতার মহামিছিলে অংশ নেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সেই উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতায় পৌঁছোনোর কথা তাঁর। কলকাতায় বিজেপির প্রস্তাবিত এই মহামিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হবে। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে সরাসরি কলেজ স্কোয়ারে পৌঁছোবেন নবীন। মিছিলে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতৃত্ব। গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সিজেপি, ইন্ডিয়া জোট সহ দেশের বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে দেশজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তারই পালটা কর্মসূচি হিসেবে পথে নেমেছে বিজেপি।

১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে সিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটের মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। সেই মঞ্চ থেকেই ফের জ্ঞানেশ কুমারকে হটানোর দাবিতে সরব হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় সোমবারের কর্মসূচি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। রাজ্যে এই কর্মসূচির পোশাকি নাম 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও'। ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ, বারুইপুর ও গড়বেতায় এই কর্মসূচির সমর্থনে সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকে সিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে তারা দেশে ও রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার বনগাঁর ঠাকুরনগরেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশ ও রাজ্যকে অস্থির করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। দিমাগি নকশাল, আরশোলা, ছাড়পোকা সব একসঙ্গে মিলেছে।' কলকাতা সহ রাজ্যে মোট ৫টি মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার কলকাতার মিছিলের পর মঙ্গলবার হাওড়া ও শিলিগুড়িতে একযোগে মিছিল হবে। শিলিগুড়ির মিছিলে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কৃষ্ণনগর ও বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে মিছিল হওয়ার কথা।

টলিপাড়ার ভোটপর্ব মিটল নির্বিঘ্নে

কলকাতা, ১ নভেম্বর : মাসের প্রথম রবিবারে ছুটির বদলে ভোটের ব্যস্ততা টলিপাড়ায়। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে দু'দিন ধরে চলা ২৩টি গিল্ডের নির্বাচন শেষ হল রবিবার। শনিবার পাঁচটি গিল্ডের ভোটের পর এদিন ১১টি গিল্ডের সদস্যরা ভোট দিলেন। মোট ১৬টি গিল্ডে ভোট হয়েছে। বাকি সাতটি গিল্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। কড়া নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নেই মেটে ভোটপর্ব। ভোটের তদারকিতে ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ও পাপিয়া অধিকারী। ভোটের নজরদারিতে যান বিজেপি বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও।

২৩টি গিল্ডে প্রায় পাঁচ হাজার ভোটার রয়েছেন। বিভিন্ন পদে লড়েছেন ৩৩৩ জন প্রার্থী। প্রতিটি গিল্ডে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ ১২ থেকে ১৩টি পদ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যরাই নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নিয়েছেন। নির্বাচন পরিচালনায় অন্য গিল্ডের সদস্যদের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সিসি ক্যামেরা ও কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই পাঁচটি স্টুডিওতে চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। ভোটগ্রহণ প্রসঙ্গে রুদ্রনীলের দাবি, 'বহু বছর পর টেকনিসিয়ানরা শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনও বাধা ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছেন।'

পরবর্তী ধাপে প্রতিটি গিল্ড থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে ফেডারেশনের কাউন্সিল গঠন হবে। সেই কাউন্সিলই ফেডারেশনের নতুন পরিচালন সমিতি গড়বে।

হাজিরায় বায়োমেট্রিক

কলকাতা, ১ নভেম্বর : টাকার বিনিময়ে ইন্টার্নশিপ বিক্রি রুখতে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দপ্তরের। প্রাথমিকভাবে, এসএসকেএম ও এনআরএস মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন, হাউসস্টাফ ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ডাক্তারদের হাজিরায় চালু হতে চলেছে 'ফেস বেসড বায়োমেট্রিক' ব্যবস্থা। পাশাপাশি ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রেও মানতে হবে নির্দিষ্ট নিয়ম। ছুটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানকে জানানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নথি দেবে সরকার

মতুয়াদের আশ্বাস শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় মতুয়াদের নাম তুলতে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ ও কাগজপত্র তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। রবিবার বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে আন্তর্জাতিক গোঁসাই সম্মেলনে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া মতুয়াদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এদিনই প্রথম বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে যান তিনি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে মতুয়াদের বিপুল সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সরকারের উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্পের অংশীদার করতে একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যে সরকার বিরোধী চলতি আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মতুয়াদের ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের কর্ণধার শান্তনু ঠাকুরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবিবার বনগাঁ ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠাকুরবাড়িতে পুজো ও মতুয়া



আন্তর্জাতিক গোঁসাই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার।

সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পিআর ঠাকুর ও বড়মা বীণাপাণি ঠাকুরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরিবর্তনের ভোটে প্রায় ৭০টির মতো মতুয়া অধ্যুষিত বিধানসভায় জয় পেয়েছে বিজেপি। সেকথা মনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা শুধু বিজেপির সরকার নয়, এটা শুভেন্দুর সরকার নয়, এটা আপনাদেরও সরকার। যা বলবেন সংবিধানকে মেনে তাই করবে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সিএএ শংসাপত্র পাওয়ার পর বাকি রইল ভোটার তালিকায় নাম তোলা। জানুয়ারিতে যখন ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ শুরু হবে, তখন যাঁদের সিএএ শংসাপত্র রয়েছে তাঁদের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ ও কাগজপত্র তৈরি করে দেবে সরকার। যাতে আপনারা প্রত্যেকে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেন।'

তবে শংসাপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত শঙ্কা কাটছে না মতুয়াদের। বিগত ভোটে ৭০টি বিধানসভায় দলের প্রাপ্ত হিন্দু ভোট ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রী। সেকারণেই এদিন সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মতুয়া উন্নয়নে কল্পতরু হলেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্নপূর্ণা যোজনা, বয়স্ক ভাতা, আয়ুষ্মান ভারতের মতো সমস্ত কেন্দ্র এবং সরকারি যোজনার সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে একজন বিশেষ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মতুয়া বোর্ডের পুনর্গঠন ও গোঁসাই সমাজের কল্যাণে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের সঙ্গেই ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়ে বারুণী মেলাকে জাতীয় মেলায় পরিণত করার আশ্বাস এবং ঠাকুরবাড়িতে পূর্ণাঙ্গ মন্দির তৈরির ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।



মায়ের মুখ, মেয়ের আদর। নদিয়ার একটি কুমোরটুলিতে প্রতিমার মুখ আগলে তরুণী। -পিটিআই

১৩ হাজার কোটি খরচ করতে তৎপর রাজ্য

থানা ও পঞ্চায়েত সংস্কারে জি রাম জি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ নভেম্বর : জি রাম জি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে থানা, পঞ্চায়েত অফিস ও গ্রামীণ স্কুল সংস্কারের কাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ১২৫ দিনের কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে বরাদ্দ ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ চলতি অর্থবর্ষের ৩১ মার্চের মধ্যে খরচ করতে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রচলিত উপায়ে জব কার্ড হোল্ডারদের কাজে লাগিয়ে এই বিপুল অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করা সম্ভব নয়। সেই কারণে কাজের পরিধি বাড়িয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের এই অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

অতীতে তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় রাজ্য। তবে রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর সেই পরিস্থিতির আমূল বদল ঘটেছে। কেন্দ্র এখন 'জি রাম জি' প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করছে। সম্প্রতি গ্রামীণ উন্নয়নে রাজ্যকে ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি দিয়েছে কেন্দ্র। এই বিশাল অঙ্কের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সদ্ব্যবহার করতেই জরুরি পদক্ষেপ করতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারকে।

রবিবার উত্তরবঙ্গ সফর সেরে কলকাতায় ফিরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী

> **বরাদ্দ ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ সঠিক সময়ে খরচ করতে রাজ্যের সব জেলার থানা, পঞ্চায়েত অফিস ও গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের কাজ এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।**
>
> **দিলীপ ঘোষ**

দিলীপ ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেন, 'বরাদ্দ ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ সঠিক সময়ে খরচ করতে রাজ্যের সব জেলার থানা, পঞ্চায়েত অফিস ও গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের কাজ এই প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। এই নিয়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লাগাতার বৈঠক চলছে।' কোথায় কোন থানা বা স্কুলগুলির জরুরি সংস্কার প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সফরের সময় সেখানকার আইজি-র সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ থেকেই প্রায় ৬০টি জরাজীর্ণ থানা সংস্কারের প্রাথমিক তালিকা হাতে পেয়েছেন দিলীপ ঘোষ। যে থানাগুলির পরিকাঠামো অবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও একইভাবে ব্লক স্তরে বিডিওদের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রীর দাবি, বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত জব কার্ড হোল্ডারদের এই কাজে যুক্ত করছে। এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকার বেহাল থানা, পঞ্চায়েত দপ্তর ও স্কুলগুলির রূপ বদলাবে, তেমনই সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকরা ১২৫ দিনের কাজের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা পাবেন।



ফানুস তৈরিতে ব্যস্ত দাদু-নাতি। কলকাতার বিডন স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

কালীপুজোয় দুর্ঘটনা এড়াতে নির্দেশিকা

কলকাতা, ১ নভেম্বর : দুর্গাপুজো মিটলেও উৎসবের মরশুম এখনও শেষ হয়নি। সামনেই কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, ছটপুজো রয়েছে। উৎসবের মধ্যেই যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। মণ্ডপ এবং ঘাটগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়তে পারে, তাই আগাম একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল প্রশাসন। কীভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হবে, মণ্ডপের প্রবেশ এবং প্রস্থানের পথ কেমন হবে, ঘাটগুলির নিরাপত্তায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নিয়ে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

দুর্গাপুজোয় কলকাতার চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার পরেই আগাম সতর্ক রাজ্য প্রশাসন। তাই আসন্ন পুজোগুলির কথা মাথায় রেখে উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মণ্ডপে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ চওড়া করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। যে মণ্ডপগুলিতে বেশি ভিড় হয়, তা মাথায় রেখে পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, যথার্থ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়েছে। ছটপুজোয় ঘাটগুলির নিরাপত্তায় জোর দিতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি ক্যামেরা, নজরদারির জন্য পুলিশ আধিকারিক, লাইফজ্যাকেট সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখতে হবে।

উচ্চতা বাড়ল

কলকাতা, ১ নভেম্বর : কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হল। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তাঁর বাড়ির সামনের লোহার গেটের উচ্চতা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের দেওয়া নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দুর্গাপুজোর আগে বাড়ির গলিতেই তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে গেটের উচ্চতা বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

চলচ্চিত্র উৎসবের লোগোয় গেরুয়া ছোঁয়া

রিমি শীল

কলকাতা, ১ নভেম্বর : রাজ্যে পালাবদলের পর একাধিক ক্ষেত্রে গেরুয়াকরণের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। এবার পরিবর্তনের ছাপ দেখা গেল ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও। আগামী ১৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বসতে চলেছে এই মহোৎসবের আসর। রবিবার নন্দনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হল কেআইএফএফ ২০২৬-এর নতুন লোগো। এতদিন উৎসবের লোগোয় নীল রঙের প্রাধান্য থাকলেও এবার তাতে যুক্ত হয়েছে গেরুয়া রং।

একইসঙ্গে 'নন্দন' চত্বর থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত সমস্ত উদ্বোধনী স্মারক ফলক বা অংশ বিশেষে রং লেপে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। নন্দন চত্বরের নানা ভবন, প্রদর্শনী ক্ষেত্র ও সংস্কারমূলক কাজের ফলকে এতদিন তাঁর নাম খোদাই করা থাকলেও, তা এবার সাদা ও ধূসর রঙে মুছে ফেলা হয়েছে। তবে অক্ষত রাখা হয়েছে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামফলক। তবে নন্দন প্রতিষ্ঠার মূল ফলকে থাকা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নাম এবং সত্যজিৎ রায়ের উদ্বোধনী স্মৃতি যথারীতি সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

১৯৮০ সালে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং ১৯৮৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর এর উদ্বোধন করেছিলেন বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

এদিনের লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানে টলিপাড়ার একঝাঁক চেনা



মুখ উপস্থিত ছিলেন। নতুন লোগোটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা জিৎ, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী ও পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। জানা গিয়েছে, এই লোগোর নকশা তৈরি করেছেন কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায়। পাশাপাশি উৎসবের থিম মিউজিক তৈরি করছেন রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবছরের উৎসবে বিশেষ 'ফোকাস কান্ট্রি' হিসেবে থাকছে আয়ারল্যান্ড। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এই প্রথমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পরিবর্তে ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হতে চলেছে।

অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানের মতো তারকারা মঞ্চ আলো করলেও বর্তমান সরকার আয়োজিত এবারের উৎসবে চাঁদের হাট বসার প্রস্তুতি চলছে। অতিথি তালিকায় নাম রয়েছে রজনীকান্ত, প্রভাস, অক্ষয়কুমার, সঞ্জয় দত্ত, পরেশ রাওয়াল, অনুপম খেরের মতো নামী বলিউড ও দক্ষিণী তারকাদের। এছাড়া কঙ্গনা রানাওয়াত, মধুর ভাণ্ডারকার, অনুরাগ বসুরাও উপস্থিত থাকবেন। এমনকি এক হলিউড অভিনেত্রীর আসার কথাও চলছে, যদিও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে www.kiff.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যাবে এবং কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।

ইন্দ্রনীলের মেয়েও স্ক্যানারে

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ইউনেসকোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো-য়ের নামে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর স্ত্রীকে তলব করে একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। এবার তদন্তকারীদের নজরে ইন্দ্রনীলের মেয়েও। সূত্রের খবর, তাঁকেও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা। ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠ থার্ডলাইন ক্রিয়েশন সংস্থা মাস আর্টকে ৬৬ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে ২২.৪৭ লক্ষ টাকা আইস্কেপ ও মায়রা নামে দুটি সংস্থায় পাঠানো হয়েছিল। এই সংস্থাগুলি ইন্দ্রনীলের মেয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্রে তাঁকে তলব করা হতে পারে। এছাড়া ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠ কর্মচারীদেরও একে একে জেরা করা হবে।



আলোয় সেজেছে নৌকা। প্রিন্সেপ ঘাটে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

স্বামীকে মারধর, স্ত্রীকে ধর্ষণ

সুভাষগ্রাম, ১ নভেম্বর : ক্ষমতার অলিন্দে পালাবদল হয়, কিন্তু নারী সুরক্ষার ছবিটা কি আদৌ বদলায়? প্রশ্নটা ফের সামনে এনে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের সুভাষগ্রামের ঘটনা। উৎসবের মরশুমেও রেহাই মিলল না মহিলাদের। স্বামীকে বেধড়ক মারধর করে তাঁর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাঁচ তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল অভিযুক্ত সহ বাকিরা পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত শুক্রবার স্বামীর সঙ্গে সুভাষগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন নিযাতিতা। রাত দেড়টা নাগাদ পাড়ারই আরেক জনের বাড়িতে ঘুমোতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, সেসময় পাঁচ তরুণ তাঁদের পথ আটকায়। ওই মহিলার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতেই গলায় ছুরি ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয় ওই মহিলাকে। তারপর জোর করে একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে একজন তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাকিরা তাঁর হাত-পা চেপে ধরেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর অভিযুক্তদের কবল থেকে পালান নিযাতিতা। শনিবার সকালে সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দম্পতি।

মুসলিমদের দান করা জমিতে কালী মন্দির

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যমগ্রাম, ১ নভেম্বর : কিছু স্রোত চোখে দেখা যায়, কিছু স্রোত বয়ে চলে মানুষের সম্পর্কের অন্দরে। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে নোয়াই খালের ধারের কাপাশিয়া কালী মন্দির যেন তেমনই এক সম্প্রীতির সাক্ষী। মুসলিম অধ্যুষিত একটি গ্রামে তাদেরই দান করা জমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই কালী মন্দির। যেখানে নিত্যপুজো করে হিন্দুরা, আর উৎসবের সমস্ত আয়োজন পরম যত্নে সামলান মুসলিম প্রতিবেশীরা। দেশভাগের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস থেকে আজকের সহাবস্থান, মন্দিরের প্রতিটি ইটের সঙ্গে জড়িয়ে সম্প্রীতির দীর্ঘ আখ্যান।

এই মন্দির নির্মাণের ইতিহাসের লিখিত নথি নেই। তবে স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফেরে দেশভাগের সময়কার এক হার না মানার গল্প। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৯৬২ সালে চার-পাঁচটি হিন্দু পরিবার এখানে এসে বসবাস শুরু করে। সে সময়ই এলাকার মুসলিম প্রবীণরা তাঁদের হাতে এই মন্দিরের দায়িত্ব তুলে দেন। সেই থেকে নিয়মিত পুজো শুরু হয়। পুজোর দায়িত্ব নেন হিন্দুরা।' অতীতে কৌশিকী অমাবস্যায় পুজো দিতে কলকাতা থেকে গোরুর গাড়িতে করে পুরোহিতদের আসার কথাও শোনান তিনি। তাঁর সংযোজন, 'আজও এই গ্রামে ইদের দিন কুরবানি করা হয় না।' বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ সুদিন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কাপাশিয়া কালী মন্দির আসলে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ জীবনযাপনের এক জীবন্ত প্রতীক। দুই সম্প্রদায়ের যৌথ দান ও পরিশ্রমে তৈরি এই মন্দিরে আজও সব ধর্মের মানুষ সমানভাবে অংশ নেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বছরের পর বছর কেটে গেলেও এই নিয়মের বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি। দীপান্বিতা কিংবা কৌশিকী অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে হাজার হাজার ভক্তের ঢল নামে কাপাশিয়ায়। পুজো এলেই রাস্তা সাফাই করা, প্যান্ডেল সাজানো, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, রাত জেগে পুজোর তদারকি, সব কাজেই অগ্রণী ভূমিকা নেন এলাকার মুসলিম তরুণরাই। এই মেলবন্ধন শুধু পুজোর কয়েকটা দিন নয়, এলাকার অনেক মুসলিম পরিবার নিয়মিত এই মন্দিরে আসেন, দেবীর সামনে মাথা নোয়ান কিংবা মনের বাসনা জানিয়ে মানত করেন। তাঁদের বিশ্বাস, মায়ের দরবারে প্রার্থনা জানালে কেউ খালি হাতে ফেরেন না।



কাপাশিয়া কালী মন্দিরে শ্যামা।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের তিন প্রজন্ম কাপাশিয়া মায়ের সেবার কাজে যুক্ত। তাঁর স্মৃতিতে জমা রয়েছে এমন অনেক ঘটনা। একবার পুজোর কাজে ব্যবহারের জন্য একটি পিতলের গামলা ও বালতির প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোনো পাত্রগুলিতে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় ফারুক মহম্মদ নামে এক তরুণ মন্দিরে এসে পিতলের গামলা ও বালতি দিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছে, দেবীকে কিছু দেবেন। ফারুক নিয়মিত মন্দিরে আসেন। এক কোণে চুপ করে বসে মায়ের নাম জপ করেন। অভিজিতের কথায়, 'সে কেন বা কী উদ্দেশ্যে এসব এনে দিল, তা শুধু সে-ই জানে এবং তার মনের অন্তস্থল আমরা হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারব না।'

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পাশাপাশি চলার এই সংস্কৃতিই গড়ে তুলেছে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। সুদিনবাবুর কথায়, 'প্রাকস্বাধীনতা পর্বে বারাসত, মধ্যমগ্রাম, দেগঙ্গা, কাজীপাড়া ও দত্তপুকুরের মতো বৃহৎ অঞ্চল সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে চলেছে। এখানে সংখ্যায় কম হলেও হিন্দুরা কখনও কোনও সমস্য

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৬৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ কার্তিক ১৪৩৩

রামলীলার তাৎপর্য

দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিজেপি বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ থেকে যে বার্তা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে পৌঁছে গেল, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির কপালের ভাঁজ যে চওড়া করবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। এই বিক্ষোভে প্রায় সমস্ত বিরোধী দলের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অংশগ্রহণ আগামীদিনে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে গভীর ছাপ ফেলবে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বহুদিন ধরে অভিযোগ করছেন, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মোদি সরকারের সমঝোতার কারণে কারচুপির সাহায্যে একের পর এক ভোটে জিতে চলেছে বিজেপি সরকার।

বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য এই অভিযোগ নস্যাৎ করে জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন স্বায়ত্তশাসিত সাংবিধানিক সংস্থা। তাদের কাজকর্মে বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার মাথা গলায় না। তারপরেও বিরোধীদের আক্রমণের ঝাঁঝ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমে প্রায় সমস্ত বিরোধী দল 'ভোট চুরি'র অভিযোগে সরব হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, মমতাপন্থী তৃণমূল, শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠী, শারদ পাওয়ারের এনসিপি সহ বিভিন্ন বিরোধী দল একযোগে আন্দোলনে নেমে পড়ায় বিক্ষোভের অভিঘাত তীব্র হয়েছে।

রাজপথে সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দিল্লিজুড়ে প্রচুর সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও সমাজের বিশাল অংশের কাছে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দমনপীড়নে এই বিক্ষোভ থামানো যাবে না। সাতের দশকে দিল্লির রামলীলা ময়দান দেখেছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের (জেপি) নেতৃত্বে ঐতিহাসিক আন্দোলন। তাঁর 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র ডাক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকারের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল।

জেপি-র আন্দোলনের ফলে ইন্দিরার স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে জরুরি অবস্থা পরবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটে এবং দেশে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০১১ সালে। দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রবীণ সমাজকর্মী আন্না হাজারে যখন লোকপাল বিলের দাবিতে রামলীলা ময়দানে আমরণ অনশনে বসেন, তখন দেশজুড়ে যুবজাগরণ ঘটেছিল।

কাকতালীয়ভাবে হলেও এটিও ছিল তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আন্নার এই আন্দোলনের অভিঘাত এতটাই গভীর ছিল যে, তা ইউপিএ সরকারের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। সেই রামলীলা ময়দানে ফের বিক্ষোভের উত্তাপ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এবার আন্দোলনের কেন্দ্রে রাহুল গান্ধি এবং বিরোধী জোট। তবে এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি দেশের যুবসমাজের বিরাট অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট এবং নিজেদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে ক্ষুব্ধ যুবসমাজ এবার রাজপথে নেমে এসেছে। যা এই বিক্ষোভকে আরও বেশি আক্রমণাত্মক ও গতিশীল করে তুলেছে। আন্দোলনকারীদের মূল অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর। তা হল, নির্বাচন কমিশনের এবারের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া মূলত ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর আঘাত। আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন।

বিরোধী দলগুলির মূল দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন আর স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করছে না। বরং শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছে। প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের বিরোধী দল এই দাবিতে সরব হওয়ায় মোদি সরকারের পক্ষে সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ সামাল দেওয়া ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ছে।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে নতুন যে আন্দোলনের সূচনা হল, তা সাধারণ রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়। এই আন্দোলনে রেশ ছড়িয়ে পড়লে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যথেষ্ট দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে পড়বে। কারণ, এই আন্দোলন থেকে আরও একটি বার্তা বিরোধী নেতৃত্ব ছড়িয়ে দিতে চাইছে। তা হল তাদের মূল লক্ষ্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পতন। বিক্ষোভকারীদের শরীরী ভাষা, স্লোগান এবং আক্রমণাত্মক মেজাজ থেকে স্পষ্ট, এই ক্ষোভের আগুন সহজে স্তিমিত হওয়ার নয়।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব। **-ভগবান**

বইয়ের জন্য হাঁটা যায় সহস্র যোজন পথ

বইয়ের অবমাননার প্রতিবাদে পথে নামা, শিক্ষার অধিকার ও বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন।

সেবন্তী ঘোষ



কালের পরিবর্তনে যে কোনও সমাজবদল অবশ্যম্ভাবী। আমরা যাঁরা মানুষের জীবনসীমা অনুযায়ী অনেকটা সময় পৃথিবীতে কাটিয়ে ফেললাম, তাঁরা এখনও নব নব বিস্ময়ে আন্দোলিত হচ্ছি। বইয়ের শহর কলকাতায় পুজোর সময় বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী নবযুবকেরা বুকস্টল থেকে বই নিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, মাড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই তরুণদের যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁরা কিন্তু বইয়ের অমর্যাদা করেননি। তাঁদের দলের উচ্চশিক্ষিত অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেছেন, বছরে একটি পুজোই করেন তিনি, সেটি সরস্বতীপুজো। বইয়ের স্টলে ভাঙচুরের নিন্দাও করেছেন তিনি। কালাপাহাড়ের মতো ধ্বংসে মেতেছে ওই তরুণরা। এত শিক্ষিত মানুষ যে দলে আছেন, তাঁদের এদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই কেন, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

নাগেরবাজারে এক বয়স্ক মানুষ এক উন্মত্ত তরুণকে বলছেন, বইগুলো একটু দেখে নিতে। লেনিন, মার্কস দূরের কথা, এরা শরৎচন্দ্রের বইও ছুড়ে ফেলেছে। তথাকথিত অশিক্ষাকে গর্বের বিষয় মনে করা এক ধরনের মুখামি। আমরা শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের বলি, আর যা-ই করো পরীক্ষার খাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের বানান ভুল লিখো না। বাঙালি পরীক্ষক তা সহ্য করবেন না। লিখিত বা ছাপার অক্ষরের প্রতি এই শ্রদ্ধার কথা অমিতাভ বচ্চনের বিষয়ে একবার পড়েছিলাম। প্রখ্যাত কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের ছেলে, সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশে বড় হওয়া অমিতাভের ছাপা অক্ষরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। মন দিয়ে চিত্রনাট্য পড়তেন এবং সেটি মেনে চলতেন।

বই নিয়ে হাঁটা আসলে সময়ের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে এক নিরন্তর পথ চলা। বই পড়ার অভ্যাসে নানা পরিবর্তন এসেছে। তবে বই প্রকাশের সংখ্যা বাড়লেই পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে, এমনটা বলা যায় না। মুঠোফোন, ই-বুক, অডিওবুক ও সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তার মধ্যেও মুদ্রিত বইয়ের আকর্ষণ অমলিন। বইমেলা, সাহিত্য উৎসব, পাঠচক্র ও গ্রন্থাগারকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে পাঠকের নতুন জগৎ। সাম্প্রতিক বাংলা প্রকাশনাতেও বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য, সব ক্ষেত্রেই পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। তরুণ ও প্রবীণ দুই প্রজন্মের লেখাই পাঠকের আগ্রহ তৈরি করছে। বই কেবল অবসর যাপনের উপকরণ নয়। তা আমাদের চিন্তার পরিধি বাড়ায়, প্রশ্ন করতে শেখায় এবং অজানা পৃথিবীর দরজা খুলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনীতির অবক্ষয়, চুরি-জোচ্চুরি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের কাছে নতুন কোনও স্বপ্ন-কল্পনা নেই, কিন্তু বইয়ের প্রতি দীর্ঘকালীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। এই ভক্তিভাব ও বিশ্বাস যুক্তির অন্য দিকে থাকে। যেভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসীকে আপনি যুক্তি দিয়ে ভেঙে দিতে পারেন না, তেমনই বইয়ের প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধায় এই অবমাননা তারা মনে মনে সহ্য করেনি। বই নিয়ে হাঁটার আয়োজনে নিজে শামিল হতে পারলাম না। দেখলাম, কেউ বর্ণপরিচয় হাতে তুলে হাঁটছে, কেউ মহাভারত, রামায়ণ, কোরান, বাইবেল বা পঞ্চতন্ত্র নিয়ে। সুকুমার রায় থেকে অমর মিত্র, জয় গোস্বামী, যে যার প্রিয় বই নিয়ে হাঁটায় শামিল হয়েছে। এখানে কে কী রাজনীতি করে, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। অবশ্যই যাঁরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ, তাঁরা পথে নামতে পারেননি। আবার এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা এই শাসকদলটিকে পছন্দ করেন, তাঁরাও এই একটি বিষয়ে বিরক্ত হয়েছেন।



বই বাঁচাতে বই হাতে পদযাত্রা কলকাতায়। -ফাইল চিত্র

বইয়ের প্রতি বাঙালির ভালোবাসা কেবল পাঠাভ্যাসের বিষয় নয়, তা তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে জড়িয়ে। পুজোর বুকস্টলে বইয়ের অবমাননার প্রতিবাদে নানা বয়সের মানুষের পথে নামা সেই সম্পর্ককেই সামনে এনেছে। কেউ বর্ণপরিচয়, কেউ মহাভারত, রামায়ণ, কোরান, বাইবেল কিংবা প্রিয় সাহিত্য হাতে হাঁটছেন। রাজনৈতিক পরিচয় ছাপিয়ে এই প্রতিবাদ মনে করিয়ে দেয়, বই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার। মুঠোফোন, ই-বুকের যুগেও মুদ্রিত বই অমলিন; বই নতুন করে চিন্তা ও প্রশ্নের দরজা খোলে।

বাঙালির বইয়ের জন্য পথে নামা দেখে অন্যেরা অবাক হলেও আমরা অবাক হইনি। বইমেলার সময় দেখি, নিম্নবিত্ত বাঙালি মা-বাবা একটি হলেও ছেলেমেয়েকে বই কিনে দিচ্ছেন। অভয়া হত্যাকাণ্ডের জন্য আমরা অনেকেই, যাঁরা কোনও দিন কোনও কারণে রাস্তায় নামিনি, তাঁরাও নেমেছিলাম। সেই ঘটনার প্রার্থিত বিচার আমরা পাইনি। তার বিচার পাওয়া এখন আর শুধু তার বাবা-মায়ের চাহিদার ওপর নির্ভর করে না, কারণ সে এখন যে কোনও সচেতন নাগরিকের কন্যা। ঠিক সেভাবেই বইয়ের জন্য বহু মানুষ পথে নামলেন, যাঁরা আগে কখনও পথে নামেননি। এই অন্যায়ের বিচার তাঁরা চান।

বইয়ের এমন অবমাননা করা তরুণরাও তো ছোটবেলায় স্কুলে গিয়েছে। তাদের বাড়িতেও শেখানো হয়েছে, বইয়ে পা দিলে মাথায় হাত ঠেকাতে হয়। তারা নিজেদের খাঁটি ভক্ত মনে করে। এই ভক্তির মধ্যে সরস্বতীপুজো আছে, দোয়াতে খাগের কলম ডোবানো আছে। তা দিয়ে বেলপাতার ওপর সরস্বতীর নাম কেউ কেউ লিখেছে। চাঁদা তুলে পাড়ায় ছোট্ট করে পুজো করার শৈশব আছে। চাঁদা তুলতে গেলে অভিভাবকরা সরস্বতী বানান জিজ্ঞেস করছেন, এমন অভিজ্ঞতাও তাদের আছে। কোন মদমত্ততায় তারা শরৎচন্দ্রের বইকে অচ্ছুত মনে করে মাটিতে ছুড়ে ফেলে, জানতে ইচ্ছে করে।

বেছে বেছে হিটলারের দলবল বই ধ্বংস করেছিল। ১৯৩৩ সালে নাৎসি-সমর্থক ছাত্ররা জার্মানির নানা শহরে বই পুড়িয়েছিল। নিজে চিত্রশিল্পী হয়েও হিটলার অন্যের শিল্পকর্ম ধ্বংসের উদ্যোগে সমর্থন দিয়েছিলেন। শোনা যায়, বিশেষ কিছু ছবি সেই ধ্বংসতালিকা থেকে তাঁর ইচ্ছাতেই বাদ পড়েছিল। ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই। হিটলারের পরিণতি কী হয়েছিল, আমরা জানি।

মানুষের ইতিহাস অরণ্য, গুহাজীবন থেকে নগরসভ্যতায় প্রবেশের গল্প। হাজার হাজার বছর প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। খবরে পড়ি, আধুনিক মানুষের মাতৃসূত্রের এক সাধারণ পূর্বজ নারী এবং পিতৃসূত্রের এক সাধারণ পূর্বজ পুরুষের কথা বলা হয়। তাঁরা একই সময়ে বেঁচে ছিলেন না; তাঁদের সমসাময়িক আরও বহু নারী-পুরুষ ছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট মাতৃ ও পিতৃসূত্রের বংশধারা আজকের মানুষের মধ্যে টিকে আছে। এই ভাবলে আমরা পরস্পরের আত্মীয়। এই ইতিহাস মাথায় থাকলে পশুজীবন থেকে মানবজীবন লাভ করার ইতিবাচক দিকটি মনে রাখতে পারি।

বিবর্তন ও পরিশ্রমে পাওয়া আশ্চর্য মানবজীবনে বই ও তার জ্ঞান আমাদের বিশিষ্ট করেছে। বই পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ বা পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার উপায়মাত্র নয়। তা আমাদের জীবন গঠন করেছে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। বলতে পারেন, একসময় তা শ্রুতির মাধ্যমেই ছিল। ছিল তো বটেই, কিন্তু ব্যাস ও গণেশদেবকে এই জ্ঞান ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্যই আবির্ভূত হতে হল। নালন্দার ওপর আক্রমণের সময় বহু ভিক্ষু পালিয়ে যান। কেউ গোপন গুহায়, কেউ তিব্বতে পুঁথি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে কথিত। তিব্বতি পণ্ডিতেরা যতটা সম্ভব পুঁথি সঙ্গে নিয়ে তিব্বতে ফিরে গিয়েছিলেন। বিধ্বংসী আক্রমণকারীর হাত থেকে দেবতাকে রক্ষার জন্য বিশ্বাসীরা মূর্তি নিয়ে যেমন দূরে কোথাও সরে গিয়েছেন, তেমনই পুঁথিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। বই তাঁরা ফেলে যাননি। এই বইয়ের সঙ্গে মানবসভ্যতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

বইয়ের জন্য হাঁটছেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ, মেয়েরাও। যাঁদের কাছ থেকে মৌখিক জ্ঞান দূরে না থাকলেও লিখিত অক্ষরের পাঠের অধিকার ছিল না। ধর্মের দোহাই দিয়ে, বিধবা হওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘদিন দলিতদের কাছে এই লিখিত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করেনি উচ্চবর্ণ। এখনও একটি দরিদ্র শিশুর জীবন বদলে নেওয়ার উপায় এই বই।

বই নিয়ে তাই মানুষ হাঁটবেই। এ তার শিক্ষার অধিকার। এ তার মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। হাজার বছরের অর্জিত বিদ্যা-অভিজ্ঞতা কিছুতেই সে লুণ্ঠিত হতে দেবে না। বিভাজনের রাজনীতি করেও এ সম্ভব নয়। নির্বাচিত বিষয় সে বেছে নেবে। তা হতে পারে রামের জীবন বা চৈতন্যভাগবত, তা হতে পারে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত জীবন অথবা অবনীন্দ্রনাথের আলোর ফুলকি। কিন্তু বই থাকবেই। বইয়ের জন্য হাঁটা দেখতে দেখতে একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন লেখক হিসেবে গর্বে বুক ভরে ওঠে।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩৫



সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৫



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শাহরুখ খান।

আলোচিত



ভ্যানিশ কুমার, আপনি ভোট ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। মানুষের চাকরি, ভোটাধিকার, জীবন সব লুট করেছেন। আমাদের একটাই কথা, আগে ভ্যানিশ হটাও, তারপর অন্য কাজ। পশ্চিমবঙ্গে ওরা ভোট লুট করেছে। আমি তো হারিনি, আমাকে হারানো হয়েছে। এখন আমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। জেনে রাখুন, গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে প্রকৃত ভালোবাসা হয়। ভারত বাঁচান, গণতন্ত্র বাঁচান। এই লড়াইয়ে পড়ুয়া, মহিলা, জেন জেড সবাই আসুন। যুব প্রজন্ম, আপনারা লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিন, আমরা গাইড করব।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১



ইন্দোরের এক নেশামুক্তিকেন্দ্রের শৌচাগারে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এ নিয়ে গোলমালের সুযোগে ৭০ জন রোগী দলবেঁধে কেন্দ্রের দেওয়াল টপকে, গেট ডিঙিয়ে চম্পট দেন। রাস্তায় তাঁদের দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে পথচারীদের চোখ কপালে।

ভাইরাল/২



পকেট মানির জন্য চুরির পথে হায়দরাবাদের এমবিএ ছাত্র। ২০০-৩০০ টাকা দিয়ে চাকা খোলার সরঞ্জাম গ্যারাজ থেকে আনতেন। এরপর রাতের অন্ধকারে থর, এন্ডেভারের মতো গাড়ির স্পেয়ার চাকা খুলে চম্পট দিতেন। শেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েন।

জনমন জনমত

ঐতিহ্যবাহী পাঠাগারের নিঃশব্দ বিদায়

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানার ধলপল-১ পঞ্চায়েতের গৌতম পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রয়েছে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত জাগ্রত মিলন সংঘ ও পাঠাগার। এই পাঠাগার আজকালকার গ্রন্থাগারের তুলনায় কতটা উন্নত বা সমৃদ্ধ বলতে পারি না, তবে ছেলেবেলায় আমাদের শিশুমনের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত ছিল নিশ্চয়ই। স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। তারপর থেকে এ যাবৎ এই এলাকায় ছোট-বড় সকলের বইয়ের খিদে মিটিয়েছে এই পাঠাগার। তবে আমরা সে সুযোগ বেশিদিন পেলাম কই! শিশুমন বিকশিত হয়ে কৈশোরে পড়তে না পড়তেই একদিন দেখলাম পাঠাগারের বাইরের গেটে তালা ঝুলছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল পাঠাগারের ওই স্যর অবসর নিয়েছেন, নতুন স্যর বা ম্যাম এলে পাঠাগার আবার খুলবে।

সেই যে অপেক্ষা শুরু— হাইস্কুল পেরিয়ে কলেজ পেরোনোর দোরগোড়ায় পৌঁছেছি, সে তালা আর খোলেনি। হঠাৎ গত বছর আমার বোধোদয় হওয়ায় এ বিষয়ে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসারের কাছে আরটিআই আইনের মাধ্যমে পাঠাগারটি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করে জানতে পারি, কর্মীর অভাবে পাঠাগারটি ২০১৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু ২০২১ সাল থেকে এ যাবৎ কোচবিহারের লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির তরফে একজন কর্মীকে প্রতি সোমবার ওই পাঠাগারটি খোলার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিকে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ওই পাঠাগারের তহবিলের জন্য সরকার বরাদ্দ করে। কিন্তু স্থানীয়দের কাছে খোঁজ নিলেই জানা যায়, ২০১৯ সালের পর সেই পাঠাগার আর খোলেনি এবং স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের কাছে সেই তহবিলেরও কোনও হদিস নেই। অবাক করা বিষয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত একটি জলজ্যান্ত পাঠাগার সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল, অথচ কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না! বর্তমান প্রজন্ম জানলই না, তাদের জীবন থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে গেল শতশত বই ও নিজের পাড়ার এত পুরোনো ঐতিহ্যবাহী একটি পাঠাগার।

জয় দাস
ধলপল, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

বাঁশে কে উঠেছে?

এবারের দুর্গাপুজোয় একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়, যাতে শোনা যায়— 'এই বাঁশে কে উঠেছে?'। অনেকেই প্যান্ডেলের বাঁশে উঠে এই অডিও ক্লিপে রিলস বানিয়ে তা সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। কোনও এক সময়ে কোনও এক রাজনৈতিক ব্যক্তির এই অডিও ক্লিপটি যে এ বার পুজোর সময়ে এতটা ভাইরাল হবে, তা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেননি। লাইক, কমেন্ট আর শেয়ারের দড়ি টানাটানিতে সমাজমাধ্যম খুললেই দেখা যাচ্ছে ফেসবুক রিলস এবং ইনস্টাগ্রাম শর্টসে সেই অডিও ক্লিপ— 'এই বাঁশে কে উঠেছে? বাঁশে কে উঠেছে? দুটো থাপ্পড় মারো তো।' বিষয়টি ভালোই লেগেছে। সেইসঙ্গে সমাজমাধ্যম যে আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

শব্দের আড়ালে সাংস্কৃতিক বোধের অবক্ষয়

কথ্য ভাষার তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার কি শিল্পের মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে?

মনোনীতা চক্রবর্তী



কবিতা-টবিতা, গান-টান, নাটক-ফাটক, নাচ-ফাচ- এই শব্দগুলো আর কতকাল?

শব্দের এই জোড়বাঁধা ব্যবহার কি নিছক কথার ছলে বলা কিছু নিরীহ শব্দবন্ধ, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে শিল্প ও শিল্পচর্চার প্রতি অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য এবং সাংস্কৃতিক অসংবেদনশীলতা? প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য। কিন্তু ভাষা কেবল ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়; এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় একটি সমাজের রুচি, মনন, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক অবস্থান। গান, নাটক, নাচ, কবিতা- এগুলি নিছক বিনোদনের উপকরণ নয়। এগুলি মানুষের মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অনুভব ও সৃজনশীলতার দীর্ঘ সাধনার ফসল। একটি গানের নেপথ্যে থাকে সুরকারের কল্পনা, গীতিকারের মনন, শিল্পীর কণ্ঠসাধনা ও বাদ্যযন্ত্রীর অনুশীলন। নাটকের পিছনে থাকে নাট্যকারের জীবনদর্শন, নির্দেশকের নির্মাণবোধ, অভিনেতার আত্মনিবেদন এবং অসংখ্য কলাকুশলীর শ্রম। নৃত্য তাল, লয়, ছন্দ ও অভিব্যক্তির এক অনন্য ভাষা। কবিতার প্রতিটি পংক্তির নেপথ্যেও থাকে অনুভব, শব্দের নির্বাচন ও দীর্ঘ অন্তর্গত অনুশীলন।

অথচ এই সাধনা ও সৃজনপ্রক্রিয়াকে যখন 'গান-টান', 'নাটক-ফাটক' বা 'নাচ-ফাচ' বলে হালকা করে দেওয়া হয় অথবা আমরা যখন কথায় কথায় বলে থাকি, 'এই নাটক করিস না তো...' কী অবলীলায় ভুলে যাই যে নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এভাবে সত্যিই কি বলা যায়? তখন প্রশ্ন জাগে- আমরা কি কেবল শব্দের বিকৃতি ঘটাচ্ছি, নাকি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও অবনমন ঘটাচ্ছি?

অবশ্যই ভাষার নিজস্ব চলন আছে। কথ্য ভাষায় অনুপ্রাস, পুনরুক্তি কিংবা অর্থহীন প্রত্যয় জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা নতুন নয়। অনেক সময় এগুলি নিছক কথার লঘুতা, রসিকতা বা অনানুষ্ঠানিকতার প্রকাশ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সচেতন অসম্মান খুঁজে নেওয়া যুক্তিসংগত নয়।


প্রতীকী।-ফাইল চিত্র

ভাষার স্বাধীনতা আছে, তার বিবর্তনও স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষার স্বাধীনতা মানেই কি সবকিছুকে তুচ্ছ করে দেখার অবাধ অধিকার? রসিকতা ও অসম্মানের সূক্ষ্ম সীমারেখাটি চিনে নেওয়ার দায় কি আমাদের নেই?

বিশেষত, যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত, সচেতন ও সাংস্কৃতিকভাবে দায়বদ্ধ নাগরিক বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন আরও প্রাসঙ্গিক। কারণ শব্দের অভিধানগত অর্থের বাইরেও থাকে তার সামাজিক অভিপ্রায় ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ। উচ্চারণভঙ্গি ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী 'ওসব কবিতা-টবিতা' কিংবা 'নাটক-ফাটক' বলার মধ্যে শিল্পকে গুরুত্বহীন করে দেখার মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে। অবমূল্যায়িত হয় শিল্পের পিছনে থাকা শ্রম, মেধা ও আত্মনিবেদন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই প্রবণতাকে আরও দৃশ্যমান করেছে। ভিউ, লাইক ও জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় অনেক সময় ভাষার সংযম বিসর্জিত হচ্ছে। ট্রোল, ব্যঙ্গ কিংবা সস্তা হাস্যরসের উপাদান হিসেবে শিল্প ও শিল্পীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ সমালোচনার জন্য জ্ঞান, ব্যঙ্গের জন্য বোধ এবং রসিকতার জন্য সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। শিল্পকে খাটো না করেও বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া যায়, কাউকে অসম্মান না করেও হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও প্রতিনিয়ত আমাদের ভাষা ও আচরণ থেকে সামাজিক শিষ্টাচার শিখছে। আমরা যদি শিল্পকে অবলীলায় 'ফাটক' বা 'টান'-এর পর্যায়ে নামিয়ে আনি, তাহলে তাদের কাছে শিল্পের মর্যাদা ও শিল্পীর শ্রমের মূল্য কতটা স্পষ্ট হবে?

এখানে কাউকে ভাষা ব্যবহারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য আত্মসমীক্ষার পরিসর তৈরি করা। কেউ বুঝে এই শব্দগুলি ব্যবহার করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক; আর কেউ না বুঝে ব্যবহার করলে তাঁকে বোঝানোর দায়িত্বও আমাদের। প্রতিবাদ মানেই আক্রমণ নয়; তা হতে পারে যুক্তি ও বিবেকের নির্ভীক উচ্চারণ।

শিল্প কোনও বিলাসিতা নয়। যে গান মানুষকে বিষাদের মধ্যেও আশ্রয় দেয়, যে নাটক সমাজের অসংগতির মুখোশ খুলে দেয়, যে নৃত্য সভ্যতার স্মৃতি বহন করে, যে কবিতা অব্যক্ত অনুভবকে ভাষা দেয়- তাদের অবজ্ঞা করা মানে মানুষের সৃজনশীল অস্তিত্বকেই খাটো করা। গান-টান, নাটক-ফাটক, নাচ-ফাচ- শব্দগুলি হয়তো অভিধানের বিচারে অপরাধী নয়। কিন্তু যে মনোভাব কখনো-কখনো এদের আড়ালে আত্মপ্র

রাহুলের বার্তা সত্ত্বেও দোকান বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : রথ দেখা আর কলা বেচার বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু রবিবাসরীয় দিল্লিতে রথ দেখা গেলেও কলা আর বেচা হল না স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদের।

রবিবারে ইন্ডিয়ার সমাবেশে পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষরাও। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে একপ্রকার সফল ইন্ডিয়া জোট।

রামলীলায় ভোট চুরি বিরোধী মহাসমাবেশের জেরে দীপাবলির মুখে প্রচুর ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন দিল্লির চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিটিআই)। রামলীলা ময়দানের ৫ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে থাকা প্রায় আড়াই লক্ষ দোকানের বেচাকেনা ওই সমাবেশের ভিড়ের জেরে ব্যাহত হবে। সেজন্য রাহুল গান্ধিকে চিঠি লিখে নিজেদের আশঙ্কার কথা জানিয়েও ছিলেন ব্যবসায়ীরা। সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে শনিবার রাতেই রাহুল ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন, রামলীলায় সমাবেশের জন্য বাইরে থেকে যাঁরা দিল্লি আসবেন তাঁরা যেন ওই ব্যবসায়ীদের থেকে কিছু কেনাকাটা করেন। তাতে তাঁরা যেমন দিল্লির স্বাদও নিতে পারবেন তেমনই ব্যবসায়ীদেরও উপকার হবে।

কিন্তু রবিবার বাস্তবে দেখা গেল, গোটা এলাকার দোকানপাট কার্যত বন্ধই রয়েছে। দীপাবলির আগে শেষ রবিবারে দিল্লির একটি জমজমাট এলাকায় ব্যবসাপত্র পুরোপুরি লাটে উঠে যায় সমাবেশের জেরে। এই ঘটনায় বিজেপির ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন রাহুল। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি জোর করে ব্যবসায়ীদের দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য করেছে। তিনি যে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে সমাবেশে আগত লোকজনকে কেনাকাটা করতে বলেছিলেন সেই কথাও জানিয়েছেন। সিটিআই রাহুলের বার্তাকে স্বাগত জানালেও বাস্তব পরিস্থিতি যে পুরোপুরি ভিন্ন সেকথা তুলে ধরেন। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একপ্রকার আতঙ্ক কাজ করছে বলেও জানায় সিটিআই।

সংস্থার চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ী। বিজেপির এজেন্ট নই। ১০০টি বড় ব্যবসায়ী সমিতি কোনও রাজনৈতিক দলেরই এজেন্ট নয়। তারা দিল্লির ব্যবসায়ী। তারা ব্যবসা করে। রাজনীতি নয়। দীপাবলির মরশুমে আমাদের রুজিরুটি রক্ষার জন্যই আর্জি জানিয়েছি।' ৫৬টি শিল্পাঞ্চল থেকে এলাকায় প্রতিদিন ৫ হাজার পণ্যবাহী ট্রাক ঢোকে। কিন্তু রবিবার সেই সরবরাহ ব্যবস্থাও মার খেয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।







জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডিয়া'র সমাবেশের কিছু মুহূর্ত।

'ইন্ডিয়া' জোটের সভা ফ্লপ বলে কটাক্ষ

শিখ-ক্ষত উসকে পালটা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল আগেই। রবিবার রামলীলায় বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের এসআইআর, ভোট চুরি এবং জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী মহাসমাবেশের জবাবে সেই সুরে জোরকদমে প্রচারও শুরু করে দিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা সকলেই একসুরে শিখ বিরোধী হিংসার ক্ষত নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেছেন। তোপ দেগেছেন শনিবার নকল সংসদ বসিয়ে সিইসি-র প্রকাশ্য অপসারণ পর্ব নিয়েও। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে অরাজকতা তৈরির অভিযোগও তোলা হয়েছে আবারও। পাশাপাশি রামলীলার সমাবেশের ঠিক আগে দিল্লির হরিনগরে বিজেপির তরফে ১৯৮৪-র হিসাব দো শীর্ষক একটি প্রতিবাদ মিছিলেরও আয়োজন করা হয়। তাতে শামিল হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

এতদিন থাকতে কেন ১ নভেম্বর দিনটিকে রামলীলার সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সেই কথা বোঝাতে অমিত শা এদিন বলেন, রাহুল গান্ধি ইচ্ছাকৃতভাবেই ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসার দিনটিকে বেছে নিয়েছেন। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধি বলেছিলেন, বড় গাছ পড়লে মাটি কাঁপবেই। আজ তাঁর ছেলে দিল্লিতে ঠিক একইদিনে একটি বড় সভার আয়োজন করেছেন। রাহুল গান্ধির রামলীলার জলসা শিখ বিরোধী হিংসাপীড়িতদের ক্ষতে নুনের ছিটেই শুধু দেবে। তাঁর কটাক্ষ, রাহুল গান্ধি হয়তো আজকের দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন না। সেটা সেইসময় তাঁর বয়স এবং ইতিহাসের প্রতি তাঁর ঝোঁক কম বলে। বারবার সভার দিনবদলের আর্জি জানানো সত্ত্বেও কংগ্রেস এই দিনে সভা করার ব্যাপারে অনড় ছিল। শিখদের আবেগের কথা মাথায় রেখে ১, ২, ৩ নভেম্বর দিনটিকে সভার জন্য বাদ দিতে বলা হয়েছিল। হাজার হাজার শিখকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেককে তাঁদের ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। শিশুরা অনাথ হয়েছিল। মহিলারা বিধবা হয়েছিলেন। এই দেশ আর পঞ্জাব সেই হিংসার কথা কোনওদিনও ভুলবে না। রাহুলের ভালোবাসার দোকান মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন শা। পাশাপাশি দিল্লির ব্যবসায়ীদের অসুবিধার প্রসঙ্গ নিয়েও আক্রমণ করেন তিনি। কংগ্রেসের নির্বাচনি ব্যর্থতা নিয়ে এদিনও খোঁচা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সিইসির পাবলিক অপসারণ প্রসঙ্গে তাঁর বিদ্রুপ, 'আপনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চান তাহলে নকল সংসদে সারাজীবন প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন। আপনার নম্বর কোনওদিনই আসবে না।'

অপরদিকে হরিয়ানার রোহতকে নীতিন নবীন বলেন, শিখ ভাইদের প্রতি অত্যাচারের জন্য কংগ্রেস কখনও ক্ষমা চায়নি। তার বদলে তারা প্রতিবাদ সমাবেশ করছে। বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে রামলীলার সভাকে ফ্লপ বলে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ১০ লক্ষের সমাবেশ হবে বলে প্রচার করে ২৮ হাজার কুর্সি ভরাতে পারেনি কংগ্রেস। সেইসঙ্গে মোদির বিরুদ্ধে আক্রমণের জবাবে তাঁর তোপ, 'নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না। অমিত শা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারতেন না। যাঁরা যুবরাজ হন, মোগল সম্রাটের সন্তান হন, তাঁরা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন। রাহুল গান্ধিজি ভারত আপনার আব্বুজানের নয়। ভারত ভারতীয়দের। এখানে চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। এটাই আপনার সহ্য হচ্ছে না।'



লোকতন্ত্র বাঁচাও... রবিবার ফরিদাবাদে ধর্মেন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে বিজেপির মিছিল।

২ ইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর

লখনউ, ১ নভেম্বর : পিলিভিট বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় অনিয়মের জেরে ২ জন ইআরও-কে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের সিইও-কে। মায়াঙ্ক গোস্বামী এবং হেমন্ত চৌধরী নামে ওই দুই ইআরও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, ৩১ মে থেকে ২৯ অগাস্টের মধ্যে ১৩৭৭৯টি ফর্ম-৮ অনলাইনে জমা পড়লেও সেগুলির হার্ডকপি বা সমর্থনের কোনও নথি দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে না। কংগ্রেস ও সপা ওই অভিযোগ তোলার পরই নড়েচড়ে বসে কমিশন। সিইও নভদীপ রিনওয়াকে অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য ফর্ম-৮ জমা দিতে হয়।

কংগ্রেস এবং সপার তরফে গত মাসেই এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। এবার সেই অনিয়মের অভিযোগ মেনে নিল কমিশন। কমিশনের অনুমতি ছাড়া তাঁদের আর এই সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করার যাবে না বলেও সিইও-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অস্তিত্ব সংকটে পদ্ম-বন্ধু

শিলং, ১ নভেম্বর : একদা বিজেপি এবং এনপিপি-র বন্ধু দল হিসেবে মেঘালয়ের এনডিএ সরকারে শামিল হয়েছিল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)। কিন্তু গত তিন বছরে ইউডিপির ১২ জন বিধায়কের মধ্যে ১১ জনই ভিন দলে শামিল হয়েছেন। ৮ জন গিয়েছেন বিজেপিতে। বাকি তিনজন গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার এনপিপি-তে। এই পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে কিংমেকার হিসেবেও সুনাম কুড়োনো ইউডিপি। পরিস্থিতি এমনই যে দলের একমাত্র বিধায়ক তথা সভাপতি মেতবাহ লিংডো শনিবার মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভায় যেখানে তাঁদের একজন মাত্র বিধায়ক রয়েছেন, সেখানে তাঁর মন্ত্রী পদে থাকা মানায় না। মেঘালয় বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার লিংডোর ইউডিপি ২০২৩ সালের নির্বাচনে খাসি জয়ন্তিয়া অঞ্চলে একক বৃহত্তম দল হয়েছিল।

হানি সিংয়ের ভাইপোর মৃত্যু

জলন্ধর, ১ নভেম্বর : পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল জনপ্রিয় গায়ক হানি সিংয়ের ভাইপো বিদিত ওলাকের। প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর বন্ধু আরব তলোয়ার। গাড়িতে থাকা বাকি তিনজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। রবিবার ভোররাতে পঞ্জাবের জলন্ধরের একটি উড়ালপুলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভাইপোর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন হানি সিং। সমাজমাধ্যমে শোকবার্তায় তিনি লিখেছেন, 'এটা আমার কাছে একটা অন্ধকার দশক। ভাইপোকে হারানো অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা।' বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি থেকে ফিরছিলেন বিদিত ও তাঁর বন্ধুরা। বিএমসি চক থেকে বিএসএফ চকের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় উড়ালপুলে পুরসভার দাঁড় করানো বর্জ্য পরিষ্কারের একটি ট্র্যাক্টরে ধাক্কা মারে গাড়িটি।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১ নভেম্বর : ন্যূনতম মাসিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০,০০০ টাকা (প্রায় ২৩,০০০ ভারতীয় টাকা) করার দাবিতে রবিবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও গাজিপুর এলাকা। বিক্ষোভকারী পোশাক শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়ক অবরোধ করে এবং গাজিপুরে একটি পুলিশ পিকেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। চন্দ্রা পল্লী-বিদ্যুৎ এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান ও ট্রপিক্যাল পোশাক কারখানার পাটের গোডাউনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। মোতায়েন করা হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পাঁচ প্লাটুন জওয়ানকেও।

আন্দোলনের জেরে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের প্রায় ৩০০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিক্ষোভের জেরে ঢাকার মিরপুরে মেট্রো স্টেশনের গেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচ বাড়লেও তাঁদের বর্তমান ন্যূনতম মাসিক বেতন (১২,৫০০ টাকা) দিয়ে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী মাসেই বর্তমান মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবার জরুরি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ঢাকার সচিবালয়ে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন, সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস প্রমুখ। পোশাক শ্রমিকদের অসন্তোষ ও শিল্পাঞ্চলে অচলাবস্থা কাটাতে এদিনই একটি নতুন মজুরি কাঠামো কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল নতুন ওয়েজ বোর্ড গঠন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজই সেই বোর্ড গঠন করা হয়েছে।' বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে সিনিয়ার জেলা ও দায়রা বিচারক শেখ আশফাকুর রহমানকে।

- ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০,০০০ টাকা করার দাবি
- গাজিপুরে পুলিশ পিকেট, পিকআপ ভ্যান, কারখানার গুদামে আগুন
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার পুলিশের
- মোতায়েন বিজিবি
- আশুলিয়ার ৩০০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা



পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শ্রমিকদের। রবিবার ঢাকায়।

১০ মিনিটেই ধ্বংস হবে ইরান : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর : '১০ মিনিটেই ধ্বংস করে দিতে পারি ইরানের বাকি পরমাণু পরিকাঠামো।' শনিবার ফ্লোরিডার বাসভবন থেকে তেহরানকে ঠিক এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। তার ঠিক আগেই ট্রাম্পের রণংদেহি মেজাজ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার পারদ ফের চড়াল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প জানান, ইতিমধ্যে আমেরিকার হামলায় ইরানের বেশিরভাগ পরমাণুকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। 'পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন'-এর মতো আর যে এক-দুটি পরিকাঠামো অবশিষ্ট আছে, তা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ওয়াশিংটন। এই সপ্তাহেই কোনও হামলা হবে কি? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নকে 'বোকা বোকা' আখ্যা দিয়ে জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন হুঁশিয়ারির সামনে মাথা নোয়াতে নারাজ তেহরান। ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ হামলায় সুপ্রিম লিডার আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র মোজতবা খামেনেই। দায়িত্ব নেওয়ার পর শীর্ষ সামরিক কর্তাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠকেই মোজতবা স্পষ্ট জানিয়েছেন, যে কোনও মার্কিন হুমকির তাৎক্ষণিক ও কড়া জবাব দেওয়া হবে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যাবতীয় সম্পত্তিকে নিশানা করে অবিলম্বে ইরানের 'টার্গেট লিস্ট' আপডেট করারও নির্দেশ দিয়েছেন নয়া সুপ্রিম লিডার।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামাতে গত ১৭ জুন ট্রাম্প ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে একটি ১৪ দফার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু জুলাই মাসেই সেই চুক্তি ভেস্তে যায়। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তুলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের পরেই ইরানের বিরুদ্ধে ফের 'সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র' সামরিক অভিযানের জন্য উপসাগরীয় দেশগুলিকে সতর্ক করেছে ওয়াশিংটন।

বিধায়কের পদত্যাগ

চণ্ডীগড়, ১ নভেম্বর : প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হতেই অসন্তোষের বাতাবরণ পঞ্জাবের শাসক আপের অন্দরে। সানাউরের বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরা এবং সামানার বিধায়ক চেতন সিং জৌরামাজরা রবিবার বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে পাঠানমাজরার বিরোধ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। অপরদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী জৌরামাজরার পদত্যাগের নেপথ্যে রয়েছে প্রাক্তন অকালি নেতা সুরজিৎ সিং রাখরার আপে যোগদান এবং তাঁকে সামানায় দলের দায়িত্বে আনার সিদ্ধান্ত। ওই ঘটনার পর থেকেই অসন্তুষ্ট জৌরামাজরা।

ঝটিতি সফর

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর শোনাল মোদি সরকার। দিল্লি থেকে আগ্রা এবার থেকে ঝটিতিতে চলে যাওয়া যাবে। কারণ, উত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন একটি বুলেট ট্রেন করিডর তৈরিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে। যাতে দিল্লি থেকে আগ্রা যেতে সময় লাগবে মাত্র ৫৯ মিনিট। এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। এই দ্রুতগতির রেললাইন চালু হলে উত্তর ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাতে আমূল বদল আসবে। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, দিল্লি থেকে আগ্রা পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র ৫৯ মিনিট।

দিল্লি থেকে কানপুর যেতে লাগবে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। রাজধানী থেকে লখনউ পৌঁছানো যাবে ২ ঘণ্টা ১২ মিনিটে। আবার লখনউ থেকে বারাণসী যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট। দিল্লি থেকে বারাণসীর দূরত্ব পেরোতে লাগবে মাত্র ৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। শনিবার বারাণসী থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত বন্দে ভারত স্লিপার সার্ভিসের সূচনা করে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দিনে এই প্রস্তাবিত করিডরটি দিল্লি, আগ্রা, কানপুর, লখনউ, অযোধ্যা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ এবং পাটনাকে জুড়বে। পরবর্তীতে সেটি শিলিগুড়ি এবং গুয়াহাটি পর্যন্ত বাড়ানো হবে।



সাদা চাদরে ঢাকা... রবিবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে।

৪ বাঙালি সহ ছয় ভারতীয় নিখোঁজ

কাঠমান্ডু, ১ নভেম্বর : নেপালের দোলপা জেলায় ভারী তুষারপাতের জেরে আটকে পড়েছেন অন্তত দুই মহিলা সহ ছয় জন ভারতীয় পর্যটক। তাঁদের মধ্যে ৪ জন বাঙালি। নেপালের সবচেয়ে গভীর হ্রদ 'শে-ফোকসুন্ডো' এলাকায় ট্রেকিংয়ে গিয়ে শনিবার বিকেল থেকে ওই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আটকে রয়েছেন তাঁরা। রবিবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের সম্ভাব্য অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে অভিযানে নেমেছে নেপাল সেনা।

দোলপা জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আটকে পড়া পর্যটকদের নাম মৌমিতা হালদার, পিয়ালী কোলে, জাজলা ত্রিবেদী কুমার, আদিত্য সিং, দীপলিনা বিশ্বাস এবং রাজেশ দে। পর্যটকরা শে-ফোকসুন্ডো গ্রামীণ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের 'ধো' এলাকায় গিয়েছিলেন এবং ফেরার পথে নুমা লা ও বাগা লা পাস এলাকায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এলাকাটি এখন বরফে ঢেকে গিয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, পাহাড়ি পথের বিপদ সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দা ও নেপালি গাইড আগে থেকেই ওই পর্যটকদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু সেই সতর্কতাকে আমল না দিয়েই তাঁরা গাইডকে ছেড়ে হ্রদের দিকে এগিয়ে যান। ভারী তুষারপাতের জেরে শনিবার রাতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার আগেই গাইড দোলপার জেলা প্রশাসনকে খবর দিয়েছিলেন। দোলপার চিফ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার (সিডিও) জুনু ঢাকাল বলেন, 'পর্যটকদের নিখোঁজ বলা যাবে না, কারণ তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছি।'

যুদ্ধপ্রস্তুতিতে জোর বায়ুসেনা প্রধানের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : দায়িত্ব নেওয়ার পরেই দেশের সুরক্ষায় নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করলেন নতুন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে কোনও যুদ্ধের মোকাবিলায় সেনাকে সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় বায়ুসেনার ২৯তম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরের দিনই দিল্লিতে তিনি জানান, বর্তমান নিরাপত্তা ও যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বায়ুসেনার প্রতিটি স্কোয়াড্রন ও সেনাকে যে কোনও মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের কাজের রূপরেখা বোঝাতে তিনি 'ভিএওয়াইইউ' (বায়ু) শব্দবন্ধের মাধ্যমে সতর্কতা, আত্মনির্ভরতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা প্রযুক্তি এবং তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছেন।

বায়ুসেনা প্রধান জানান, তাঁর সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হল বাহিনীর অনুমোদিত যুদ্ধবিমানের স্কোয়াড্রনের সংখ্যাকে সঠিক স্তরে ফিরিয়ে আনা। ড্রোন, সাইবার স্পেস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং দূরপাল্লার নির্ভুল অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের চরিত্র ক্রমাগত বদলাচ্ছে। এই নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দেশীয় সেন্সর, প্ল্যাটফর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমরা ভারতীয় প্রযুক্তির সাহায্যেই লড়ব। আগামী এক দশকে ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী বায়ুসেনা নিজেকে ঢেলে সাজাবে, কিন্তু আমাদের সবসময় লড়াই করে জেতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সুবিধার লোভে বিকোচ্ছে প্রাইভেসি

আপনার গোপন কথার দাম কত?

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : ফাঁকা ঘরে বসে আপন মনে কিছু একটা বলছিলেন, হঠাৎ পকেট থেকে সিরি বা গুগলের মতো একটা যান্ত্রিক গলা উত্তর দিয়ে উঠল! চমকে গিয়ে ফোনটা হাতে নিলেন, কিন্তু বুঝতেই পারলেন না আপনার মোবাইলে ঘাপটি মেরে বসে থাকা কোন 'এআই' বা কৃত্রিম মেধা আপনার কথা শুনল। বাধ্য হয়ে মাইক্রোফোনের পারমিশন ঘাঁটতে গিয়ে দেখলেন, অজান্তেই আপনি ডজনখানেক অ্যাপকে আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শোনার লাইসেন্স দিয়ে রেখেছেন! পরিস্থিতিটা এখন ঠিক এমনই। আমরা এমন এক অদ্ভুত যুগে পা দিয়েছি, যেখানে নিজেদের দৈনন্দিন খাটুনি কমানোর লোভে আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত গোপনীয়তা নিলামে তুলে দিচ্ছি।

বিগত কয়েক মাসে 'গ্রক', 'মিউজ' বা 'চ্যাটজিপিটি'-র মতো একাধিক এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সহায়কের রমরমা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, মানুষ এদের ছাড়া এক পা-ও চলতে পারছে না। এ যেন এক চরম স্বয়ংক্রিয় ফাঁদ! এই স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্টগুলো যত বেশি আপনার সম্পর্কে জানবে, তত বেশি নিখুঁতভাবে আপনার কাজ করে দেবে। আপনার পছন্দ-অপছন্দ, ব্যাংকের হিসেব, ডাক্তার দেখানোর রুটিন, এমনকি আপনার গোপন ইচ্ছেগুলোও আজ এদের নখদর্পণে। আর এই সুবিধাগুলো পেতে গিয়ে আমরা এমন কিছু 'টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস'-এ না পড়েই সম্মতি দিয়ে দিচ্ছি, যার আসল মানে হয়তো আমরা নিজেরাও জানি না। 'সার্ভেল্যান্স ক্যাপিটালিজম'-এর কর্পোরেট দুনিয়া তো বরাবর এটাই চেয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম এতদিন আমাদের শুধু বাইরে থেকে নজর করত, আর এখন এআই আমাদের মনের ভেতরের খবরও জেনে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক এআই এখন আপনার গলার স্বর, কথা বলার ধরন এবং আবেগও বিশ্লেষণ করতে পারে। আপনি কখন অবসাদে ভুগছেন আর কখন আনন্দিত, সেটা আপনার পরিবারের আগে আপনার পকেটে থাকা এআই বুঝে যায়। আপনাকে দিয়ে কখন কোন জিনিসটা কেনানো যাবে বা আপনাকে মানসিকভাবে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তার নিখুঁত ছক কষতে এই তথ্যের জুড়ি মেলা ভার।



প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, একবার কোনও এআই আপনার জীবনের সমস্ত নাড়িনক্ষত্র জেনে নিলে, তাকে ছেড়ে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়াটা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষ গুগল বা অ্যাপলের চেনা গণ্ডি ছেড়ে এই নতুন কৃত্রিম মেধাগুলোর হাতে নিজেদের ডিজিটাল জীবনের রিমোট কন্ট্রোল তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু একবার ভাবুন তো, যদি একটা বড়সড়ো সাইবার হামলা বা হ্যাকিং হয়? আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের এই এআই ডেটাবেস যদি হ্যাকারদের হাতে পড়ে, তবে কী হবে? চুরি যাওয়া ক্রেডিট কার্ডের পিন বা পাসওয়ার্ড তো বদলে ফেলা যায়, কিন্তু এআই-এর কাছে জমানো আপনার জীবনের গোপন অতীত, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে বলা দুর্বলতাগুলো তো আর মুছে ফেলা সম্ভব নয়! ডিপফেক বা ভয়েস ক্লোনিংয়ের এই যুগে আপনার গলার স্বর এবং ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের হাতে পড়লে তা দিয়ে কীরকম মারাত্মক অপরাধ হতে পারে, তা ভেবেই শিউরে উঠছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। এ যেন আপনার গোটা জীবনটাই হ্যাক হয়ে যাওয়া।

এই বিপদের কথা জেনেও কিন্তু এআই-এর মোহ কাটানো কঠিন। কারণ, যে কাজ করতে আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগত, এখন এআইয়ের দৌলতে তা একলহমায় হয়ে যাচ্ছে। অকল্পনীয় গতি আর সুবিধার কাছে গোপনীয়তা এখন গৌণ। তবে দিনের শেষে প্রশ্ন একটাই— নিজের গোটা জীবনের তথ্য কার হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যায়?

যন্ত্রের চেয়ে তোমার মস্তিষ্ক কেন এগিয়ে?

এআই হোক তোমার স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট



নীহারিকা সরকার
সমাজতত্ত্ববিদ



আজকের স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের যুগে তোমাদের প্রজন্মের অনেকের মনেই এই ভাবনাটা আসা খুব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দ্যাখো তো! স্কুলে ভাষা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি শুধুই কোনওমতে একটা রচনা লিখে ফেলা বা পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া? একেবারেই নয়। পড়া, লেখা, কথা বলা এবং ব্যাকরণের চর্চার মধ্যে দিয়ে তোমরা আসলে শেখো কীভাবে একটা ধারণাকে বুঝতে হয় এবং সেটাকে স্পষ্টভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে হয়।

বাড়িতে পড়ার টেবিলে বসে খাতা-পেন নিয়ে যখন তোমরা প্রবন্ধ লিখতে বা কোনও বড় প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে যাও, তখন কি কখনও মনে হয়— যে কাজটা চ্যাটবটের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মাত্র কয়েক সেকেন্ডে করে দিতে পারে, সেটার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজে কেন খাটব? প্রশ্নটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক। আজকের স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের যুগে তোমাদের প্রজন্মের অনেকের মনেই এই ভাবনাটা আসা খুব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দ্যাখো তো! স্কুলে ভাষা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি শুধুই কোনওমতে একটা রচনা লিখে ফেলা বা পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া? একেবারেই নয়। পড়া, লেখা, কথা বলা এবং ব্যাকরণের চর্চার মধ্যে দিয়ে তোমরা আসলে শেখো কীভাবে একটা ধারণাকে বুঝতে হয় এবং সেটাকে স্পষ্টভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঠিক এই চোখেই দেখা উচিত। এই প্রযুক্তি তোমার বাড়ির কাজ করে দিল কি না, শুধু সেই দিকে না তাকিয়ে, বরং ভাবো এটি তোমাকে নতুন কিছু শিখতে কীভাবে সাহায্য করতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয়, শেখার জন্য এক ধরনের 'উৎপাদনশীল লড়াইয়ের' প্রয়োজন। সবকিছু যদি খুব সহজে হাতের মুঠোয় চলে আসে, তবে মস্তিষ্ক অলস হয়ে পড়ে। এআই-কে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তা সরাসরি উত্তর না দিয়ে তোমার ভাবনার লড়াইয়ে সাহায্য করে। ঠিক যেমন সাঁতার শেখার সময় প্রথম দিনেই কেউ গভীর জলে নেমে পড়ে না, বরং অল্প জলে ভাসতে শেখে, এআই-ও সেই ভাসতে সাহায্য করার একটা দারুণ উপায়।

ধরো, কোনও একটা বড় গল্পের বই পড়ার কথা বলা হল। একটা গোটা বইয়ের বা গল্পের সংক্ষিপ্তসার এআই খুব সহজেই তোমাদের দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জটা শুরু হয় এরপরেই। সেই সংক্ষিপ্তসার পড়ার পর তুমি যখন আবার মূল গল্পটা পড়বে, তখন তুমি একজন গোয়েন্দার মতো কাজ করবে। তুমি হয়তো খেয়াল করবে এমন কোনও বাক্য যা গল্পের সঙ্গে ঠিক মানানসই নয়। তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাববে কেন হঠাৎ একটা চরিত্র তার মত বদলে ফেলল, অথবা বুঝতে পারবে যে, এআই-এর তৈরি লেখায় গল্পের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশই বাদ পড়ে গিয়েছে! যে নিজে মন দিয়ে বইটা পড়ে বুঝবে, সে মূল গল্পের সঙ্গে এআই-এর দেওয়া তথ্যের তুলনা করে বিচার করতে পারবে যে সেটা কতটা সঠিক।

একইভাবে, লেখার ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা গড়ে তুলতেও এই প্রযুক্তি দারুণ কাজে আসতে পারে। এআই তোমাকে যে কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে, চিন্তাভাবনাগুলোকে সাজাতে এবং লেখার খসড়া উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। এটি হয়তো নতুন কোনও প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে বা বিষয়টা দেখার একটা ভিন্ন দিক দেখাতে পারে। কিন্তু দিনশেষে লেখাটিতে তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বিচার এবং বাস্তব পরিস্থিতি যোগ করার দায়িত্ব পুরোপুরি তোমার। কী গুরুত্বপূর্ণ, কোন কথার সঙ্গে কোন কথার মিল আছে এবং যিনি পড়বেন তিনি কী ভাববেন, সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। এভাবেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তোমার লেখালেখির প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু লেখার পিছনের আসল আইডিয়া বা চিন্তাটা জন্ম নেয় তোমার নিজের মাথাতেই।

আবার স্কুলের প্রেজেন্টেশন বা বিতর্ক সভার কথায় আসা যাক। এআই হয়তো তোমাকে বেশ কিছু দরকারি পয়েন্ট, সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং কথা বলার একটা পরিষ্কার ক্রম সাজিয়ে দিল। কিন্তু যখন তোমার হাতে কোনও স্ক্রিপ্ট থাকবে না, তখন আসল পরীক্ষাটা শুরু হবে। বাস্তবে যখন কারও সঙ্গে কথা বলা হয় বা স্টেজে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হয়, তখন পরিস্থিতি যে কোনও দিকে মোড় নিতে পারে। বিচারক বা শিক্ষকরা যখন হঠাৎ করে একটা নতুন প্রশ্ন করে বসেন, তখন তোমাকে মন দিয়ে শুনতে হয়, প্রশ্নটা বুঝতে হয় এবং নিজের ভাষায় তার উত্তর দিতে হয়। এই জন্যই তোমাদের জনসমক্ষে কথা বলার অভ্যাস থাকা খুব জরুরি। এটি তোমাদের একটা আইডিয়া সাজানোর, জোরে বলার, অন্যের কথা শোনার এবং মুখস্থ করা স্ক্রিপ্টের ওপর নির্ভর না করে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে উত্তর দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও এআইয়ের টুলগুলো একটা ভুল বাক্য শুধরে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে কেন এই পরিবর্তনটা করা হল। তোমরা সেই নির্দেশিকা থেকে বুঝতে পারো কোথায় কোন শব্দটা বেশি মানানসই। যখন তোমরা নিয়মটা বুঝে যাও, তখন আর অন্ধের মতো এআইয়ের পরামর্শ মেনে নাও না, বরং সেটা নিয়ে বিচার করতে শেখো। নিয়মিত অনুশীলনের ফলে তোমরা নিজেরাই সেই নিয়মগুলো ব্যবহার করতে শুরু করো। ভারতের মতো দেশে এই গোটা বিষয়টার একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। আমাদের দেশে প্রচুর ভাষা রয়েছে এবং এখানে মাতৃভাষায় পড়াশোনা ও বহুভাষিক শিক্ষাকে গভীরভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তোমরা অনেকেই প্রতিদিন একাধিক ভাষার মধ্যে ঘোরাফেরা করো। তোমরা হয়তো একটা আইডিয়া নিজেদের মাতৃভাষায় ভাবো, মনের মধ্যে সেটাকে বিচার করো এবং তারপর অন্য একটা ভাষায় প্রকাশ করো। এর জন্য প্রচুর ধৈর্য, চিন্তা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক এই অনুশীলনের জায়গাটিতেই সাহায্য করতে পারে। যখন তোমরা নিজেদের মনের মতো শব্দ খুঁজে পাও এবং বাস্তব জীবনে কথা বলার সময় সেগুলো নির্ভয়ে ব্যবহার করো, তখন তোমাদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। তাহলে ভেবে দ্যাখো, যখন এআই নিজে থেকে লিখতে পারে, সংক্ষিপ্ত করতে পারে এবং ভুল শুধরে দিতে পারে, তখন তোমাদের জন্য আর কী পড়ে রইল? এর উত্তরটা কিন্তু খুব সহজ। এটা তোমার এবং প্রযুক্তির মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু কাজটাকে কিছুটা সহজ করতে পারে, কিন্তু আসল কাজটা তোমাকেই করতে হয়। তুমি বুঝতে শেখো, বিচার করতে শেখো, কল্পনা করতে শেখো এবং নিজের অনুভূতিকে সবার সামনে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে শেখো। প্রযুক্তি আসবে আর যাবে, কিন্তু তোমার নিজস্ব চিন্তাশক্তির এই জোর চিরকাল তোমারই থাকবে।

পরিবেশ, সম্পদ ও সংরক্ষণ



শুভ্রা ব্যানার্জি, *শিক্ষক*
বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
কলকাতা

● **ভারতের একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা হ্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লেখো।**

উত্তর : চোরাশিকারিদের দ্বারা গন্ডারের শৃঙ্গ কেটে নেওয়া /এদের বাসস্থান বা তৃণভূমির ধ্বংসসাধন /প্রজনন সঙ্গীর অভাব।

● **সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের কী পরিবেশগত সমস্যা হতে পারে?**

উত্তর : সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ নীচু এলাকা প্লাবিত হয়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান ধ্বংস হতে পারে, পাশাপাশি মিষ্টি জলের উৎসে নোনা জল ঢুকে পড়তে পারে, জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি হতে পারে।

● **SPM-এর একটি উৎসের নাম লেখো।**

উত্তর : কলকারখানা বা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া/মোটর গাড়ির ধোঁয়া (ছাই, ঝুলকালি ইত্যাদি)/আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত/তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

● **বায়ুদূষক একটি গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো।**

উত্তর : কার্বন ডাইঅক্সাইড /মিথেন /ক্লোরোফ্লুরো কার্বন/ নাইট্রাস অক্সাইড

● **মাটিতে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন মিশলে কী সমস্যা হতে পারে?**

উত্তর : মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায় এবং মাটির উপকারী ব্যাকটিরিয়া ও অণুজীব মারা যায় যা পরবর্তীতে জীববিবর্ধন ঘটাতে পারে।

● **জীববিবর্ধন কী?**

উত্তর : খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে (বিষাক্ত কৃষিজ রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুয়ে জলাশয়ের জলের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে) ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও অভঙ্গুর দূষক পদার্থ (যেমন- DDT) ট্রফিক স্তর বরাবর ক্রমশ উচ্চতর পুষ্টিস্তরের জীবে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘনত্বের ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে জীববিবর্ধন বলে। এর ফলে প্রতিটি খাদ্য স্তরে অভঙ্গুর দূষক পদার্থের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

● **হৃৎপিণ্ডের ওপর শব্দ দূষণের একটি প্রভাব লেখো।**

উত্তর : রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃৎস্পন্দনের গতি বা হার বেড়ে যায় (Tachycardia)।

● **ফুসফুসের ওপর অ্যাজমার প্রভাব কী?**

উত্তর : ফুসফুসের শ্বাসনালী বা ব্রঙ্কিওলগুলি সংকুচিত হয়ে পড়ে /কর্মক্ষমতা কমে যায় / শ্বাসকষ্ট দেখা যায় /শ্বাসনালী থেকে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়।

● **জীববৈচিত্র্যের একটি গুরুত্ব লেখো।**

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা, মানুষের জন্য বিভিন্ন খাদ্য ও জীবনদায়ী ওষুধের উৎস সরবরাহ করা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা।

● **সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত একটি বিপন্ন প্রাণীর নাম লেখো।**

উত্তর : রেড পান্ডা

● **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর : বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখা।

● **ওড়িশার একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : সিমলিপাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

● **অভয়ারণ্যের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো।**

উত্তর : এটি একটি ইন সিটু (In-situ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে কোনও নির্দিষ্ট বন্যপ্রাণী প্রজাতি নির্বিঘ্নে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে, এই বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী ধরা বা হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

● **JFM-এ সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি কারণ লেখো।**

উত্তর : স্থানীয় মানুষকে অরণ্য সংরক্ষণের অংশীদার করে বন ধ্বংস রোধ করা এবং তাঁদের সহযোগিতায় বনের সম্পদকে পশুচারণ ও চোরাশিকারিদের হাত থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করা।

● **পশ্চিমবঙ্গের কোথায় JFM প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল?**

উত্তর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবারি অরণ্যে (১৯৭১ সালে প্রথম সূত্রপাত)

● **PBR কী?**

উত্তর : PBR-এর পূর্ণরূপ হল People's Biodiversity Register (পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার)। এটি হল এমন একটি নথি যেখানে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে কোনও স্থানীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য এবং তাদের ব্যবহার এবং তাদের সম্বন্ধে ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত বিশ্বাস সংক্রান্ত তথ্য মজুত করা থাকে।

● **কাঞ্চনজঙ্ঘা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে কোন বিপন্ন স্তন্যপায়ী সংরক্ষণ করা হয়?**

উত্তর : এটি ভারতের সিকিমে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং এটি ইউনেসকো (UNESCO) দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃত যেখানে রেড পান্ডা সংরক্ষণ করা হয়।

● **ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য একটি সংরক্ষণ প্রচেষ্টা উল্লেখ করো।**

উত্তর : সরকারি উদ্যোগে গৃহীত 'প্রোজেক্ট টাইগার' বা ব্যাঘ্র-প্রকল্প যার মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পুরুষ ও স্ত্রী বাঘের সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়।

● **একটি এক্স সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : কৃত্রিম পরিবেশে জীবের প্রধান সংরক্ষণাগার হল চিড়িয়াখানা /বোটানিকাল গার্ডেন/ ক্রায়োসংরক্ষণ।

● **পূর্ব হিমালয় হটস্পটের অন্তর্গত ভারতের একটি রাজ্যের নাম লেখো।**

উত্তর : ভারতের অন্যতম একটি হটস্পট উত্তর-পূর্ব রাজ্য হল সিকিম।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান



মহাকর্ষ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর



পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয় সিমেস্টারের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত Unit-6'এর 'মহাকর্ষ' অধ্যায় নিয়ে আজ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। প্রতিটি টপিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে।

1. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি লেখো।

উ : মহাবিশ্বের যে কোনও দুটি বস্তুকণা তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

2. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কী?

উ : দুটি একক ভরের বস্তুকণা একক দূরত্বের ব্যবধানে থেকে পরস্পরকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাকে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে।

3. SI পদ্ধতিতে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের একক সহ মান লেখো।

উ : SI পদ্ধতিতে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান হল 6.67×10^{-11} N m^2/kg^2 ।

4. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা সংকেত লেখো।

উ : মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা সংকেত হল $[M^{-1}L^3T^{-2}]$।

একাদশ শ্রেণি
পদার্থবিদ্যা
দ্বিতীয় সিমেস্টার

5. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G) ও অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)- এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

উ : ধরি, ভূপৃষ্ঠে একটি বস্তুর ভর m,পৃথিবীর ভর M ও পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R।

মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে বস্তু ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বল, $F=GMm/R^2$

m ভরের বস্তুটির ওজন= mg

এক্ষেত্রে $mg=GMm/R^2$

বা, $g=GM/R^2$

এই সমীকরণটি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক 'G' ও অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' -এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

6. ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের 64% হবে? পৃথিবীর ব্যাসার্ধ=6400 km।

উ : ধরি, ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের 64% হবে।

ভবিষ্যতে যারা Astrophysics নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক তারা এই অধ্যায়টি খুব ভালোভাবে পড়বে।



ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ g ও ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ g' হলে,

$g'/g = R^2/(R+h)^2$

বা, $64/100 = R^2/(R+h)^2$

বা, $(8/10)^2 = R^2/(R+h)^2$

বা, $8/10 = R/(R+h)$

বা, $4/5 = R/(R+h)$

বা, $4R + 4h = 5R$

বা, $4h = R$

বা, $h= R/4$

বা, $h= 6400/4$

বা, $h= 1600$ km

সুতরাং, ভূপৃষ্ঠ থেকে 1600 km উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের 64% হবে।

7. ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূপৃষ্ঠ থেকে x গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের সমান হলে (h ও x উভয়ই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট) h ও x কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?

উ : ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ,

$g'=g(1-2h/R)$

ভূপৃষ্ঠ থেকে x গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ,

$g''=g(1-x/R)$

প্রশ্নানুসারে, $g' = g''$

বা, $1-2h/R = 1-x/R$

বা, $2h/R = x/R$

বা, $x = 2h$

বিষয় পরিচিতি : বায়োইনফরমেটিক্স



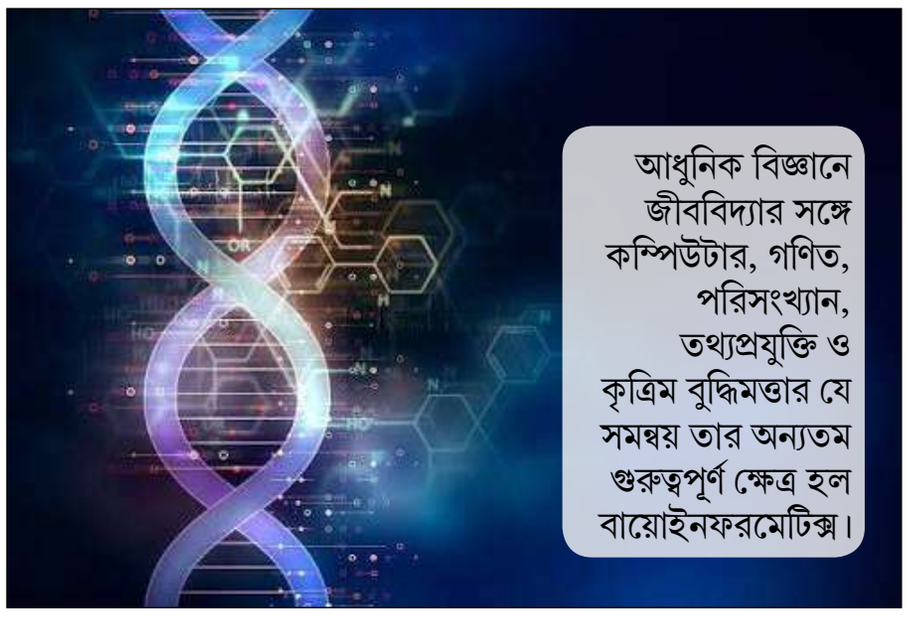
ডঃ সুবর্ণা ঠাকুর
সহকারী অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বায়োইনফরমেটিক্স কী?

জীববিজ্ঞান কি শুধু ল্যাবরেটরি, মাইক্রোস্কোপ আর বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ? একেবারেই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে কম্পিউটার, গণিত, পরিসংখ্যান, তথ্য প্রযুক্তির ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে সমন্বয়ে গঠিত তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল বায়োইনফরমেটিক্স। সহজ ভাষায়, জীববিজ্ঞানের বিপুল তথ্যকে কম্পিউটারের সাহায্যে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং তার অর্থ খুঁজে বের করার বিজ্ঞানই বায়োইনফরমেটিক্স। আমাদের ডিএনএ- তবে কোটি কোটি অক্ষরের মতো তথ্য রয়েছে। কোন জিন কী কাজ করে, কোন জিনের পরিবর্তনের সঙ্গে রোগের সম্পর্ক রয়েছে, কিংবা কোন প্রোটিনকে লক্ষ্য করে নতুন ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বায়োইনফরমেটিক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোথায় কাজে লাগে?

হাসপাতাল, ওষুধের ল্যাব, কৃষি গবেষণা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই এখন বায়োইনফরমেটিক্সের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। ক্যানসার, ডায়াবিটিস, কোভিড-' ১৯ এর মতো সংক্রামক রোগ কিংবা বংশগত রোগের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা ডিএনএ-এর নিউক্লিওটাইড ক্রম বিশ্লেষণ করে কোন জিনে সমস্যা হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। এখন তুলনামূলক কম খরচে এবং অল্প সময়ে ডিএনএ-এর ক্রম নির্ণয় করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ জৈবিক তথ্য তৈরি হচ্ছে। সেই তথ্য সামলাতে এবং বিশ্লেষণ করতে কম্পিউটারের সাহায্য অপরিহার্য। এই বিশ্লেষণের ফলেই একজন রোগীর জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বেছে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে, যাতে ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমে। নতুন ওষুধ খুঁজতে আগে ল্যাবে বছরের পর বছর লেগে যেত। এখন কম্পিউটারে হাজার হাজার অণু পরীক্ষা করে দেখা যায় কোনটা রোগের প্রোটিনের সঙ্গে ঠিকঠাক আটকাবে। বাছাই করা অল্প কয়েকটা অণু নিয়ে তারপর ল্যাবে কাজ শুরু হয়। এতে সময় আর খরচ দুটোই বাঁচে।



উদ্ভিদ গবেষণা ও ফসলের উন্নত প্রজননেও বায়োইনফরমেটিক্সের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গাছের জিন, জিনোম ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ প্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল এবং খরা, লবণাক্ততা বা অতিরিক্ত তাপ সহনশীল উন্নতজাতের ফসল উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে।

এই সব কাজের গতি গত কয়েক বছরে অনেক বেড়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আর মেশিন লার্নিংয়ের (এমএল) কল্যাণে। মেশিন লার্নিংয়ে কম্পিউটারকে হাজার হাজার উদাহরণ দেখিয়ে শেখানো হয়, তারপর সে নিজেই নতুন তথ্যের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে নেয়। এভাবে রক্ত বা টিস্যুর তথ্য থেকে রোগের আগাম চিহ্ন (বায়োমার্কার) ধরা যায়, চিকিৎসার ফল কেমন হতে পারে তার আন্দাজ পাওয়া যায়, আর জিনের কোন পরিবর্তন ক্ষতিকর, কোনটা নিরীহ, তা আলাদা করা যায়। প্রোটিনের গঠন বের করতে একসময় কয়েক বছর লাগত। আলফাফোল্ড নামের একটি এআই প্রোগ্রাম এখন কয়েক মিনিটে সেই গঠন অনুমান করতে পারে, আর এই কাজের জন্য ২০২৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। নতুন ওষুধ কোন প্রোটিনকে লক্ষ্য করবে, তা খুঁজে বের করতেও এআই-এর ব্যবহার দিন-দিন বাড়ছে।

কারা পড়বে বায়োইনফরমেটিক্স?

যে সকল ছাত্রছাত্রী জীববিজ্ঞান ভালোবাসে এবং একই সঙ্গে কম্পিউটার, গণিত ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী, তাদের জন্য বায়োইনফরমেটিক্স আকর্ষণীয় বিষয় হতে পারে। দ্বাদশ শ্রেণির পরেই সরাসরি স্নাতক স্তরে বায়োইনফরমেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা যায়। আবার বায়োটেকনলজি, অণুজীববিদ্যা, জৈব রসায়ন, বংশগতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে স্নাতক হওয়ার পরেও বায়োইনফরমেটিক্স বা কম্পিউটেশনাল বায়োলজিতে এমএসসি কিংবা এমটেক করার পথ খোলা থাকে। ভারতে পণ্ডিচেরি ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ হায়দ্রাবাদ, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি, মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন এবং বেঙ্গালুরুর আইবিএবি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বায়োইনফরমেটিক্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। পাশ করার পর বায়োইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানী, কম্পিউটেশনাল বায়োলজিস্ট, জিনোমিক্স অ্যানালিস্ট, ওষুধ আবিষ্কার গবেষক বা ডেটা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারে।

ছোট্ট তারা



ইসলামপুর মিডল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া দেবজিৎ সাহা ইসলামপুর লোকনাথ কলোনির বাসিন্দা। আবৃত্তি ও গান করে প্রশংসা পেয়েছে সে।



দীপাবলির আগে ঘর সাজানোর রঙিন পসরায় নজর। রবিবার বিধান মার্কেটে সূত্রধরের তোলা ছবি।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

হাসপাতালে ঢুকে রোগীকে মার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : হাসপাতালে ঢুকে রোগীকে বেধড়ক মারধর করলেন এক তরুণ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, শেষে পুলিশে খবর দিতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের। এই ঘটনাকে ঘিরে শনিবার রাতে হুলুস্থুল বেধে যায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল চত্বরে। এভাবে চিকিৎসা করাতে আসা এক তরুণের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে। পরে আক্রান্তের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে আক্রান্ত ওই তরুণ আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শনিবার রাতের এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তরুণের নাম রাজীব ঘোষ। তিনি চয়নপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় বর্তমানে জেলা হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্ত তরুণের স্ত্রী অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুজোর সময় অষ্টমীতেও জেলা হাসপাতাল চত্বরে মারামারির ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আহত অবস্থায় এক দম্পতি ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। তখনই হাসপাতালে ঢুকে তাঁদের ওপর চড়াও হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এমনকি দুজনকে মারধর করে মাথাও ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। রাতে হাসপাতালে পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকলেও কীভাবে একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বিষয়টা নিয়ে পুলিশের এক কর্তার অবশ্য বক্তব্য, 'হাসপাতালে প্রয়োজনমতো নজরদারি চলে। উত্তেজনাকর কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।' যদিও এব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।



আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অভিযুক্ত তরুণকে।



- কলেজপাড়া এলাকায় কথা কাটাকাটি থেকে ঝামেলা বাধে দুই তরুণের মধ্যে
- মারামারিতে আহত এক তরুণ হাসপাতালে গেলে সেখানে গিয়ে ফের তাঁর ওপর আরেক তরুণ চড়াও হন বলে অভিযোগ
- আক্রান্ত তরুণের স্ত্রীর অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত কলেজপাড়া এলাকায়। দুই তরুণই ঘটনার সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। কলেজপাড়া এলাকায় তাঁদের মধ্যে শুরু হওয়া কথা কাটাকাটি থেকেই ঝামেলা বাধে। কথা কাটাকাটি চলে যায় হাতাহাতির পর্যায়ে। সেসময়ই রাজীব ওই তরুণকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত ওই তরুণ চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে যান। তবে তাতেও রেহাই মেলেনি। তাঁর পিছু নিয়ে রাজীবও হাসপাতালে পৌঁছে যান। তারপর হাসপাতাল চত্বরেই ওই তরুণকে মারধর করতে থাকেন বলে অভিযোগ।

গোটা ঘটনায় হাসপাতালের ভেতরে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী সহ রোগীর আত্মীয়রা আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিত্রা দাস নামে এক রোগীর আত্মীয়ের কথায়, 'রাতে হাসপাতাল চত্বরেই যদি এধরনের মারধরের ঘটনা ঘটে, তাহলে সেটা অবশ্যই আশঙ্কার।'

নজরদারিতে নয়া বাইক থানায়

শমিদীপ দত্ত

টহলদারি ভ্যানের সংস্কারও লক্ষ্য

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান এলাকায় নজরদারি বাড়াতে প্রতিটি থানায় একটি করে হাইস্পিড গাড়ি এসেছে। কালীপুজোর আগেই থানাগুলি পেয়েছে একটি করে অত্যাধুনিক বাইক। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'নতুন অত্যাধুনিক বাইক আসায় টহলদারিতে আরও গতি আসবে।' তবে আধুনিক গাড়ি ও বাইক পাচ্ছে থানাগুলি, তখন টহলদারি ভ্যানগুলির শোচনীয় অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, শহরের টহলদারি ভ্যানগুলোর অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে রয়েছে। অধিকাংশ ভ্যানেই নেই ওয়াইপার। এমনকি ইঞ্জিনের অবস্থাও প্রতিটি গাড়িরই বেহাল। এবার বেহাল অবস্থায় থাকা ওই টহলদারি গাড়িগুলোর ওপরও বিশেষ নজর দিতে শুরু করেছে পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে থানা প্রতি একটি করে হাইস্পিড গাড়ি কিছুটা স্বস্তি দিলেও এখনও প্রতিটি থানা পুরোনো টহলদারি ভ্যানের ওপরই কার্যত নির্ভরশীল। বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পুলিশের পদস্থ কর্তাদেরও। টহলদারি ভ্যানগুলির অবস্থা কেমন আছে, তা পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে কমিশনারেট। প্রয়োজনে সেগুলির সংস্কারও করা হচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারকাজ চললেও তাতে কতটা লাভ হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টহলদারি ভ্যান চালিয়ে আসা এক চালকের বক্তব্য, 'আসলে গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের অবস্থা ভালো নেই। গাড়ি চালু করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায়। আর এই অবস্থার পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। তাই যতই ইনস্পেকশন করে সংস্কার চলুক না কেন, এই গাড়িগুলো আর চলার মতো নেই।'

একই বক্তব্য বিগত সাত বছর ধরে টহলদারি ভ্যান চালিয়ে আসা আরেক চালকের। তিনি বললেন, 'কবে যে হাইস্পিড গাড়ি চালাব, সেটাই ভাবছি। টহলদারি ভ্যানগুলিকে বাইরে থেকে ভালো দেখলেই হবে না, ভেতরের পরিস্থিতিও দেখতে হবে।'



এদিকে, রবিবার থেকে একে একে প্রতিটি থানায় ঢুকতে শুরু করেছে অত্যাধুনিক বাইক। সেই বাইকগুলোতে রাস্তার রুটম্যাপ দেখার জন্য মোবাইল রাখার জায়গা আছে। হুটার ও লাল-নীল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থাও আছে। এছাড়া ওয়াকি-টকি রয়েছে। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে এর আগেও প্রতিটি থানায় টহলদারির জন্য বাইক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর সেরকম ব্যবহার দেখা যায়নি। তাই এবারের এই আধুনিক বাইকগুলোর ব্যবহার কতটা করা হবে, সেই প্রশ্নও উঠছে।

রবিবার থেকে শিলিগুড়ির প্রতিটি থানায় ঢুকতে শুরু করেছে অত্যাধুনিক বাইক

বাইকগুলোতে রাস্তার রুটম্যাপ দেখার জন্য মোবাইল রাখার জায়গা আছে

হুটার ও লাল-নীল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা, ওয়াকি-টকি রয়েছে

তবে পুলিশের টহলদারি ভ্যানগুলির অবস্থা বেহাল

অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : ভুয়ো মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা প্রবীর রায় (তারক)-এর বিরুদ্ধে। গত ১০ জুলাই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন গৌতম কীর্তনিয়া নামে তৃণমূলেরই প্রাক্তন এক নেতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩০ অক্টোবর প্রবীর এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে বিএনএসের একাধিক ধারায় পুলিশ মামলা দায়ের করে। তবে প্রবীরের বক্তব্য, 'কোনও খবর পাইনি।' এদিকে গৌতম জানান, ১৯৯৮ সালে বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান থাকাকালীন শতাধিক ভুয়ো মৃত্যুর শংসাপত্র দিয়েছিলেন প্রবীর।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : সোমবার শিলিগুড়ির কালীপুজো, ছটপুজো নিয়ে প্রশাসন এবং পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক করবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এনিয়ে প্রত্যেকটি জেলার দায়িত্ব একজন করে মন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির দায়িত্ব পেয়েছেন প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। তিনি বৈঠকে থাকবেন কি না তা স্পষ্ট নয়। কলকাতা চোরবাগানের ঘটনার পরে প্রশাসন পুজো প্যান্ডেলগুলি নিয়ে সতর্ক হয়েছে। সোমবার সেসব নিয়ে একাধিক নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে।

বই বাঁচাতে

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বামেদের বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে রবিবার এসএফআইয়ের উদ্যোগে শিলিগুড়ির শান্তিনগর শীতলা মন্দির এলাকায় 'বই অধ্যয়ন করুন, বই বাঁচান' শীর্ষক একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে জানান, প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগ মিলিয়ে মোট ৯২ জন অংশ নেয়। পড়ুয়ারা আঁকার মাধ্যমে বইয়ের গুরুত্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

কঠিন চীবর

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভিদর্শন ধ্যান আশ্রমের উদ্যোগে রবিবার ৪৬তম কঠিন চীবর দান উৎসব পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং থেকে আসা ডঃ ধর্মবিরীও ভিক্ষু। উৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ১৩ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বস্ত্র দান করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে।

মাটির সরায়

মাতৃশক্তির আরাধনা



তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : কোনওটায় নীল রংয়ের উজ্জ্বল প্রলেপে দেবীর মুখমণ্ডল ফুটে উঠেছে, কোনওটায় আবার লাল-সাদার খেলায় মা লক্ষ্মীর মুখকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে রবিবার এমনই হরেক সরার এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

বাংলার প্রাচীন 'সরা' শিল্প আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এই শিল্পের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এখন আর পরিচিত নন। দুর্গা ও লক্ষ্মীপুজোয় একসময় সরার কদর থাকলেও আজকের দিনে তার চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছে। সেইসব সরার সঙ্গে সকলকে নতুন করে পরিচিত করার জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে মাটির সরায় রংতুলির চমক দেখিয়েছেন শহরে শিল্পীরা। যেখানে সরার উপর রংয়ের পাশাপাশি পুঁতি, জরি, পাট দিয়ে বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সরার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বাংলার অনেক ইতিহাস। শিলিগুড়ির 'রেড ইয়েলো ব্লু কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট ফোরাম'-এর তরফে তিনদিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে উপস্থিত অতিথিরা সরার ইতিহাস তুলে ধরেন। এছাড়া এধরনের সরা আঁকার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝান। সরাতে লক্ষ্মী, মনসা, দুর্গা, কালীর শান্তি ও শক্তি রূপের বিভিন্ন ছবি আঁকা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মাতৃশক্তির আরাধনা করার জন্য এই প্রদর্শনীর নাম রাখা হয়েছে দেবী। ধান, পাটের ব্যবহার করে সরার উপর বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ঘুরতে এসে বাংলার সরার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে।'

মোট ৪১ জন শিল্পীর ৮৩টি রঙিন সরা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। এদিনের প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আর্টিস্ট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রাজীব বাগ সহ অন্যরা। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে।



রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চেসরা প্রদর্শনী।

মাতৃশক্তির আরাধনা করার জন্য এই প্রদর্শনীর নাম রাখা হয়েছে দেবী। ধান, পাটের ব্যবহার করে সরার উপর বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ঘুরতে এসে বাংলার সরার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে।
শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়

সচেতন করতে পুলিশের ভরসা 'রিল'

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : কথায় আছে, 'কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখা বিশ্বাসযোগ্য।' সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই প্রবাদকে হাতিয়ার করে শহরবাসীকে অপরাধ দমন ও আইন সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। রিয়েল লাইফের পুলিশকর্মীরাই এবার সচেতনতার বার্তা দিতে রিল লাইফে, অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায় অভিনয়ে নেমেছেন।

একের পর এক ঘটা বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাকে চিহ্নিত করে পুলিশকর্মীদের দিয়েই ছোট ছোট সচেতনতামূলক ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টিকে বাস্তবিক রূপ দিতে যে কর্মীরা ঘটনাগুলির তদন্ত করছেন, তাঁদের দিয়েই অভিনয় করানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনারেটের নিজস্ব পেজ থেকে একাধিক ভিডিও ছাড়া হয়েছে, যা দেখে শহরবাসী প্রশংসাও করছেন। পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তার বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের মনের একেবারে ভেতরে ঢুকে আমরা যাতে সচেতনতামূলক বার্তা দিতে পারি, তারজন্যই এই যাবতীয় উদ্যোগ।'

বছরখানেক ধরে পুলিশ পরিচয়ে একটি বহিরাগত গ্যাং শহরের পথচলতি মানুষকে টার্গেট করে তাঁদের সোনা হাতিয়ে নিচ্ছে। চলতি মাসের শুরুতে ভক্তিনগর এলাকাতেও এক বৃদ্ধা এই প্রতারণার শিকার হন। এই ঘটনা থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে প্রধাননগর থানার পুলিশকর্মী বিপ্লব রায় সহ অন্যরা একটি ভিডিও তৈরি করেছেন। সেখানে বিপ্লব নিজে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ার অভিনয় করে চক্রের আসল কাজের ধরন ফুটিয়ে তুলেছেন। ভিডিও শেষে বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'পুলিশকর্মীরা কখনও পথ আটকান না, পথ দেখান।'

পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম ভাঙা নিয়েও একাধিক ভিডিও করা হয়েছে। হেলমেটবিহীন বাইক চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় ব্রেথ অ্যানালাইজারে ফুঁ দিলে কীভাবে মেশিনের রং পরিবর্তন হয়, তা আসল ভিডিওর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। সাইবার ক্রাইম নিয়েও ইতিমধ্যে একাধিক রিল বানিয়েছেন পুলিশকর্মীরা।

আন্দোলনে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : মহাবীরস্থান রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে আগামী ৪ নভেম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান ও গণ স্বাক্ষর কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সিপিএম। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'সাধারণ মানুষের পরামর্শ না নিয়ে একতরফাভাবে রেলগেট বন্ধ করা যাবে না। এর প্রতিবাদে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।' ওইদিনের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন শহরের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ও অন্য সিপিএম নেতারা।

সরব সিপিআই

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : পুনর্বাসন ছাড়া রেলের জায়গা থেকে উচ্ছেদ নয়, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ সহ একাধিক দাবিতে সরব হল সিপিআই। রবিবার শিলিগুড়ি জিটিএস ক্লাব হলঘরে সিপিআই-এর দার্জিলিং জেলা পরিষদের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়, আগামী ৩ ডিসেম্বর উত্তরকন্যা অভিযান করা হবে। এদিন উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলা থেকে পার্টির সদস্যদের উপস্থিতিতে বৈঠক আয়োজিত হয়।

যানজটে হিমসিম শহরবাসী

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : রবিবার দার্জিলিং মোড়ে যানজটে নাকাল হতে হল জনতাকে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে চেকপোস্ট থেকে দার্জিলিং মোড়গামী গাড়ির লাইন একবারে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এদিকে, মাটিগাড়া থেকে মাল্লাগুড়িগামী গাড়ির লাইন পৌঁছে যায় সিটি সেন্টার পর্যন্ত। যানজট সামাল দিতে গিয়ে কার্যত হিমসিম খেতে হয় জংশন ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের। ক্ষোভের সুরে যানজটে আটকে পড়া বিনীতা রায় বলছিলেন, 'রংটংয়ে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। সব সময় তো এখানেই শেষ হয়ে গেল। কী আর যাব ঘুরতে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নতুন রেল ওভারব্রিজ ফোর লেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত একটি গাড়ির সঙ্গে আরেকটি ছোট গাড়ির পাশাপাশি ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে সরাতে ট্রাফিক কর্মীদের হিমসিম খেতে হয়। এরমধ্যেই ছোট গাড়ির চালক ঝামেলা শুরু করলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। ওই গাড়িটি প্রধাননগর থানায় পাঠাতে না পাঠাতেই সিটি সেন্টার থেকে মাল্লাগুড়ি পর্যন্ত পরপর দুটি গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। যানজটের জেরে এদিন দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে আটকে থাকতে হয় মিহির রায়কে। তিনি বলছিলেন, 'রবিবার এমনিতে দার্জিলিং মোড় ফাঁকা থাকে। আজ এত যানজট ভাবা যায় না।'



দীর্ঘ যানজট। রবিবার দার্জিলিং মোড়ের কাছে।

অধরা অভিযুক্ত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : কিশোরীর মৃত্যুর জন্য তার প্রেমিককেই দায়ী করছে মৃতার পরিবার। অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে রবিবার আশিঘর ফাঁড়িতে বিক্ষোভও দেখান মৃতার আত্মীয় এবং শান্তিনগর বৌবাজার এলাকার বাসিন্দারা। তরুণের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে কিশোরীর পরিবার।

বুধবার সকালে কিশোরীর ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের মেয়ে। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ কিশোরীর প্রেমিক। আশিঘর ফাঁড়িতে বুধবার রাতে অভিযোগ দায়েরের পর সেদিনই বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রেমিকের বাবাকে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুললে তাঁকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ওই তরুণকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবিতে এদিন ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। যদিও পরে পুলিশের আশ্বাসে তাঁরা চলে যান।

বিক্ষোভ আশিঘর ফাঁড়িতে

মৃতা কিশোরীর শোকস্তব্ধ বাবা বলছেন, 'বুধবার আমার মেয়েটা অকালে চলে গেল। ওর মৃত্যুর জন্য ওই ছেলেটাই দায়ী। তবে ছেলেটি এখনও ধরা পড়েনি। ওদের বাড়িতেও কেউ নেই, সবাই বাইরে কোথাও রয়েছে বলে শুনেছি। শীঘ্রই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমরা চাই ওই তরুণের উপযুক্ত শাস্তি হোক।'

দীপাবলির বাজারে ভিনরাজ্যের ফেরিওয়ালা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বিধান মার্কেটের ভিড়ে সাজানো রংবেরংয়ের মালা। মহাবীরস্থানে ঝুলছে কৃত্রিম ফুলের রঙিন তোরণ। এসএফ রোডে পসরা সাজিয়ে বসেছেন রঙ্গোলি বিক্রেতারা। ক্রেতারা আসছেন, দরদাম করছেন, কেউ কিনছেন, কেউ আবার চলে যাচ্ছেন। এই ভিড়ের মধ্যেই নিজেদের উৎসব খুঁজছেন পাপ্পুরাম মিনা, তাদির শা, কানহা মিনারা। তাঁদের কাছে দীপাবলি শুধুই আলোর উৎসব নয়, ঘরে কিছু টাকা নিয়ে ফেরার মরশুমও। তাই রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে শিলিগুড়িতে এসে পসরা সাজিয়েছেন তাঁরা।

বিক্রির আশায় এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়ানো এই ফেরিওয়ালাদের কাছে ক্যালেন্ডারের পাতায় উৎসবের তারিখগুলিই যেন উপার্জনের সুযোগ। দুর্গাপুজো শেষ তো কী হয়েছে! সামনে দীপাবলি, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, ছটপুজো। ফলে এখনও কেনাকাটার মরশুম শেষ হয়নি। সেই ভরসাতেই বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান থেকে স্টেশন ফিডার রোড— শহরের নানা বাজারে দেখা মিলছে তাঁদের।

রাজস্থানের জয়পুর থেকে প্রথমবার শিলিগুড়িতে এসেছেন পাপ্পুরাম মিনা। বিধান মার্কেটে বিক্রি করছেন কৃত্রিম ফুলের মালা ও তোরণ। তাঁর কথায়, 'কলকাতার পরে শিলিগুড়িতেই এই ধরনের মালার চাহিদা ভালো।' তাই এবার তাঁদের দলের পাঁচজন এসেছেন এখানে। এক একটি মালার দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। মিনা। শহরে আসার পর গত পাপ্পুর সঙ্গেই এসেছেন কানহা দু'দিনে তাঁর বিক্রি হয়েছে মাত্র এক হাজার টাকার। দলের অন্য সদস্যরা প্রধাননগরে ঘরভাড়া নিয়ে থাকছেন। শিলিগুড়িতে দীপাবলির মরশুম মিটলে তাঁদের পরের গন্তব্য বিহারের ছটপুজোর বাজার।



কৃত্রিম ফুলের মালা নিয়ে ফেরিওয়ালারা।

বিহারের সজ্জনপুর থেকে এসে মহাবীরস্থানে পসরা নিয়ে বসেছেন তাদির শা। তাঁর দাবি, স্থানীয় বিক্রেতাদের তুলনায় দাম কিছুটা কম রাখেন তাঁরা। সেজন্য ক্রেতারা আসেন। এছাড়া ঘুরে ঘুরে বিক্রি করায় বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। গত বছর দুর্গাপুজো থেকে দীপাবলি পর্যন্ত বিক্রিবাটায় প্রায় ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল তাঁর। এবার সজ্জনপুর থেকে প্রায় ৩০ জন বিক্রেতা শিলিগুড়িতে এসেছেন। পুজোর মরশুমে এক মাসের জন্য ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের মথুরার বাসিন্দা শিবম মোহন গত পাঁচ বছর ধরে দীপাবলির সময় শিলিগুড়িতে রঙ্গোলি বিক্রি করছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে, শুধু অবাঙালিরাই নন, বাঙালিরাও রঙ্গোলি তৈরির রং কেনেন। লক্ষ্মীপুজো মিটলে উত্তরপ্রদেশ থেকে আরও বিক্রেতা আসবেন বলে তাঁর আশা।

উৎসবের বাজারে কাজের চাপও বেশি। সকাল থেকে বেরিয়ে রাত পর্যন্ত ঘুরতে হয়। সকালে রুটি খেয়ে বেরোলেও সারাদিন কী খাবেন, তা সবসময় ঠিক থাকে না। তবু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পাননি বলে জানান শিবম, পাপ্পুরা। শিলিগুড়িতে তাই দীপাবলির আলো জ্বলার আগেই শুরু হয়েছে তাঁদের উপার্জনের লড়াই।

পৃথিবীর পাঠশালা

বন্ধু বানানোর জাদুর বেঞ্চ



বিদ্যালয়ের মাঠে একটি সাধারণ কাঠের বেঞ্চ কীভাবে শিশুদের একাকিত্ব দূর করতে পারে, আয়ারল্যান্ডের স্কুলগুলি তার সেরা উদাহরণ তৈরি করেছে। সেখানে মাঠের এক কোণে রাখা বিশেষ এই বেঞ্চগুলিকে বন্ধুত্বের বেঞ্চ বলা হয়। কোনও শিশু যদি মাঠে একা বসে থাকে এবং তার খেলার কোনও সঙ্গী না থাকে, তবে সে গিয়ে এই বেঞ্চে বসে পড়ে। বেঞ্চে বসাই হল একটি নীরব সংকেত, যার অর্থ সে বলতে চাইছে যে তার সঙ্গে কথা বলার বা খেলার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন। স্কুলের অন্য শিশুদের শেখানো হয়, কেউ ওই বেঞ্চে বসে থাকলে তারা যেন নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে তাকে নিজেদের খেলায় আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। এর জন্য কোনও বড় আয়োজন বা বয়স্কদের হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না। একা থাকার কষ্টকে নিমেষে এক আন্তরিক আমন্ত্রণে বদলে দিয়ে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে বন্ধুত্বের বীজ বুনে দেয় এই দারুণ উদ্যোগ।



বৃষ্টির গন্ধ পায় হাতি

শুকনো খটখটে প্রান্তর, আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। বৃষ্টিরও কোনও দেখা নেই। কিন্তু বহুদূরে কোথাও যদি প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়, তবে সেই খবর ঠিক হাতির দলের কাছে পৌঁছে যায়। প্রখর খরার সময় জলের সন্ধান পেতে হাতিরা এক অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক ক্ষমতার সাহায্য নেয়। বহু দূরের মেঘের গর্জন বা ঝড়ের যে অতি নীচু মাত্রার শব্দতরঙ্গ বাতাস এবং মাটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। হাতির পা এবং শুঁড় সেই অতি সূক্ষ্ম কম্পন অনায়াসে বুঝতে পারে। এটি অনেকটা প্রকৃতির নিজস্ব দূরপাল্লার টেলিফোন বার্তার মতো কাজ করে। গবেষকদের মতে, এই শব্দের সংকেত অনুসরণ করেই হাতির বিশাল দল জলের দিকে এগিয়ে যায় যা তাদের চরম খরার হাত থেকে বাঁচায়। আবহাওয়ার খবর জানার জন্য এদের কোনও কৃত্রিম রাডার বা আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে নিস্তব্ধ এবং সূক্ষ্ম কম্পন বুঝতে পারার অসাধারণ ক্ষমতাই হাতিদের প্রকৃতির সেরা আবহাওয়াবিদ তৈরি করেছে।



হীরক খোঁজার উন্মুক্ত খনি

জাতীয় উদ্যানে সাধারণত যে কোনও প্রাকৃতিক জিনিস সঙ্গে নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকে। কিন্তু আমেরিকার আরকানসাস প্রদেশের ক্রেটার অফ ডায়মন্ডস নামের সরকারি উদ্যানটির নিয়ম একদম আলাদা। সাড়ে সাঁইত্রিশ একর জায়গাজুড়ে থাকা এক পুরোনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ওপর তৈরি এই উদ্যানে সাধারণ মানুষের হাতে রীতিমতো কোদাল তুলে দেওয়া হয়। এখানে মানুষ মাটি খুঁড়ে হিরে খুঁজতে পারেন এবং যে হিরে পান, তা বিনা পয়সায় নিজের বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষ এখানে এসে কাদা ঘেঁটে ঘাম ঝরিয়ে সাদা, বাদামি এবং হলুদ রঙের আসল দামি হিরে খুঁজে বের করেন। এটি পৃথিবীর একমাত্র উন্মুক্ত হীরক খনি, যা সাধারণ মানুষের জন্য পুরোপুরি খোলা থাকে। এখানে আসার সময় দর্শনার্থীদের কেবল একটি বালতি এবং প্রচুর ধৈর্য সঙ্গে করে আনতে হয়। ভাগ্য ভালো থাকলে মহামূল্যবান আসল হিরে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, আর তা না পেলেও এমন এক অভিনব অভিজ্ঞতার দারুণ গল্প সারা জীবনের জন্য থেকে যায়।

নেপালে কুকুরের উৎসব

নেপালে আলোর উৎসবের সময় একটা দিন শুধু কুকুরদের জন্য তোলা থাকে। রাস্তার অবহেলিত কুকুর থেকে শুরু করে পাহারাদার পুলিশ কুকুর, সবার কপালে সেদিন লাল তিলক আর গলায় গাঁদা ফুলের মালা জুটবেই। সেখানে কুকুরকে মৃত্যুর দেবতা যমের দূত হিসেবে মানা হয়। তাই এই দিনটিতে কোনও কুকুরকে সামান্য কষ্ট দেওয়াও মহাপাপ বলে মনে করেন স্থানীয়রা। কাঠমান্ডুর অলিগলি থেকে শুরু করে পাহাড়ের নির্জন গ্রাম, সব জায়গায় দেখা যায় মালা পরা আদুরে কুকুরদের দল। মানুষের প্রতি এদের যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর অনন্ত আনুগত্য রয়েছে, তাকে সম্মান জানাতেই এই দারুণ আয়োজন। এমন একটা দিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে শুধু মানুষের নয়, সামান্য পথের কুকুরেরও বুকভরে ভালোবাসা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।



রেললাইনে মৃতদেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলিতে রেললাইনের পাশে বিনোদ মুর্মু (২৮) নামে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হল। রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি ডাউন লাইনে ১৮/৩ নম্বর পিলারের কাছে স্থানীয়রা একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিনোদ অসমের কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশের অনুমান, গভীর রাতে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহাসংঘ

প্রথম পাতার পর

কামতাপুরি সংগ্রামী সমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি কংসরাজ বর্মন অবশ্য ভাষার নাম কামতাপুরি করার দাবি করেন। আবার সভায় উপস্থিত কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি তপতী রায় মল্লিক, কেএলও চিফ জীবন সিংহের বোন সুমিত্রা দাস সহ অনেকেই বিতর্ক মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দেন।

তপতী বলেন, 'কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দুটি নাম মিলিয়ে একটি নামও দেওয়া যেতে পারে।' নিশীথের বক্তব্য, 'একদিনে বিতর্ক মিটবে না। আমরা ফের গঠনমূলক আলোচনায় বসব।' সূত্রের খবর, ভাষা নিয়ে আলোচনা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে মহাসংঘ সম্পর্কে জানান দেওয়া। মহাসংঘ সূত্রে খবর, গত দু'মাস ধরে মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলায় আলাদা করে সংগঠনের বৈঠক হয়েছে।

ভবিষ্যতে কোন কোন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে, কোন ইস্যুতে জনমত তৈরি করতে পদক্ষেপ হবে তার জেলা ও উত্তরবঙ্গভিত্তিক তালিকাও তৈরি হয়েছে। সেইমতো কর্মসূচির পরিকল্পনা হচ্ছে। মহাসংঘের এক নেতার কথায়, কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। উত্তরের উন্নয়নে তাঁদের মূল্যবান মতামতও নেওয়া হবে। বিশিষ্টদের মতামত সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।'

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

প্রথম পাতার পর

একমাত্র রোজগেরে ছিলেন। তাই এই পরিবারগুলি আর্থিক দুর্দশা লাঘব ও সম্মানজনক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গ্রুপ-ডি পদে একজন করে চাকরি দেওয়া হবে। তিনি মৃতের স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ে, তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান, অবিবাহিত ভাই বা বোন হতে পারেন। মৃত্যুর আগে আইনত দত্তক নেওয়া ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, কালেক্টরেট, অন্যান্য সরকারি অফিসে গ্রুপ-ডি পদে তাঁদের নিয়োগ করা হবে।

সরকারি নিয়মে অনুমোদিত পদের বাইরে এজন্য অতিরিক্ত পদ তৈরি করা হবে। একে নিয়োগের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার 'এককালীন ব্যতিক্রম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে সরকারের নির্ধারিত ফর্ম-এ ফিলাপ করে জেলা শাসকের কাছে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে নিহতের মৃত্যুর শংসাপত্র, আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ, সংশ্লিষ্ট হিংসার এফআইআর, আদালতের চার্জশিট ইত্যাদি। আবেদনকারীকে ভারতের নাগরিক, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ, ১৮ বছর বয়স হতে হবে। পরিবারের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকার কম হতে হবে। একই ঘটনায় পরিবারের কেউ আগে যদি ক্ষতিপূরণ জনিত নিয়োগ পেয়ে থাকেন, তাহলে এই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না। আবেদনকারীর যোগ্যতা যাচাই করবে জেলা স্তরের স্ক্রিনিং কমিটি। আবেদন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে সুপারিশ পাঠাতে হবে। কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে নির্ধারিত ফর্ম-বি পূরণ করে রাজ্য স্তরের কমিটির কাছে আবেদন জানানো যাবে। তবে চাকরি পেলেই হল না, প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে এই প্রকল্পে নিযুক্তকে ফর্ম-সি পেশ করে মৃতের পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে।

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু 'তাজ চিয়া'র

পাহাড়ে স্থাপত্যের নীরব অনুভব

অনুষ্কা বর্মন

কার্সিয়াং, ১ নভেম্বর : পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা থাকে। কখনও মেঘের ভাঁজে, কখনও চা বাগানের সবুজে, কখনও আবার নিস্তব্ধতার গভীরে। কার্সিয়াংয়ের মকাইবাড়ি চা বাগানের কোলে তাজ চিয়া কুটির রিসর্ট অ্যান্ড স্পা-র সম্প্রসারণ খানিকটা সেই ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রেখে পাহাড়ে পর্যটকদের নতুন ঠিকানা তৈরির চেষ্টা। যেখানে আধুনিক আতিথেয়তার আয়োজন থাকলেও চারপাশে উন্মুক্ত থাকবে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য।

নেপালি শব্দ 'চিয়া' মানে চা। মকাইবাড়ির সবুজ চা বাগানের ভাঁজে ভাঁজে মিশে রয়েছে চিয়ার সুবাস। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে পথ চলা শুরু এই হোটেলে সংযুক্ত হচ্ছে আরও ২৮টি বিলাসবহুল ঘর। সম্প্রসারণে থাকছে ১৫ হাজার বর্গফুটের ব্যাংকোয়েটও। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং থেকে জন্মদিন, অ্যানিভার্সারি কিংবা কর্পোরেট আয়োজন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাবা হয়েছে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা।

পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশে অবকাশ যাপনের পাশাপাশি নানা সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এভাবে। এই পরিকল্পনার স্থপতি কপিল ভাল্লার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা আর শিল্পপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার নকশার দর্শনের মূল সুর প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। স্থাপত্যকে যতটা সম্ভব 'নীরব' রাখা। হর্ষবর্ধনের কথায়, 'যেখানে বাইরের প্রকৃতি এত সুন্দর, সেখানে ভেতরের স্থাপত্যকে নীরব থাকতেই হয়।'

তাঁর বিশ্বাস, প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী আর কেউ নেই। তাই পাহাড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে স্থাপত্যকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ভাবনা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। মেনুতেও রয়েছে স্থানীয় আবেগ। উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা স্বাদ ও স্থানীয় খাবারের সম্ভার নিয়ে তৈরি হয়েছে 'দ্য মাউন্টেন টেবিল'। পাহাড়ি পরিবেশে স্থানীয় স্বাদের পাশাপাশি অন্য অঞ্চলের খাবার চেখে দেখার সুযোগও থাকছে। হর্ষবর্ধন অকপটে বলেন, 'আমি রান্না করতে জানি না ঠিকই, কিন্তু রেসিপি, স্বাদ আর প্রেজেন্টেশনের একটা সেন্স তৈরি করার চেষ্টা করছি।'



তাজ চিয়া কুটির রিসর্ট অ্যান্ড স্পা-র সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টেশন পর্বে বক্তব্য রাখছেন আইএইচসিএল-এর এমডি পুনীত ছাতওয়াল।

পাহাড়ের বুকে এমন স্থাপত্য তৈরি এবং তা টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। প্রয়োজন সঠিক পার্টনারশিপের। অম্বুজা নেওটিয়ার সঙ্গে ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানি লিমিটেডের এই ব্যবসায়িক মেলবন্ধনকে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পুনীত ছাতওয়াল মজার ছলে বললেন, 'পহেলা পহেলা প্যায়ার'। দুই সংস্থার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পাহাড়ের পর্যটনে নতুন সম্ভাবনা তৈরির হয়েছে সন্দেহ নেই।

এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাকাবাসীর জীবন-জীবিকাও। হোটেলকর্মীদের ৭৫ শতাংশই স্থানীয়। পুনীতের কথায়, 'ভারতের পর্যটন প্রয়োজন, ভারতের কর্মসংস্থান প্রয়োজন। স্থানীয় সমাজ শুধু ব্যবসার অংশ নয়। যে কোনও ব্যবসায় অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য হল তারা।' পর্যটনের পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উঠে এসেছে এই উদ্যোগে। পাহাড়ের সৌন্দর্যের পাশাপাশি পাহাড়বাসীর জীবনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারা এই সম্প্রসারণের আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেই পথ চলাকে হয়তো মজবুত করবে কার্সিয়াংয়ের কোলে এই ভাবনা।



নদী ও জীবনের কাব্য।। *ভোরে সুটুঙ্গার ঘাটে। রবিবার মাথাভাঙ্গা শহরে ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ সাহা।*

হাজার প্রদীপে আয় মাত্র ৪০০

আলোর কারবারে আঁধারে মৃৎশিল্পীরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১ নভেম্বর : দীপাবলির আগে কালাগছের মৃৎশিল্পীদের হাতে এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। দিনরাত এক করে তৈরি করছেন মাটির প্রদীপ। সেই প্রদীপই কয়েক লক্ষ সংখ্যায় পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যে। অথচ হাজার প্রদীপ তৈরি করেও পাইকারি দাম মিলছে মাত্র ৪০০ টাকা। মাটি, জ্বালানি থেকে শ্রম-সমস্ত কিছুর খরচ বাড়লেও বাড়েনি প্রদীপের দাম। ফলে অন্যের ঘর আলোয় ভরানোর প্রস্তুতির মধ্যেও নিজেদের সংসারের অন্ধকার কাটছে না শিল্পীদের।

চোপড়ার কালাগছ এলাকায় বেশ কয়েকটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দীপাবলির কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা। এ বারও এলাকা থেকে কয়েক লক্ষ প্রদীপ ভিনরাজ্যে পাঠিয়েছেন তাঁরা।

মাটিগাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকার পাইকারি ব্যবসায়ীরা বাড়িতে এসে প্রদীপ কিনে নিয়ে গিয়েছেন। ইসলামপুর ও স্থানীয় বাজারেও রয়েছে অর্ডার। কিন্তু বিক্রির পরিমাণ বাড়লেও সেই অনুপাতে বাড়েনি শিল্পীদের রোজগার। বরং উৎপাদন খরচের বোঝা সামলাতে গিয়ে প্রতিটি প্রদীপে লাভের অঙ্ক ক্রমশ কমছে। তবু এই সামান্য আয়ের আশাতেই অনেকে সারা বছর অপেক্ষা করেন দীপাবলির। কয়েক মাসের এই কাজ থেকেই বাড়তি কিছু উপার্জনের ভরসা তাঁদের। কিন্তু উপকরণের দাম বাড়ায় সেই আশাতেও জল পড়ছে।

মৃৎশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় পালের কথায়, 'গত বছরের তুলনায় মাটি ও জ্বালানির দাম অনেকটাই বেড়েছে। অথচ প্রদীপের দাম সেই একই রয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ তুলতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংসার চালিয়ে লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই সংকটের আশঙ্কায় একাংশ শিল্পী প্রদীপ তৈরি ছেড়ে শুধু পুজোর অন্য সামগ্রী তৈরি করছেন।' মীরা পাল জানান, ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষ প্রদীপ ভিনরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। তেমন কোনও মুনাফা নেই। তবে সংসারের কাজ সামলে এই কাজ করে যতটুকু আয় হয়, তা দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামপুর ও স্থানীয় বাজারেও ২৫-৩০ হাজার প্রদীপের অর্ডার রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি তৈরি করে সরবরাহ করতে হবে। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় সমস্যা বেড়ে যায়।

উৎপাদন খরচের হিসাব তুলে ধরে পঞ্চানন পাল বলেন, 'এক ট্রলি মাটি কিনতেই খরচ হচ্ছে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টাকা। এক কুইন্টাল জ্বালানির দাম ৮০০ টাকা, ভুসির দাম ৪০০ টাকা। এর সঙ্গে রয়েছে রং, বস্তা ও অন্যান্য উপকরণের খরচ। সব মিলিয়ে প্রতি প্রদীপে ২০-৩০ পয়সার বেশি লাভ থাকে না।' সেই সামান্য আয়ে সারা দিনের পরিশ্রমের মূল্য মেলে না বলেই আক্ষেপ তাঁর।

এমন পরিস্থিতিতেও পেশা ছাড়তে পারছেন না রেবা পালরা। কারণ, মাটির প্রদীপ তৈরি তাঁদের কাছে শুধুই ব্যবসা নয়, বংশপরম্পরায় চলে আসা জীবনের অংশ। রেবার আক্ষেপ, 'গত পাঁচ বছর ধরে একই দামে প্রদীপ বিক্রি করতে হচ্ছে। এ বার হাজার প্রদীপে ৪০০ টাকা পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও পুরোনো পেশার টানেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।' সুনীতা পাল ও সুপেন পালের কথাতেও ধরা পড়েছে একই অসহায়তা। সুনীতা বললেন, 'সারা দিনের পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। বাইরে অন্য কাজ করতে না গিয়ে ঘরে বসে যতটুকু উপার্জন হয়, সেই আশাতেই প্রদীপ তৈরি করে চলেছি আমরা।'



- চোপড়ার কালাগছ থেকে কয়েক লক্ষ মাটির প্রদীপ পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে
- হাজার প্রদীপ তৈরি করে মৃৎশিল্পীরা পাইকারি দাম পাচ্ছেন মাত্র ৪০০ টাকা
- মাটি, জ্বালানি, রং ও পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতি প্রদীপে লাভ থাকে ২০-৩০ পয়সা

আতঙ্কে রাতপাহারা

প্রথম পাতার পর

তিনি বললেন, 'নোটিশ পাওয়ার পর থেকে আতঙ্কে ব্যবসায় মন বসছে না। কখন যে বুলডোজার আসবে, সেই আতঙ্কে দোকানে সামগ্রী মজুত করে রাখার সাহস পাচ্ছি না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নেও সে সব তাড়া করছে প্রতিনিয়ত।'

হকার্স কর্নারের একাংশেও উচ্ছেদের আশঙ্কা রয়েছে। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৌতম পাল প্রায় ৪০ বছর ধরে রেললাইনের ধার বরাবর জুতোর দোকান চালান। তাঁর কথায়, 'উৎসবের মরশুম শেষ হলেই শীতের ব্যবসা শুরু হয়। তবে এবার নতুন করে দোকান সাজাতে ভয় লাগছে। ব্যবসায় মন বসছে না। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে। ঠাকুরের কাছে এখন একটাই প্রার্থনা, দোকানটা যেন টিকে যায়।' আরেক ব্যবসায়ী শ্যামল পাল বললেন, 'এই দোকানের উপর ভরসা করেই সংসার চলছে। তবে রেলের নোটিশ হাতে আসার পর থেকেই চিন্তায় রয়েছি। দোকানদারিতে মন বসছে না। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা নান্টু দাস প্রায় ১০ বছর ধরে টাউন স্টেশন বাজারে জামাকাপড়ের দোকান চালান। দুপুরে দোকানে ব্যস্ত থাকলেও তাঁকে ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, 'ক'দিন বাদেই এখান থেকে সরে যেতে হবে। পুনর্বাসন না দিলে কোথায় যাব? ভয়ে ভয়ে দিন কাটছে।'

টাউন স্টেশন লাগোয়া বাগরাকোটে রেলের জমিতে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার রয়েছে। সেখানে তিন শতাধিক দোকান রয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বাজারের উপর নির্ভরশীল। সেখানকার ব্যবসায়ীদেরও রেলের তরফে ফর্ম-এ দেওয়া হয়েছে। সবজি ব্যবসায়ী তন্ময় বল বলেন, 'নতুন সরকার আসার পর ভেবেছিলাম ভালো কিছু হবে। কিন্তু এখন দেখছি আমরাই উচ্ছেদ হতে চলেছি। কী করব বুঝতে পারছি না। এখান থেকে সরিয়ে দিলে কোথায় যাব। পুনর্বাসন দিলেও নতুন জায়গায় ব্যবসা শুরু করাটাও চ্যালেঞ্জের। কী হবে বুঝতে পারছি না। সারাদিন কোনওভাবে কাটলেও রাত হলেই মাথায় প্রশ্ন আসে, কাল কী হবে? সবসময় এসবই মাথায় ঘুরছে।।' অলংকার ব্যবসায়ী উদয় পাল বলেন, 'একটা করে দিন কাটছে আর ভয় আরও জাঁকিয়ে বসছে। রোজই ক্যালেন্ডারের দিকে নজর দিচ্ছি, দিন গুনছি। মনে হয়, এই বুঝি সময় ফুরিয়ে এল। এই বুঝি রেলের তরফে বুলডোজার আমাদের দোকানের দিকে ধেয়ে আসবে।'

দশকের পর দশক ধরে ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো করে দোকান সাজিয়েছেন। দোকানঘরগুলি তাঁদের কাছে দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছে। ক্রেতাদের সঙ্গেও গড়ে উঠেছে আন্তরিক সম্পর্ক। নোটিশের পর পরিচিত ঠিকানা হারানোর ভয়ে তাঁদের চোখের কোণে জল। দোকানের ঝাঁপের আড়ালে বুকচাপা কান্না জমছে। নতুন ভোরও তাঁদের কাছে অজানা আতঙ্ক বয়ে আনে। ফুলেশ্বরী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় পাল কোনওমতে বললেন, 'কালীপুজো আসছে। তবে মনে আনন্দ নেই। উলটে ভয় বাড়ছে। কারণ পুজো শেষ হলেই তো...! রোজ রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফিরি ঠিকই, তবে পরদিন সকালে দোকান অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাব কি না সেই আতঙ্কই ক্রমে জাঁকিয়ে বসছে।'

কাজল নিয়ে মুখে কুলুপ পদ্মের

প্রথম পাতার পর

পদ্ম নেতা অরুণ মণ্ডল বলেন, 'দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আপাতত আমরা সমস্তরকম কর্মসূচি বাতিল করেছি। নেতারা আমাদের নিয়ে বসবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' তবে জেলা বিজেপির দপ্তরে কাজল প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি বলে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর দাবি। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে জমায়েতের বিষয়টি নিয়ে এদিনের বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সাতটি বিধানসভা এলাকা থেকে জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার চারটি বিধানসভা এলাকা থেকে কর্মী-সমর্থক আনা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই সাত কেন্দ্রের নেতাদের জমায়েতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে পাহাড় থেকে কর্মী-সমর্থক আনার পরিকল্পনা আপাতত নেই। পাহাড় থেকে লোক আনলে যাতায়াতের খরচ বেশি পড়বে বলে নেতৃত্ব মনে করছে। নিজেদের খরচে কর্মসূচিতে আসতে বললে চাঁদা বা তোলাবাজির অভিযোগ উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। তাই সাধ্যমতো কর্মী-সমর্থকদের যাতায়াতের খরচ দলই বহন করতে চাইছে। বাপি গোস্বামী বলেন, 'শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকদের আনা হবে বলে বৈঠকে ঠিক হয়েছে।'

রাজ্যে পালাবদলের পর তোলাবাজির অভিযোগে বিজেপি নেতৃত্ব অস্বস্তিতে রয়েছে। দলীয় কর্মসূচিতে চাঁদা বা জোর করে টাকা তোলার অভিযোগ এড়াতে আগত কর্মী-সমর্থকদের যাতায়াত ভাড়ার ব্যবস্থা দলীয় নেতৃত্বই করার আশ্বাস দিচ্ছে। বাপির কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য চাঁদা করে আসার কোনও প্রশ্ন নেই।'

৩ নভেম্বর উত্তরকন্যায় বৈঠকের পর বাঘা যতীন পার্কে 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর হাঁটার কথা। পরে মহাত্মা গান্ধি মোড়ে মঞ্চ থেকে তিনি বক্তব্য রাখবেন।

জেলে তল্লাশি

কিশনগঞ্জ, ১ নভেম্বর : রবিবার ভোর চারটায় কিশনগঞ্জ জেলে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালান জেলা শাসক নবীন কুমার ও পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার। অভিযানে শামিল হন ১৭০ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক। জেলের ওয়ার্ড, ব্যারাক ও চত্বরে তল্লাশি চলে। জেলা শাসক জানান, অবৈধ সামগ্রীর খোঁজের পাশাপাশি জেলের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা ও জোরদার করাই অভিযানের উদ্দেশ্য। কোনও অবৈধ সামগ্রী মেলেনি।

খুলল রেলের নয়া লাইন

নিউজ ব্যুরো

১ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ৬.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাঙ্গাপানি-বাগডোগরা সাইডিং লাইনটি নিয়মিত পণ্য পরিবহণের জন্য খুলে দিয়েছে। এর জেরে পণ্য পরিবহণ সহজতর হবে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত লাইনটিকে ন্যূনতম ব্যয়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে। এই লাইনের জন্য ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে আসা এবং ফরবেশগঞ্জ হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে প্রবেশ করা ট্রেনগুলির শিলিগুড়ি জংশনে দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হবে, রোলিং স্টকের অহেতুক আটকে থাকা রোধ করা যাবে এবং দিক পরিবর্তনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রু ও শান্টিং কর্মীদের নিয়োজিত করার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। এই রূপান্তর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের নির্দেশনায়, কাটিহার ডিভিশন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

স্বনির্ভরতার নয়া দিশা

প্রথম পাতার পর

ওই চারা তুলে রেললাইনের পাশের জলাশয়ে লাগিয়ে দিই। ভিটামিন, প্রোটিন ও পোকা না হওয়ার ওষুধ দিয়ে এ বছর প্রায় ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাত হাজার টাকা রোজগার করেছি। আরও হবে।' মকবুল হোসেন ও তাঁর ছেলে আবুল কালাম হোসেন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরাও জলশিঙাড়া তুলে বিক্রি করছেন বাড়তি লাভের আশায়। মকবুলের কথায়, 'খরচ বলতে শুধু ওষুধের। দিনে ৩-৪ ঘণ্টা কাজ করে প্রায় ৩০-৪০ কেজি জলশিঙাড়া তোলা যায়। বর্তমানে ২০-৩০ টাকা ও পুজোর সময় ৪০-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়।' চাষ পদ্ধতির খোঁজ করে জানা গেল, শীতের সময় জলাশয়ে জল শুকিয়ে গেলে চারাগুলি তুলে প্রত্যেকে বাড়ির পুকুরে রেখে দেন। ভাদ্র মাসে ফের জলাশয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে তা লাগিয়ে দেওয়া হয়। কার্তিক মাসের শুরুতেই ফল পাওয়া যায়।

জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের জলশিঙাড়া এখন শহরের বাজার ছাড়িয়ে মালবাজার, শিলিগুড়ি, জয়গাঁ, বানারহাটেও বিক্রি হচ্ছে। প্রত



রবিবার হেরে গেলেও টি২০ সিরিজ আগেই জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। ট্রফি নিয়ে শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ কুমার রেড্ডি, তিলক ভার্মারা। হ্যামিল্টনে।

ভয় নেই গম্ভীরের অভিধানে

হ্যামিল্টন, ১ নভেম্বর : ভয় বলে কোনও শব্দে তিনি বিশ্বাস করেন না। ডর বলে কোনও শব্দ তাঁর পছন্দ নয়।

তিনি গৌতম গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার কোচ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টি২০ সিরিজ জয়ী ভারতীয় কোচ। শেষ দুই ম্যাচে হারতে হলেও প্রথম তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে টি২০ সিরিজ ৩-২ ব্যবধানে জিতে নিয়েছেন শ্রেয়স আইয়াররা। কিন্তু তারপরও শেষ দুই ম্যাচে হারের পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের পারফরমেন্স, স্ট্র্যাটেজি, বৈভব সূর্যবংশীকে না খেলানোর মতো নানা বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

গুরু গম্ভীর অবশ্য সেই বিতর্ককে পাত্তাই দিতে চাইছেন না। হ্যামিল্টনের সিডন পার্কের মাঠে আজ টি২০ সিরিজের শেষ ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন গৌতম। এমন একটা সময়ে তিনি সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন, যেদিন শেষ টি২০ ম্যাচে হেরেছে ভারত। তিনদিন পর অকল্যান্ডের মাটিতে শুরু হতে চলেছে একদিনের সিরিজ। যে সিরিজের মূল আকর্ষণ বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। আবার একইসঙ্গে আজই জানা গিয়েছে, ঋষভ পন্থ এখনও পুরো ফিট নন। ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজে তিনি অনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, টেস্ট সিরিজের আগে ভারতীয় 'এ' দলের শেষ ম্যাচেও ঋষভের খেলার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

নিশ্চিতভাবেই চলতি নিউজিল্যান্ড সিরিজে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে নিজের দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রশংসা করে গম্ভীর বলেছেন, 'আমার অভিধানে ভয় বলে কোনও শব্দ নেই। এমন শব্দে বিশ্বাসও নেই আমার।' কেন তিনি এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষ করে মাত্র চারদিনের মধ্যে নিউজিল্যান্ডে হাজির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন শ্রেয়সরা। গত ২২ অক্টোবর প্রথম টি২০ ম্যাচের আগে মাত্র একদিনের, কয়েক ঘণ্টার অনুশীলনে মাঠে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। বাকিটা এখন ইতিহাস। প্রথম তিন ম্যাচে জিতে আগেই সিরিজের দখল নিয়েছিল ভারত। টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের সেই মানসিকতার প্রশংসা করে গম্ভীর আজ বলেছেন, 'দেশ থেকে দুনিয়ার আর এক প্রান্তে হাজির হওয়ার জন্য আমাদের ১৫ ঘণ্টার বেশি সময় বিমানে কাটাতে হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের মাত্র একদিন, কয়েক ঘণ্টার অনুশীলনে খেলতে নেমেছিলাম আমরা। কিন্তু তারপর ছেলেরা যেভাবে মাঠে সেরাটা দিয়েছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। ঠিক সেই কারণেই বলছি, আমার বা আমার দলের অভিধানে ভয় বলে কোনও শব্দ নেই।'

টি২০ সিরিজ শেষ। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে একদিনের সিরিজ। ঠিক তারপরই রয়েছে টেস্ট সিরিজ। রোকো জুটির মাঠে নামা নিয়ে যেমন আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ার, ঠিক তেমনই ঋষভকে নিয়েও চলছে চর্চা। ইরানি কাপ ফাইনালে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। তারপর থেকে তাঁকে আর ক্রিকেটে দেখা যায়নি। আজ জানা গিয়েছে, এখনও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকা ঋষভ পুরো ফিট নন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি অনিশ্চিত। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর অবশ্য ঋষভ নিয়ে নতুন কোনও দিশা দিতে পারেননি। টিম ইন্ডিয়ার কোচের কথায়, 'ঋষভ নিয়ে নতুন কোনও তথ্য আপাতত আমার কাছে নেই।' এদিকে, হ্যামিল্টনের মাঠে শেষ টি২০ ম্যাচ হারের পর ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স তাঁর দলের জঘন্য বোলিং-ফিল্ডিংয়ের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বোলিং-ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতির ডাক দিয়েছেন তিনি।



অর্ধশতরান করলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ ঈশান।

টেস্ট সিরিজে অনিশ্চিত ঋষভ

গ্লেনের সঙ্গে দাপট মিলনে-সেইফার্টের

ফের জয় নিউজিল্যান্ডের • বুধবার শুরু একদিনের সিরিজ

হ্যামিল্টন, ১ নভেম্বর : ম্যাচটাই তো হাত থেকে ফেলে দিলে তুমি!

খেলার শেষে রাতের হ্যামিল্টনের সিডন পার্কের মাঠে নিউজিল্যান্ডের ওপেনার টিম সেইফার্ট (৫০ বলে ৯৩) টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার নমন ধীরকে এমন কোনও কথা বলেছিলেন কিনা, জানা নেই। হয়তো আগামীদিনে কখনও জানা যেতে পারে সেই তথ্য।

সিরিজের শুরু থেকেই বোলারদের জন্য 'বধ্যভূমি' নিউজিল্যান্ডের বাইশ গজ। বোলারদের বেহাল দশার মাঝে যদি দোসর হিসেবে 'খলনায়কের' ভূমিকা নেয় ফিল্ডিং, তাহলে তার ফল কী হতে পারে সিডন পার্কের মাঠে রবিবার ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের শেষ টি২০ ম্যাচ তার সেরা উদাহরণ হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত ১৩ রানের মাথায় অর্শদীপ সিংয়ের বলে সেইফার্টের সহজ ক্যাচ ফসকালেন নমন। সঙ্গে ম্যাচও হারতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। স্কোরবোর্ড দেখাচ্ছে, ১৩ রানে জীবন পাওয়ার পর ব্যাটিংয়ের গিয়ার বদলালেন সেইফার্ট। যখন মনে হচ্ছিল, তাঁর শতরান সময়ের অপেক্ষা। তখন ফিরলেন প্যাভিলিয়নে। কিন্তু তার আগে ৯৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের মাধ্যমে শেষ ম্যাচে ৭ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করে গেলেন। একা সেইফার্ট নন, আজই শেষ হওয়া পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের 'রানমেশিন' তকমা পেয়ে যাওয়া গ্লেন ফিলিপসও (৩৮ বলে অপরাজিত ৬৫) উপহার দিলেন চরম আগ্রাসী ব্যাটিং। যার ফলে টসে হেরে ব্যাটিং করে ১৯১/৮ করার পর ১২ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ হারল টিম ইন্ডিয়া।

সিরিজ ভারতের, হ্যামিল্টন নিউজিল্যান্ডের।

আজই ইতিহাস হয়ে যাওয়া কুড়ির ক্রিকেট সিরিজকে এভাবে আখ্যা দেওয়াই যেতে পারে। প্রথম তিন ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজের দখল নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। অকল্যান্ডের পর আজ হ্যামিল্টনের মাঠে মিচেল স্যান্টনারের দল প্রমাণ করে দিল, টিম ইন্ডিয়া টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হতে পারে, কিন্তু তারাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। যার শুরুটা দেখা গিয়েছিল কিউয়ি জোরে বোলার অ্যাডাম মিলনের (৪-০-১৯-৪) বোলিংয়ের মাধ্যমে। টসে হেরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের শুরুতেই দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (৪) ও অভিষেক শর্মাকে (১) ফিরিয়ে জোরদার ধাক্কা দিয়েছিলেন অ্যাডাম। পরে ঈশান কিষান (৩২ বলে ৬১) ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়াররা (২৩ বলে ৫০) চেষ্টা করলেও রানের খেলা কুড়ির ক্রিকেট সিরিজে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দিতে পারেননি। একে তো নিউজিল্যান্ডের প্রায় সব মাঠই আকারে ছোট। এমন মাঠে ও ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ পিচে ২৪০-২৫০ রানও যেখানে নিরাপদ নয়, সেখানে টিম ইন্ডিয়ার ১৯১/৮ স্কোরে যে ম্যাচ জেতা যাবে না, বোঝা গিয়েছিল আগেই।

বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছে। চার বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা ভুবনেশ্বর কুমার এখনও তাঁর সেরা ছন্দে নেই। হয়তো তিনি এখনও প্রত্যাবর্তনের ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। আর তার মধ্যেই টি২০ সিরিজও শেষ হয়ে গেল আজ। বরুণ চক্রবর্তী (৪৫/১) চলতি সিরিজে প্রথমবার সুযোগ পেয়েছিলেন আজ। কিন্তু তাঁর বোলিংয়ের 'রহস্য' অনেক আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ফলে নির্বিষ ভারতীয় বোলিংয়ের কঙ্কাল নতুনভাবে সামনে এল আজ। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই বলছেন, ব্যক্তিগত ১৩ রানে সেইফার্টের ক্যাচ মিস না হলে খেলার ফল ভিন্ন হতেই পারত। হয়তো জেতা সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতত টিম ইন্ডিয়া। কী হলে কী হত, পরের কথা। ঘটনা হল, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে বারবার প্রমাণ হয়েছে, কোনও স্কোরই এখানে নিরাপদ নয়। ২০০-র নীচে থাকা রান তো নয়ই।

টসের সময়ই শুরু নয়া বিতর্ক। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফের অনুপস্থিত বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। কিন্তু কেন? তার সঠিক কোনও ব্যাখ্যা নেই। তিন নম্বর টি২০ ম্যাচে অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন বৈভব। রানও করেছিলেন। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচে বৈভব ডাগআউটে। এমন ঘটনা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় চলছে ক্রিকেটমহলে। ম্যাচ হারের পরও সেসব নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোচ গৌতম গম্ভীর সরাসরি বলেছেন, 'সকলকে খুশি করা আমার কাজ নয়। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমার কাজ। সেটা সবার পছন্দ নাও হতে পারে।'

টিম ইন্ডিয়ার কোচ যাই দাবি করুন না কেন, বৈভবকে না খেলানো নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে। হয়তো আগামীদিনে আরও বাড়বে। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজের আসরে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মারা বড় রান করে দিলে একমাত্র বৈভব বিতর্ক চাপা পড়তে পারে।



৫০ বলে ৯৩ রানের ইনিংসে ভারতের চেষ্টা ব্যর্থ করলেন টিম সেইফার্ট।

নজরে পরিসংখ্যান

১২২০ চলতি বছরে টি২০-তে ১২২০ রান করলেন ঈশান কিষান। যা কোনও বছরে ভারতীয়দের মধ্যে সবাধিক। ভাঙলেন সূর্যকুমার যাদবের (১১৬৪, ২০২২ সালে) রেকর্ড।

৩৪১ এই সিরিজে নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসের রান। যা দ্বিপাক্ষিক টি২০ সিরিজে কোনও ব্যাটারের সবাধিক।



৫২২ ফিলিপস ২০২৬ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টি২০-তে ৫২২ রান করলেন। যা টি২০-তে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক বছরে সবাধিক।

১৪৩ নিউজিল্যান্ডের হয়ে সবাধিক ১৪৩টি টি২০ খেললেন মিচেল স্যান্টনার। টপকে গেলেন ইশ সোধিকে (১৪২টি)।

৬৫ পুরুষদের টি২০ আন্তর্জাতিকে পূর্ণ সদস্যের দেশের বিরুদ্ধে পাওয়া প্লে-তে ৬৫টি উইকেট হয়ে গেল অর্শদীপ সিংয়ের। যা টিম সাউদির সঙ্গে যুগ্ম সবাধিক।

সামি বনাম পৃথ্বী নিয়ে সরগরম নন্দনকানন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ নভেম্বর : দুই কক্ষচ্যুত তারা!

প্রথমজন শেষ দুই মরশুম ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে চলেছেন। নিয়মিত পারফর্ম করছেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। কিন্তু তারপরও 'বদ্ধ' থাকা জাতীয় দলের দরজাটা ভাঙতে পারছেন না। কিছুতেই সুযোগ আসছে না টিম ইন্ডিয়ায়। কিন্তু লড়াই ছাড়ার পাত্র নন মহম্মদ সামি। শেষ দেখেই ছাড়বেন তিনি।

অপরজন শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটে নিন্দিত। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ব্যাড বয়'। বারবার শৃঙ্খলা ভেঙে সমস্যায় পড়েছেন। অসম্ভব প্রতিভা নিয়ে ক্রিকেট কেরিয়ার শুরুর পর আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে এখন বহুদূরে পৃথ্বী শ। শরীরটাও ফুটবলের মতো হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট খেলার জন্য তিনি ঠিক কতটা ফিট, দেখলেই প্রশ্ন উঠবে। উঠছেও। কিন্তু তবুও ভাবলেশহীন পৃথ্বী।

কক্ষচ্যুত দুই তারা সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছেন। সামির হাতে থাকবে লাল বল। পৃথ্বীর হাতে থাকবে ব্যাট। বাংলা বনাম মহারাষ্ট্র ম্যাচের মঞ্চকে ছাপিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননের আপাতত মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সামি বনাম পৃথ্বীর লড়াই। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা লড়াইয়ে যে জিতবেন, তাঁর দলই রনজির মূল পর্বের দিকে অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন। টানা তিন ম্যাচে জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে বাংলার। পয়েন্ট ১৮। বাংলার তুলনায় অনেক অনভিজ্ঞ, আনকোরা ক্রিকেটারে ভরা মহারাষ্ট্র প্রথম ম্যাচে জিতলেও শেষ দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট করে পেয়েছে। রনজির এলিট 'সি'-র গ্রুপে তিন ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে বাংলার ঠিক পিছনে রয়েছেন পৃথ্বীরা।

ঘাস প্রায় নেই ইডেনে বাইশ গজে। গতকাল পর্যন্ত যতটা দেখা গিয়েছিল, রবিবার তার বেশিরভাগ উধাও। নিরপেক্ষ কিউরেটার হাজির হয়ে পিচ নিয়ে তদারকি করে বাংলা বনাম মহারাষ্ট্র ম্যাচের জন্য এমন একটা বাইশ গজ তৈরি করেছেন, যেখানে শুরুর দিকে ব্যাটার-বোলার, সবার জন্যই সাহায্য থাকলেও পরের দিকে বল ঘুরবে বলেই মনে করা হচ্ছে। টিম বাংলাও তাদের প্রথম একাদশ প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। তিন পেসার, দুই স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়ছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। যদিও কেরলের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়া মহম্মদ কাইফকে নিয়ে সামান্য সংশয় রয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামীকাল খেলা শুরুর আগে কাইফের ফিটনেস পরীক্ষা হবে। তিনি ফিট থাকলে ভালো। না হলে গীত পুরী অথবা সৌম্যদীপ মণ্ডলের মধ্যে কোনও একজন খেলবেন সামি ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের সঙ্গে।

গরম প্রায় উধাও। শীত এখনও না পড়লেও আবহাওয়ার পরিবর্তন মালুম হচ্ছে। তার মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের পর ফের নতুন করে নিম্নচাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে। ক্রমশ দানা বাঁধছে সাইক্লোন মুরাসু। বাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুরাসু বাংলা বনাম মহারাষ্ট্র ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ দুপুরে ইডেনে প্রায় তিন ঘণ্টার অনুশীলনের শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'মাঠে নেমে দল হিসেবে সেরাটা দিতে হবে আমাদের।' বিপক্ষ দলে পৃথ্বীর মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটার থাকলেও সেটা পাত্তা দিচ্ছেন না বাংলার কোচ। বরং লক্ষ্মীরতন অনেক বেশি উদ্বেগে রয়েছেন দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে। অধিনায়ক অভিমন্যু, সুদীপকুমার ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়রা ভালো শুরুর পরও বড় রান পাচ্ছেন না। উইকেট উপহার দিয়ে আসছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দলের ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন।

পৃথ্বী বনাম সামির মঞ্চে বাংলার ব্যাটিংয়ের ছবিটা বদলায় কিনা, সেটাই দেখার।



প্রস্তুতির ফাঁকে পৃথ্বী শ-র সঙ্গে আড্ডায় মহম্মদ সামি ও লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক ব্রেসওয়েল বো মিলনে	৪
অভিষেক ক মিচেল বো মিলনে	১
ঈশান ক স্মিথ বো টিকনার	৬১
শ্রেয়স ক সেইফার্ট বো স্মিথ	৫০
তিলক ক ও বো স্মিথ	৬
নমন ক ব্রেসওয়েল বো টিকনার	৩৩
নীতীশ ক ফিলিপস বো মিলনে	২২
ভুবনেশ্বর ক মিচেল বো মিলনে	৬
প্রিন্স অপরাজিত	০
অর্শদীপ অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	৭
মোট (৮ উইকেট, ২০ ওভার)	**১৯১**
উইকেট পতন : ২/১, ১৯/২, ১১২/৩, ১২৩/৪, ১৩৩/৫, ১৭৯/৬, ১৮৫/৭, ১৯০/৮।	
বোলিং : ডাফি ৩-০-২৭-০, মিলনে ৪-০-১৯-৪, স্মিথ ৩-০-২৮-২, টিকনার ৪-০-৩৮-২, স্যান্টনার ৪-০-৩৯-০, ব্রেসওয়েল ২-০-৩৮-০।	

নিউজিল্যান্ড

সেইফার্ট বো নীতীশ	৯৩
অ্যালেন ক ঈশান বো অর্শদীপ	২
মিচেল ক অভিষেক বো বরুণ	২৯
ফিলিপস অপরাজিত	৬৫
জ্যাকবস অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	৫
মোট (৩ উইকেট, ১৮ ওভার)	**১৯৫**
উইকেট পতন : ৯/১, ৮২/২, ১৬৮/৩।	
বোলিং : ভুবনেশ্বর ৪-০-৪১-০, অর্শদীপ ৪-০-৪০-১, প্রিন্স ৩-০-৩৫-০, বরুণ ৪-০-৪৫-১, নীতীশ ২-০-১৯-১, অভিষেক ১-০-১৩-০।	

ফল : নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ : ভারত ৩-২ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : অ্যাডাম মিলনে।
সিরিজ সেরা : গ্লেন ফিলিপস।

হরমনপ্রীতের হ্যাটট্রিক

জলন্ধর, ১ নভেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে টানা চতুর্থ জয় পেল ভারত। রবিবার তারা ৪-২ গোলে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। ৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের গোলের খাতা খোলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। এদিন তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। দুর্দান্ত ফিল্ড গোল করে সুখজিৎ সিং ৩-১ এগিয়ে দিয়েছিলেন ভারতকে। সোমবার ভারত গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে।

ওড়িশা এফসি ম্যাচে নেই সাহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। সাইডলাইনের ধারে তখনও একা দাঁড়িয়ে তিনি।

না, অকারণে নয়। বরং লিস্টন কোলাসোকে দেখা গেল, মাঠের দিকে মুখ করে প্রার্থনা সারলেন অনেকটা সময় ধরে। সেই ডুরান্ড কাপ থেকে শুরু হয়েছে তাঁর গোলের সুযোগ নষ্ট। তিনি মাঠে নামলেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের খেলায় বাড়তি ঝাঁঝ কিন্তু তাঁর পা থেকে বল কিছুতেই গোলে ঢুকছে না। সম্ভবত সেই কারণেই প্রভু যিশুর কাছে নিজের জন্য গোলের প্রার্থনা ম্যাচ শেষের পরেও। সঙ্গে হয়ত প্রথম একাদশে ঢোকার আগ্রহও প্রকাশ করলেন তাঁর ঈশ্বরের কাছে। কারণ ওই গোলের সুযোগ নষ্টের জন্যই তাঁর জায়গা আপাতত সাইডলাইনে। ৭০ মিনিটের আগে মাঠে নামার সুযোগ দেন না কোচ। যদিও প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস নিজে ব্যাখ্যা দিলেন, 'মাঝে মাত্র চারদিন সময় পেয়েছি। এর মধ্যে দলে এতগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। নম্বর ১০ পজিশনে একজনকে পরিবর্তন করতেই হত। তাই সাহালকে (আব্দুল সামাদ) নামাই। এই বঙ্গ তনয়ের জন্যই বাঁদিকে উইং প্লে আগের থেকে অনেকবেশি ভালো হয় পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে। বাগান অধিনায়ক বলে গেলেন, 'মোহনবাগানের প্রতি আমার মনে একটা আলাদা আবেগ আছে। কারণ এখানে দেশেরতো বটেই বহু বলেই শুভাশিসকে বিশ্রাম দিই।' পাঞ্জাবের বিপক্ষে মাত্র ১২ মিনিটের মাথায় গোড়ালিতে চোট পেয়ে বেরিয়ে যান সাহাল। ম্যাচের পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁকে গাড়িতে উঠতে দেখা যায়। ওড়িশার বিপক্ষে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মোহনবাগান মাঠে রাইট ব্যাকেও পরিবর্তন করতে হয়। বোসে (শুভাশিস বসু) বাঁদিকে আসে। ডিফেন্সে এই পরিবর্তনের ফলে রাইট হাফেও পরিবর্তন হয়। মনবীর (সিং) চলে যায় ডানদিকে। এতগুলোর পর আর পরিবর্তন সম্ভব ছিল না বলেই ওকে আনা যায়নি।' হঠাৎই রিজার্ভ বেঞ্চে চলে যাওয়া শুভাশিসও এই ম্যাচে নেমে বোঝালেন তাঁকে এখনও মোহনবাগানের প্রয়োজন। উচ্চমানের বিদেশিও খেলে গিয়েছে, এই ক্লাবের একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। তাই যখনই কোচ সুযোগ দেবেন তখনই নিজের সেরাটা দেব।' তাঁকে সুযোগ না দেওয়ার বিষয়ে কোচের অজুহাত, 'সেই ডুরান্ড কাপ থেকে ও টানা খেলছে। এবং প্রতিটা ম্যাচই ৯০ মিনিট খেলেছে। এরপরও খেলিয়ে গেলে ওর চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত ফের প্রস্তুতি শুরু হলেই বোঝা যায় চোট পাওয়া ফুটবলারদের কার কী অবস্থা।

এদিকে, দীপাবলির উপহার হিসাবে সমর্থকদের বিনা খরচে খেলা দেখার সুযোগ দিচ্ছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এদিন তিনি টুইট করে জানান, প্রতি সমর্থক দুইটি করে টিকিট পাবেন। মোহনবাগান মাঠ থেকে যা পাওয়া যাবে।

বিনা খরচে খেলা দেখার সুযোগ সমর্থকদের

মরণবাঁচন আল সিব ম্যাচেও ডেভিডেই ভরসা হাবাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : হাতে রয়েছে দুই বিদেশি স্ট্রাইকার। তারপরও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ মরণবাঁচন ম্যাচে সম্ভবত ডেভিড লালহালানসাঙ্গার ওপরই আস্থা রাখছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে ঘরের মাঠে লাল-হলুদের সামনে ওমানের আল সিব ক্লাব। এই ম্যাচে প্রথম একাদশ সম্ভবত অপরিবর্তিত রাখছেন হাবাস। অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই। এবার মরশুমের শুরু থেকে আক্রমণভাগে মূলত ভারতীয় ফুটবলারদেরই ব্যবহার করছেন হাবাস। কখনও ডেভিড আবার কখনও এডমুন্ড লালরিনডিকা, বিপিন সিংদের স্ট্রাইকার হিসেবে খেলিয়েছেন। বিদেশিরা এসেছেন পরিবর্ত হিসেবে। ডুরান্ড কাপ বা আইএফএ শিল্ডে কম বিদেশি খেলানোর কারণ হিসেবে এএফসি ম্যাচের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন হাবাস। তবে এসিএল টু-এর মঞ্চে এখনও একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। আসলে সাফল্য যাবতীয় বিতর্কই ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ হাবাসের দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

আকে আনউদ লোবা, লুকাস জোলিনস্কি, ক্রিস ইকোনোমিডিসদের শুরু থেকে কেন খেলাচ্ছেন না লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ! ইস্টবেঙ্গল শিবিরের অন্দরে কান পাতলে এই বিষয়ে নানান রকম মত শোনা যাচ্ছে। একটা মহলের ধারণা, এই দল নিয়ে এএফসি-তে যে আর বড় কিছু করা সম্ভব নয়, সম্ভবত তা বুঝে গিয়েছেন হাবাস। সেই কারণের গুরুত্বের তালিকায় এখন আইএসএল-কে এক নম্বরে রাখছেন তিনি। এর বিপরীত মতও রয়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, আকে লোবা, জোলিনস্কিরা একশো শতাংশ ফিট নন। ইকোনোমিডিসের খেলা নিয়েও সন্তুষ্ট নন হাবাস। তাই তাঁদের শুরু থেকে খেলানোর সাহস দেখাতে পারছেন না। বরং ডেভিডের মতো তরুণ ফুটবলারকে খেলানোই সঠিক বলে মনে করছেন তিনি।

ডেভিড যে গোলটা ভালো চেনেন, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রবিবারও তাঁকে সামনে রেখেই আল সিব ম্যাচের রণকৌশল সাজালেন হাবাস। এদিকে ইতিমধ্যেই কলকাতায় চলে এসেছে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ আল সিব ক্লাব। এদিন লাল-হলুদের তরফে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাদের।



হাতে তিন বিদেশি স্ট্রাইকার থাকলেও ডেভিডের ফর্ম আশা দেখাচ্ছে আন্তোনিও হাবাসকে।

জয় দিয়ে শুরু ফাজিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যতটা বিবর্ণ, মহিলাদের মঞ্চে ততটাই উজ্জ্বল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে জয় দিয়েই এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ছিল হো চি মিন সিটি উইমেন্স এফসি। ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়েন লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেড। জোড়া গোল করেন ফাজিলা ইকাওয়াপুট। ২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ তাঁর। ৩৪ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ফাজিলা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক অ্যাস্থনি অ্যাড্রুজের মেয়েরা। যদিও একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করেও গোলের ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা।

শিবির শুরু দিল্লির

কলকাতা, ১ নভেম্বর : দিল্লি ক্যাপিটালসের দুইদিনের প্রস্তুতি শিবির রবিবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজরদারিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শুরু হল। শিবিরে ১৫ জন ক্রিকেটার যোগ দিলেও চেনা মুখ বলতে অলরাউন্ডার আশুতোষ শর্মা।

বায়ার্নকে রুখে দিল ডর্টমুন্ড

মিউনিখ, ১ নভেম্বর : 'ডার ক্লাসিকো'-তে জয় হাতছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের। শনিবার রাতে আলিয়াঞ্জ এরিনায় বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ল জার্মান জায়েন্টরা।

এদিন ৩৭ মিনিটে গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন কনরাড লাইমার। তাঁর প্রথম শট বরুসিয়া গোলকিপার জর্জ কোবেল রুখে দিলেও ফিরতি বলে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন হ্যারি কেন। তবে তাঁর শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। এর ঠিক পরেই ম্যাচে সমতা ফেরায় ডর্টমুন্ড। ছয় মিনিট পর আবার এগিয়ে যায় বায়ার্ন। কেনের হেডার গোলের সামনে পেয়ে জালে পাঠান ডায়োট উপামেকানো। তবুও হাল ছাড়েনি ডর্টমুন্ড। ৮৯ মিনিটে ফের গোল শোধ করে বায়ার্নের থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় তারা।

পেনাল্টি মিস কেনের

গত মরশুম থেকেই স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন কেন। তবে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে সুযোগ পেয়েও গোলমুখ খুলতে পারেননি। পেনাল্টিও লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখো



মার্কিন ইউটিউবার মিস্টার বিস্টের সঙ্গে হার্দিক।

বেসবল চ্যালেঞ্জে জিতলেন হার্দিক

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর : ক্রিকেট ব্যাট হাতে তিনি বাইশ গজ মাতিয়ে রাখেন। এবার বেসবল ব্যাট নিয়েও নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। সম্প্রতি জনপ্রিয় মার্কিন ইউটিউবার মিস্টার বিস্টের একটি ভিডিওতে বেসবল খেলতে দেখা যায় হার্দিককে। ভারতীয় তারকার বিরুদ্ধে একটি বেসবল চ্যালেঞ্জে মুখোমুখি হয়েছিল মিস্টার বিস্ট। চ্যালেঞ্জটি জেতেন হার্দিক। পুরস্কার হিসেবে পান এক লক্ষ মার্কিন ডলার। পুরো অর্থটাই পথশিশু ও কুকুরের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় দান করেছেন ভারতীয় তারকা।

বিশকেকে সোনা জয় নিশানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষমদের এশিয়ান চেস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে র‍্যাপিডে সোনা জিতেছেন শিলিগুড়ির নিশান মণ্ডল। কিরগিজস্তানের বিশকেকে আয়োজিত দাবায় ৫ রাউন্ড শেষে নিশানের সংগ্রহ ৩.৫ পয়েন্ট। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার বলেছেন, 'এশীয় দাবায় র‍্যাপিড বিভাগে ওর এই সাফল্যে জেলা দাবার সঙ্গে জড়িত সবাই গর্বিত। এবার নিশান ক্লাসিকাল ফরম্যাটে নামবে। সেখানেও ওর থেকে একই রকম সাফল্য আশা করছি। ৯ নভেম্বর ও শিলিগুড়ি ফিরবে। সেদিনই ওকে জেলা সংস্থার তরফে সংবর্ধিত করা হবে।'


সোনা জয়ের পথে নিশান মণ্ডল।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন হিটম্যান

রোকোকে নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে নিউজিল্যান্ডে

অকল্যান্ড, ১ নভেম্বর : একটা করে দিন যাচ্ছে, আর তাঁরা কবে মাঠে নামবেন, সেই আলোচনা আরও জোরদার হচ্ছে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা আগেই পৌঁছে গিয়েছেন নিউজিল্যান্ডে। বুধবার ৪ নভেম্বর কিউয়িদের দেশে তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে রবিবার হ্যামিল্টনে শেষ হয়ে গেল টি২০ সিরিজ। শেষ ম্যাচে ফের হারতে হল শ্রেয়স আইয়ারের ভারতকে। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং, ফিল্ডিং নিয়ে রয়েছে প্রবল উদ্বেগ। কিন্তু সেইসব নিয়ে ভাবছে কে?

ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর এখন শুধুই রোকোদের নিয়ে। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কের মাঠে রোকো অনুশীলনে নামলেই জমছে ভিড়। চলছে ভারত মাতা কী জয় স্লোগান। সঙ্গে বিরাটদের নিয়ে বাঁধভাঙা উন্মাদনা। জীবনে শেষবার নিউজিল্যান্ড সফরে এসেছেন রোহিত-বিরাট। ফলে তাঁদের নিয়ে আবেগ, উন্মাদনা লাগামছাড়া হবে, এতে আর অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসরের পর রোকো যখন যেখানে যাচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে এমনই উন্মাদনা চলছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনের শেষ কয়েকটা মাস রোকোও চুটিয়ে উপভোগ করছেন। তাঁদের মধ্যে দুর্দান্ত বন্ধুত্বের রসায়নও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। এর মধ্যেই আজ জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ড সফর থেকে দেশে ফিরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের পর বিজয় হাজারে ট্রফি খেলবেন রোহিত। বড় অঘটন না হলে বিরাটও খেলবেন। যদিও দুই কিংবদন্তি এখনও স্পষ্ট করে জানাননি তাঁরা মোট কয়টি ম্যাচ খেলবেন। এদিকে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে এখন ডুবে রয়েছেন রোকো। নিউজিল্যান্ডের বাইশ গজের বাড়তি বাউন্স, সুইংয়ের মোকাবিলার জন্য ব্যাট হাতে তৈরি হচ্ছেন তাঁরা। গত কয়েকদিন ধরেই টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের অনুশীলনে দেখা গিয়েছে, পাশাপাশি দুইটি নেটে ব্যাটিং করছেন রোকো। পরস্পরকে ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের মাঠের বাইশ গজ নিয়ে তাঁদের মধ্যে চর্চাও চলছে।

রবিবার যেমন দেখা গিয়েছে, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজ, আকিব নবি দারদের বলে রোকোদের কিছুটা সমস্যায় পড়তে। বিশেষ করে বিরাটকে বারবার পরাস্ত হতে দেখা গিয়েছে আজ। নবির বলের লাইন, লেংথ নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। কিছুটা হতাশা ভরা শরীরীভাষা নিয়ে পাশের নেটে থাকা রোহিতের সঙ্গে ব্যাটিং নিয়ে কিছু আলোচনা সারতেও দেখা গিয়েছে বিরাটকে। পাশাপাশি অকল্যান্ডের স্থানীয় কয়েকজন বোলারকেও আজ বিরাট-রোহিতদের বিরুদ্ধে নেটে হাত ঘোরাতে দেখা গিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না বিরাট।

কোহলি যেদিন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ব্যাট হাতে নেটে অস্বস্তিতে পড়লেন, সেদিনই কিউয়িদের অন্যতম সেরা জোরে বোলার জ্যাকব ডাফি তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে বিরাটের পাশে খেলেন ডাফি। ফলে খুব কাছ থেকে কোহলিকে চেনেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ডাফি আজ বলেছেন, 'কোহলি মেগাস্টার। ওকে নিয়ে নতুন করে যাই বলি, সেটা কম হবে। গতকাল জিমে আমাদের দেখা হয়েছিল। আমি দেখেই ওর দিকে এগিয়ে যাই। অনেকটা সময় কথাও বলেছি আমরা।' কোহলিকে ভারতীয় ক্রিকেটের 'ধর্মগুরুর' সঙ্গে তুলনা করে ডাফি বলেছেন, 'বিরাট ভারতীয় ক্রিকেটের মেগাস্টার তো বটেই। ও অনেকটা ক্রিকেটীয় ধর্মগুরুর মতোই। যখন যেখানে বিরাট যায়, ক্রিকেটপ্রেমীরা একবার ওর স্পর্শ পেতে চায়।'


অনুশীলনের ফাঁকে খুনশুটিতে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। অকল্যান্ডে রবিবার।

ধ্রুবর শতরানেও চাপে ভারত 'এ'

ভারত 'এ'-৩৪৬ নিউজিল্যান্ড 'এ'-২১৮/৩ (দ্বিতীয় দিনের শেষে)

ক্রাইস্টচার্চ, ১ নভেম্বর : সব ঠিক থাকলে ১৯ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছয় নম্বরে ব্যাটার হিসেবে খেলবেন ধ্রুব জুরেল। নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে চলতি চারদিনের ম্যাচে তারই প্রস্তুতি সেরে রাখলেন তিনি। কিন্তু জুরেলের (১০৫) শতরানের পরও দ্বিতীয় দিনের শেষে চাপে ভারতীয় 'এ' দল।

ক্রাইস্টচার্চে গতকাল ৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন ধ্রুব। রবিবার শতরান সম্পূর্ণ করে ফেরেন তিনি। শনিবারের অন্য অপরাজিত ব্যাটার আকাশ দীপও অর্ধশতরান করেন। শেষদিকে বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশের ৬৮ রানের ইনিংসের জন্য ভারত 'এ' ৩৪৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। জবাবে নতুন বলে মুকেশ কুমার (৪৪/২) ও মহম্মদ সিরাজ (৪৯/১) নিউজিল্যান্ড 'এ'-র টপ অর্ডারকে ছেঁটে ফেলেছিলেন। মুকেশরা ১৩/৩ করে দেওয়ার পর ২০৫ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে কিউয়িদের ম্যাচে ফেরান ম্যাথু বোয়েল (১০৭) ও ডিন ফক্সক্রফট (৮০)। দ্বিতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড 'এ'-র স্কোর ২১৮/৩।



শতরানের পর ধ্রুব জুরেল। ক্রাইস্টচার্চে 'এ' দলের ম্যাচে।

জিতে রাফিনহাদের তাড়া রিয়ালের

আলাভেসকে ছয় গোল বার্সার

বার্সেলোনা, ১ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্যারিস সাঁ জাঁ, লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের হারের পর অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে আলাভেসকে ৬-১ গোলে কার্যত উড়িয়ে দিল কাতালান জায়েন্টরা। এই জয়ের সুবাদে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলেও শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা। ৮ মিনিটে ফেরমিন লোপেজের পাস থেকে রাফিনহার গোল। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন সেই ফেরমিন। আলাভেসের রক্ষণকে ক্রমাগত চাপে রেখে ৪২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি তুলে নেন রাফিনহা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময় চতুর্থ গোলটি লামিনে ইয়ামালের। দূরপাল্লার নিখুঁত নীচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৬৪ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের পাস থেকে বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে বল গোলে পাঠান ইয়ামাল। এর কিছুক্ষণ পরেই অ্যান্থনি গর্ডন ষষ্ঠ গোলটি করেন। ম্যাচের শেষমুহূর্তে আলাভেসের একটি গোল শোধ করলেও তা কেবল ব্যবধানই কমিয়েছে।

এই ম্যাচেই বার্সেলোনা কোচ হিসেবে ১৩১টি ম্যাচে শততম জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ফ্লিক। ক্লাব ইতিহাসে লুইস এনরিকের (১২৬ ম্যাচ) পর দ্বিতীয় দ্রুততম কোচ হিসেবে ১০০ জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেছেন, 'টানা দুইটি হারের পর খেলোয়াড়রা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে আমি সন্তুষ্ট। আক্রমণভাগের ফুটবলাররা দুর্দান্ত খেলেছে।'

রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রেসিং স্যান্টানডারকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। জিতে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান তারা তিনেই রেখে দিয়েছে। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। ২২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জুডে বেলিংহাম। রিয়ালের তৃতীয় গোলটি ইয়ান দিওমান্দের।


গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

ডার্বি হেরে শীর্ষস্থান খোয়াল ইন্টার

মিলান, ১ নভেম্বর : ডার্বি ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলানকে ১-৩ গোলে হারাল এসি মিলান। এই হারের ফলে সিরি আ-র পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান হারাল ইন্টার।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় এসি মিলান। ৪ মিনিটেই দিয়েগো মোরেইরার ক্রস থেকে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ। ১০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান আদ্রিয়েন র‍্যাবিও। ২২ মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনির হেডে ব্যবধান কমায় ইন্টার। তবে ৪৩ মিনিটে সরাসরি ফ্রি কিক থেকে অসাধারণ গোল করেন মোরেইরা।

দ্বিতীয়ার্ধে মিলান গোলকিপার মাইক মাইগনান দুর্দান্ত কিছু সেভ করেন। শেষদিকে ইন্টারের পাওয়া পেনাল্টি ভিএআর বাতিল করে। চলতি মরশুমে লিগে এটিই ইন্টারের প্রথম হার। গোল পার্থক্যে ইন্টারকে টপকে শীর্ষে উঠল লাজিও। অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ এই জয়ে ৫ নম্বরে উঠে এল এসি মিলান।

আরও ৫ পদক মাফির ঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে রাজ্য র‍্যাংকিং মাস্টার্স গেমসে রবিবার মাফি শিলিগুড়ির ঘরে আরও পাঁচটি পদক এসেছে। পুরুষদের ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতেছেন তপন সেনগুপ্ত। পুরুষদের ৬৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে দীপক পাল সোনা পেয়েছেন। গণেশ ধর পুরুষদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে হাই জাম্পে জিতেছেন রুপো। দীপ্তি পাল মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৮০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। বীরবাহাদুর লিম্বু পুরুষদের ৭৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৮০০ মিটারে সোনা পেয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন ধুরন্ধরস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : রয়েস ফুটবল লিগ একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রয়েস ধুরন্ধরস। বাঘা যতীন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের মাঠে রবিবার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে রয়েস রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা আদিত্য অধিকারী। সেরা গোলকিপার প্রতীক। সেরা অধিনায়ক হয়েছেন গৌরব।

ভয় নেই গম্ভীরের অভিধানে

- খবর এগারোর পাতায়


দ্বিতীয় ইনিংসে জঘন্যভাবে রানআউট হন অস্ট্রেলিয়ার জোশ ইনগ্লিস।

টেস্টের দলে বেশ কিছু পরিবর্তন হবে : কামিন্স

কেপ টাউন, ১ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তৃতীয় টেস্টে ধরাশায়ী। সিরিজ তো বটেই, প্রোটিয়াদের কাছে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানও হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পরে অস্ট্রেলিয়া দলে পরিবর্তনের দাবি উঠছে। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও সেই দাবি মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সিরিজ হারের পর এই ধরনের দাবি ওঠে এবং হয়তো সেটা ন্যায্যও বটে। কারণ, আমরা টানা দুটি টেস্ট হেরেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা অত্যন্ত ভালো দল। তবে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে উঠতে গেলে খেলায় উন্নতি করতে হবে। হয়তো খেলার ধরনে পরিবর্তন হতে পারে কিংবা কিছু ক্ষেত্রে খেলোয়াড় বদল করা হতে পারে। আমাদের আরও কয়েক সপ্তাহ সময় চাই। তার মধ্যে পুরো বিষয়টি গুছিয়ে নেব।'

প্রোটিয়াদের কাছে হারের জের

টেস্ট সিরিজ হারের পর প্রবল সমালোচনার মুখে কামিন্সরা। তৃতীয় টেস্টের শেষদিনে সাইমন হার্মারের স্পিনের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি অজি ব্যাটাররা। অবশ্য শুরুটা করেছিলেন কাগিসো রাবাদা। শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে ধস নামিয়ে দেন তিনি। প্রোটিয়াদের কাছে হারটা অজিদের বড় ধাক্কা দিয়েছে। এর আগে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ ১-১ ফলে ড্র করেছিল। পরপর দুটো সিরিজে হতাশাজনক পারফরমেন্স বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৭৫ থেকে কমে ৬৯.২৩ শতাংশে নেমে গিয়েছে। যার ফলে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে নেমে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ম্যান সিটিকে সরিয়ে ইপিএলে শীর্ষে আর্সেনাল

এএস রোমা ম্যাচেও ডাগআউটে ক্যারিক

চেলসি, ১ নভেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থানের হাতবদল হয়ে গেল। রবিবার লিভারপুলকে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে হারিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে আর্সেনাল। ১৬ মিনিটে কাই হাভার্জ একমাত্র গোলটি করেন। এদিন জিতে ৯ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষে উঠে এসেছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

লাল ম্যাঞ্চেস্টার অবশ্য শীর্ষস্থানের লড়াই থেকে অনেক দূরে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকদের মনে অবনমনের আশঙ্কা। মাইকেল ক্যারিকের অধীনে এবার সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা নয় ম্যাচে জয়হীন ইউনাইটেড। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে চেলসির কাছে ০-২ গোলে হেরে ইপিএলের পয়েন্ট টেবিলে ১৭ নম্বরে নেমে গিয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। নেটিজেনদের কটাক্ষ, এখন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের খেলা দেখাটাই সবচেয়ে যন্ত্রণার।

১৯৮৭ সালের পর কোনও মরশুমে এবারের চেয়ে খারাপ শুরু করেনি লাল ম্যাঞ্চেস্টার। মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এএস রোমার মুখোমুখি হবে ক্যারিকের ছেলেরা। টানা জঘন্য পারফরমেন্সের পরও সেই ম্যাচে ইউনাইটেডের ডাগআউটে থাকবেন ক্যারিক। যার অর্থ, চাকরি বাঁচানোর আরও একটা সুযোগ পেতে চলেছেন ইউনাইটেডের এই প্রাক্তনী। কিন্তু প্রশ্ন হল, কতদিন? লাল ম্যাঞ্চেস্টারের অন্দরের খবর, আগামী সপ্তাহে ইপিএলে অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক বিরতি শুরু হবে। সেই সময়ই ক্যারিকের ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

চেলসির বিরুদ্ধে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ৪৫ বছরের ক্যারিক সেই পুরোনো বুলিই আউড়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হার ভুলে আমাদের সামনের দিকে এগোতে হবে। ম্যাচ জিততে হবে।' কিন্তু জয়ের রসদ ক্যারিকের হাতে আদৌ আছে কিনা, সেটাই সবচেয়ে বড় ধাঁধা। কারণ সুক্তোর মশলা দিয়ে আর যাই হোক বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। একাধিক রিপোর্টের মতে, গত সোমবারই ছাঁটাই হতে পারতেন ক্যারিক। ব্রুনোদের প্র্যাকটিসের সময় ক্যারিংটন গ্রাউন্ডে ক্যারিকের সঙ্গে দেখা করেন ক্লাবের ফুটবল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্স ও সিইও ওমর বেরাদা। আলোচনার পর তারা ক্যারিককে আরও কয়েকটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তলে তলে ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্টও ঘুঁটি সাজাচ্ছে। ক্যারিকের বদলি হিসেবে উইলকক্সের পছন্দ নিউক্যাসল ইউনাইটেডের প্রাক্তন কোচ এডি হাউ। ইউনাইটেডের ডিরেক্টর অফ রিক্রুটমেন্ট ক্রিস্টোফার ভিভেলের বাজি জামানির প্রাক্তন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। ফলে ক্যারিকের বিদায় হলে কার শিকে ছেঁড়ে সেটাই দেখার।


গোলের পর কাই হাভার্জকে অভিনন্দন মাগালহায়েসের।

কল্যাণের এফডি ভাঙার প্রস্তাব নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচে খরচের বকেয়া অর্থের জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙার প্রস্তাব সভাপতি কল্যাণ চৌবের। যা পত্রপাঠ নাকচ করা হয় এদিনের বিশেষ সাধারণ সভায়। এছাড়া গোটা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে।

আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। ব্রাজিল-উরুগুয়ে, দুই হাই প্রোফাইল আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিপুল অর্থ জোগাড় করতে প্রয়োজনে ফেডারেশনের এফডি ভাঙা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল। কার্যনির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য বাইচুং ভুটিয়াও এই বিষয়ে সেই সময় আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সময় সভাপতির পক্ষ থেকে ফেডারেশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং সাংবাদিক সম্মেলনেও জানায়, আর্থিক দায়ভার কল্যাণ চৌবে নিজেই নেবেন। ফেডারেশনের দায় থাকবে না। কিন্তু তাঁর মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এদিন এক বিশেষ সাধারণ সভায় তিনি ২০ কোটি টাকার এফডি ভাঙার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব সদস্যই এর প্রতিবাদ করেন। মোট কত কোটি টাকা বকেয়া তা জানতে চাওয়া হলে সঠিক অঙ্ক না কল্যাণ, না সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ কেউই পরিষ্কার করে বলতে চাননি। জানা যাচ্ছে, সংখ্যাটা ৪০ কোটির মতো। প্রফুল প্যাটেল, এনএ হ্যারিসরা এরপর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ১০ সদস্যের কমিটি এই বিষয়ে তদন্ত করবে।

২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের নির্বাচন। যদি কল্যাণরা সরে গিয়ে নতুন কমিটি আসে তাহলে যাতে তাঁদের ঘাড়ে এই দায়ভার না এসে পড়ে, সেই প্রসঙ্গও ওঠে বলে খবর।

জয়ী সবুজের অভিযান, জাভেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : ঈশান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসইউএসএ) আয়োজিত সাব-জুনিয়ার টি২০ ক্রিকেটে রবিবার সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে জিতেছে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। জাগরণী সংঘের মাঠে টসে হেরে সুকান্ত ১২.৩ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান ৩৪ রান। আদিত্য নারওয়ার ৬ ও মাসুম হক ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। জবাবে সবুজের অভিযান ১৬.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়। আয়ুষ্মান করে ২৩ রান।


পুরস্কৃত করা হচ্ছে ম্যাচের সেরাকে।

জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৩ রানে হারিয়েছে ভিএনসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টসে হেরে জাভেদ ৬ উইকেটে ১৩৪ রান করে। রৌনক ঝা ৩৬ ও পরাণ প্রসাদ ২১ রান রেখে এসেছে। হৃদয় আগরওয়াল ২৯ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ভিএনসি ১৭.৩ ওভারে ১০১ রানে অল আউট হয়। সর্বাধিক ৩৫ রান বিনাশ পান্ডের। গুলাম হোসেন ৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে।

এদিনের দুইটি ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়ে আদিত্য ও গুলাম পেয়েছে বংশীবদন সাহা ট্রফি। সোমবার খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব-শিলিগুড়ি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ও এনআরআই ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

আজ সেমিতে লায়ন্স-বাবুপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কার্তিকচন্দ্র মিত্র চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি, বিজয় ভৌমিক চ্যাম্পিয়ন্স অফ চ্যাম্পিয়ন, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, আশালতা সেন, অক্ষয় সাহা ও নীলিমা সাহা ট্রফি ৫ দলীয় মহিলা ক্রিকেটে রবিবার বাবুপাড়া বয়েজ হিমালয়ান কুইন ৬ উইকেটে মুখার্জি প্যারামেডিকেলকে হারিয়েছে। ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে টসে জিতে মুখার্জি প্যারামেডিকেল ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১১ রান তোলে। গীতাংশী দাস ৪৯ ও অঙ্কিতা মহন্ত ১৭ রান করেন। জবাবে বাবুপাড়া ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রিয়া সাহানি ৩৭ ও রত্না বর্মন ১৭ রান করেন। সানভি মিত্র ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গীতাংশীও (২০/২)। পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি স্মার্ট সিটি ও বাবুপাড়া। এলিমিনেটরে নামবে মুখার্জি হসপিটাল ও মুখার্জি প্যারামেডিকেল। প্রথম সেমিফাইনালে জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে পৌঁছাবে। এলিমিনেটরে জয়ী দল প্রথম সেমিফাইনালে পরাজিত দলের সঙ্গে মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে। ফাইনাল বৃহস্পতিবার।


ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন প্রিয়া সাহানি।



চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন। রবিবার সারব্রুকেনে।

হাইলো ওপেনে সেরা সিন্ধু, লক্ষ্য

সারব্রুকেন, ১ নভেম্বর : হাইলো ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হলেন পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন। জুলাইয়ে জাপান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রবিবার সিন্ধু চলতি বছরের দ্বিতীয় খেতাব ঘরে তুললেন। মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে তিনি ২১-১২, ২১-১৪ পয়েন্টে ডেনমার্কের লিন জায়েরফেলডটকে হারিয়ে দেন। জায়েরফেলডটের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎকারে ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা সিন্ধু এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক শট ও কোর্ট কভারেজকে কাজে লাগিয়ে বিপক্ষকে কোণঠাসা করে দেন। নিটফল, ৩৯ মিনিটে ফাইনাল জিতে ৯২০০ র‍্যাংকিং পয়েন্ট অর্জন। যা তাঁকে মরশুম শেষে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে জায়গা পাওয়ার দাবিদার করে তুলেছে। একইরকম আধিপত্য নিয়ে লক্ষ্য পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ২১-১৭, ২১-১০ পয়েন্টে জিতেছেন ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টির বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা


মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা রেশমা সাগর চৌধুরী - কে 07.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 71K 41499 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার কোটিপতি হওয়ার ইচ্ছা ছিল যা ডিয়ার লটারি পূরণ করেছে। যখন আমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা থাকে, তখন এটি অনেক স্বাধীনতা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। আমি অবশ্যই নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা পরিচালিত ডিয়ার লটারির পক্ষে কথা বলব, যেখানে কোনো বাধা ছাড়াই আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি সহজ উপায় রয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।